দুর্নীতি দমনে অঙ্গীকারবদ্ধ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০ ও ২০২১

দুর্নীতি দমন কমিশন
বাংলাদেশ

দুর্নীতি দমনে অঙ্গীকারবদ্ধ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ ও ২০২১

দুর্নীতি দমন কমিশন
বাংলাদেশ

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ মাহবুব হোসেন
সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন

সম্পাদনা কমিটি

এ কে এম সোহেল, মহাপরিচালক (আইসিটি ও প্রশিক্ষণ)
মীর মোঃ জয়নুল আবেদীন শিবলী, পরিচালক
ফজলুল জাহিদ পাভেল, পরিচালক
মোঃ ফজলুল হক, উপপরিচালক
ইমরুল কায়েস, উপপরিচালক
মুহাম্মদ আরিফ সাদেক, উপপরিচালক
সেলিনা আখতার মনি, উপপরিচালক
শারিকা ইসলাম, সহকারী পরিচালক
মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, সহকারী পরিচালক
তানভীর আহমদ, সহকারী পরিচালক

যোগাযোগ

সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
টেলিফোন : +৮৮ ০২-৫৮৩১৬২০৭, ফ্যাক্স : +৮৮ ০২-৮৩৬২৬২২
ই-মেইল : secretary@acc.org.bd; ওয়েবসাইট : www.acc.org.bd

মুদ্রণ

বলাকা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

প্রকাশক

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ

দুর্নীতি দমন কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ ও ২০২১

দুর্নীতি দমন কমিশনের ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ ও ২০২১’ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৯(১) ধারা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে উপস্থাপন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর দুর্নীতিবিরোধী উক্তি

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ ঢাকায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেন–

> দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হয়ে গেছে। এ দুর্নীতি কোনও সরকার বন্ধ করতে পারে না। এ দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে জনসাধারণ; এ দুর্নীতি বন্ধ করবে ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ, কৃষক সমাজকে লাগতে হবে। না হলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম করতে হবে।

সূত্র : ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, বাংলাদেশ বেতার থেকে সংগৃহীত

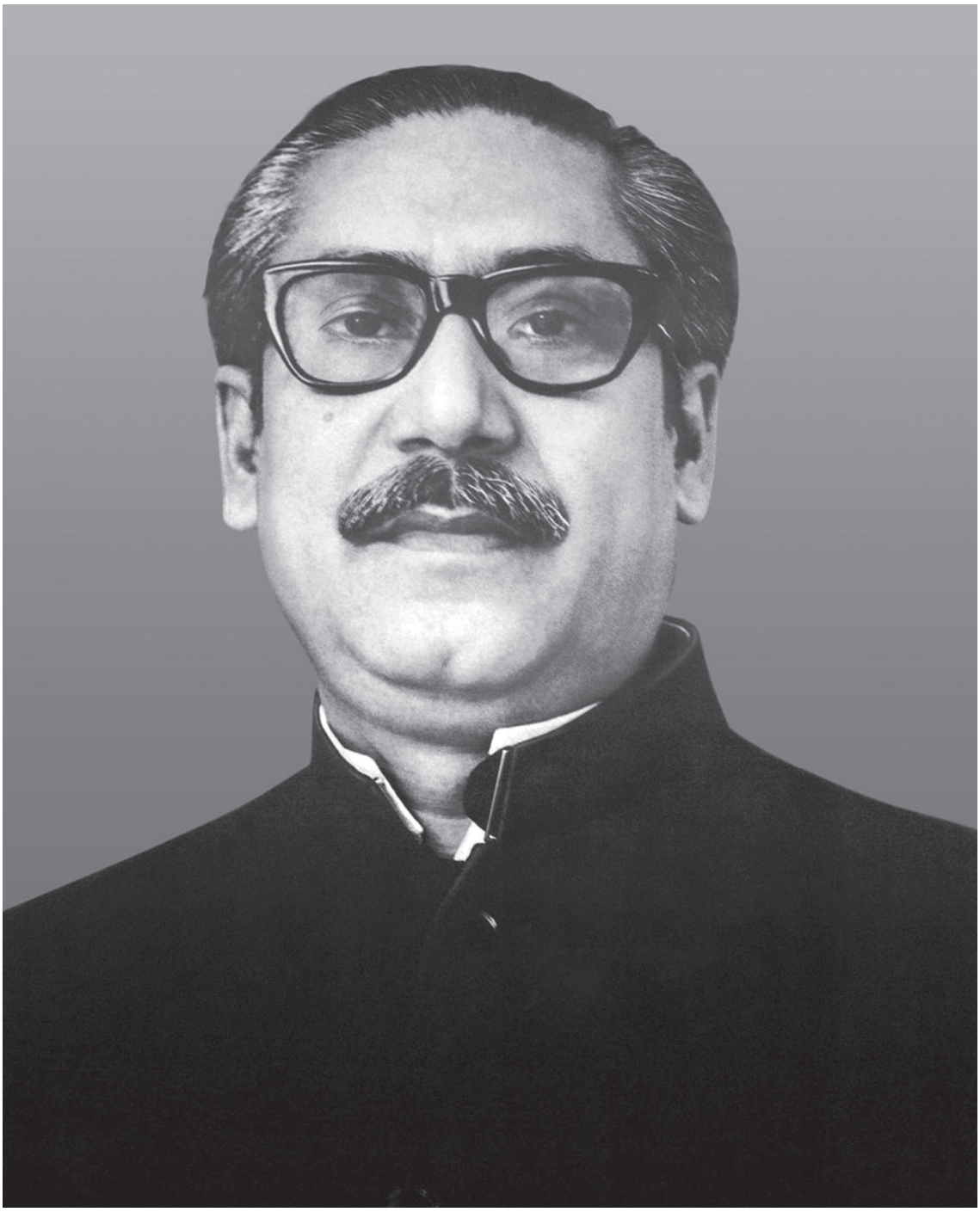

মুজিববর্ষ ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতি

বিনম্র শ্রদ্ধা

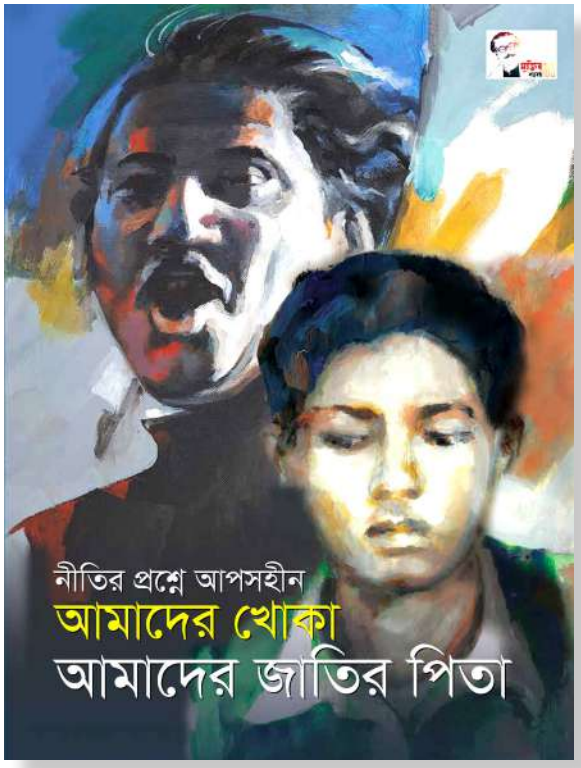

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখা এবং আগামী প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর দুর্নীতিবিরোধী চেতনায় আলোকিত করার জন্য তাঁর বক্তব্য ও ভাষণসমূহের দুর্নীতিবিরোধী অংশসমূহ সংকলিত করে লেখা হয়েছে অনবদ্য একটি বই- **"নীতির প্রশ্নে আপসহীন : আমাদের খোকা, আমাদের জাতির পিতা"**। এই বই পড়ে পাঠক বঙ্গবন্ধুর দুর্নীতিবিরোধী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। কমিশন খুবই কৃতজ্ঞ যে, বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে একটি শোষণ, দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজের বিকল্প নেই। সেই সমাজের প্রতিটি মানুষকে হতে হবে সৎ, নিষ্ঠ এবং উচ্চ নৈতিকতা বোধসম্পন্ন; তাহলেই আমাদের অর্জনসমূহ হবে টেকসই। বঙ্গবন্ধুর দুর্নীতিবিরোধী অনমনীয় মনোভাব সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে বিশেষ করে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের অবহিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন।

দুর্নীতি দমন কমিশন

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
চেয়ারম্যান

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
কমিশনার (অনুসন্ধান)

মোঃ জহুরুল হক
কমিশনার (তদন্ত)

বিষয়সূচি

হস্তান্তরপত্র			১১
চেয়ারম্যানের বক্তব্য			১২
প্রথম অধ্যায়	:	দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক অভিযান	৩৯
তৃতীয় অধ্যায়	:	দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ	৪৩
চতুর্থ অধ্যায়	:	গণশুনানি	৫১
পঞ্চম অধ্যায়	:	তথ্য ব্যবস্থাপনা	৫৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	দুর্নীতি দমন কমিশনের ডিজিটাইজেশন	৬১
সপ্তম অধ্যায়	:	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৬৫
অষ্টম অধ্যায়	:	দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	৭১
নবম অধ্যায়	:	প্রযুক্তির উৎকর্ষের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন কমিশন	৮১
দশম অধ্যায়	:	সাম্প্রতিক সময়ে দুদকের অর্জন	৮৫
একাদশ অধ্যায়	:	দুদক প্রাতিষ্ঠানিক টিমের দপ্তরভিত্তিক সুপারিশমালা	৮৯
দ্বাদশ অধ্যায়	:	ভবিষ্যৎ অভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা	১০১
ত্রয়োদশ অধ্যায়	:	উপসংহার	১০৭
		ফটো গ্যালারি	১১৩

আদ্যক্ষর ও বিস্তৃতি

ACC	Anti-Corruption Commission
ADB	Asian Development Bank
APG	Asia/Pacific Group On Money Laundering
BDT	Bangladeshi Taka
BFIU	Bangladesh Financial Intelligence Unit
BNCC	Bangladesh National Cadet Corps
CBI	Central Bureau of Investigation
CDMS	Criminal Database Management System
CID	Criminal Investigation Department
CPC	Corruption Prevention Committee
CTTC	Counter Terrosim and Transnational Crime
CTR	Cash Transaction Report
DPP	Development Project Proposal
EOI	Expression of Interest
FIMA	Financial Management Academy
FATF	Financial Action Task Force
GDP	Gross Domestic Product
GIZ	Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (German Development Co-operation)
HOPE	Head of Procuring Entity
ICRF	Investigative Committee of the Russian Federation
ICT	Information and Communication Technology
ILIS	Integrated Lawful Interception System
IPMS	Investigation and Prosecution Management System
INTERPOL	International Police
IU	Integrity Unit
LAN	Local Area Network
LT	Land Transfer
MLAR	Mutual Legal Assistance Request
MLAT	Mutual Legal Assistance Treaty
MOU	Memorandum of Understanding
NBR	National Board of Revenue
NTMC	National Telecommunication Monitoring Center
NIS	National Integrity Strategy
NRA	National Risk Assesment
OSINT	Open Source Intelligence
PAC	Provissional Acceptance Certificate
PDS	Personal Data Sheet
PKSF	Palli Karma-Sahayak Foundation
PWD	Public Works Department
ROR	Records of Rights
RAC	Reporters Against Corruption
RTI	Right to Information
SIRIUS	Cross Border Access To Electronic Evidence
UAT	User Acceptance Test
UNCAC	United Nations Convention Against Corruption
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UNDP	United Nations Development Programme

হস্তান্তরপত্র

২০ মার্চ, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

জনাব মোঃ আবদুল হামিদ
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৯(১) ধারা মোতাবেক ২০২০ ও ২০২১ সালের দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন আপনার কাছে উপস্থাপন করছি। উল্লিখিত আইন অনুসারে প্রতিবেদনটি মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের সদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ মোতাবেক প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের বিধান থাকলেও বৈশ্বিক অতিমারি করোনার প্রকোপ এবং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রণয়ন ও দাখিল করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। বাস্তবতা বিবেচনায় ২০২০ ও ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন একবছর একত্রে প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২০ ও ২০২১ সালের জন্য প্রণীত এ প্রতিবেদনে কমিশনের কার্য-সম্পাদন, সম্পাদিত কাজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জবাবদিহিতা এবং সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্যসহ কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্পষ্টীকরণ এবং সহজবোধ্যতার লক্ষ্যে কতিপয় সাধারণ তথ্য, পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে কোনো বিভ্রান্তিমূলক বা ভুল তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকলে এবং পরবর্তীকালে তা উদ্‌ঘাটিত হলে মহোদয়কে অবহিত করা হবে।

আমরা মহোদয়কে আশ্বস্ত করছি যে, দেশে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার বিকাশে কমিশন সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

বিনম্র শ্রদ্ধান্তে

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

মোঃ জহুরুল হক
কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে প্রতিবছর পেশ করার বিধান রয়েছে। কিন্তু বৈশ্বিক অতিমারি কোভিড ১৯-এর প্রাদুর্ভাব ও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে ২০২০ সালের প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। তাই বাস্তবতা বিবেচনায় এ বছর ২০২০ ও ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন একত্রে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত দুই বছরে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত সামগ্রিক কার্যক্রম ও তথ্যাদি এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত রয়েছে।

দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত নয়। তবে এর ব্যাপকতার তারতম্য রয়েছে। বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক বাস্তবতার ব্যতিক্রম কোন দেশ নয়। বাংলাদেশের দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধ, দমন ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত কার্যক্রম পরিচালনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করে অনুসন্ধান ও তদন্ত শেষে অপরাধীকে বিচারের মুখোমুখি করতে এবং শাস্তি নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে কমিশন ধারাবাহিকভাবে নানাবিধ কার্যক্রমও পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা বিনির্মাণে একটি শোষণহীন, দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "...রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না..."। সংবিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে দুর্নীতির বহুমাত্রিক আগ্রাসন প্রতিরোধ ও দমনে দুর্নীতি দমন কমিশন অঙ্গীকারবদ্ধ।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UNCAC)-এর অনুচ্ছেদ ১৩ অনুযায়ী সাধারণ জনগণের অংশীদারিত্ব ও অন্তর্ভুক্তকরণ, নাগরিক সমর্থন, মিডিয়াসহ সকল অংশীজনের সম্পৃক্তকরণে কমিশন সদা তৎপর। কমিশন জনগণের সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম, দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রিতা দূর করার নিমিত্ত গণশুনানি পরিচালনার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা ও সরকারি সেবা প্রদানকারী কর্মচারীগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছে। এছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ, দমন ও নিয়ন্ত্রণে বহুমাত্রিক কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিরোধ ও তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্রত নিয়ে ২০১৯ সালের ২৩ জানুয়ারি পথ চলা শুরু করে দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট। এনফোর্সমেন্ট ইউনিট দুদক হটলাইনে (নম্বর-১০৬) প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ ইউনিট বিগত দুই বছরে সারাদেশে ৭৩২টি এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করেছে এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে ১,৪৫৪টি পত্র প্রেরণ করেছে।

কমিশন তার দায়িত্বের অংশ হিসেবে স্ব-উদ্যোগে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত ও জনবান্ধব হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৫টি প্রাতিষ্ঠানিক টিম গঠন করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক টিমসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আইন, বিধি, পরিচালনা পদ্ধতি ও জনসেবা সংক্রান্ত সফলতা ও সীমাবদ্ধতার দিকগুলো পর্যালোচনা করে বাস্তবায়নযোগ্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরে প্রেরণ করেছে। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, সংশ্লিষ্ট সকলে এসব সুপারিশ পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করবেন, ফলে দুর্নীতির সুযোগ রোধের মাধ্যমে এসব খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম এবং সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে জনহয়রানি লাঘব হবে।

দুর্নীতি সংঘটনের পূর্বেই কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা দুর্নীতি দমন কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কমিশন দেশের সকল মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমাজের আলোকিত মানুষদের নিয়ে ৫০২টি দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছে। কমিটিসমূহ দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক শক্তিকে জাগ্রত করার প্রয়াসে নানাবিধ অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। সে সাথে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে ২৭,৬২৯টি সততা সংঘ গঠন এবং ৫,৭৫৬টি সততা স্টোর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দুর্নীতির ধরন ও গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করে তা প্রতিরোধে আগাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। সে লক্ষ্যে, দুর্নীতি দমন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে গোয়েন্দা, পর্যবেক্ষণ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, এনফোর্সমেন্ট ইউনিট গঠনের পর এতে প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে অপরাধলব্ধ সম্পদ চিহ্নিত করার পর তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য দুদকের সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, বৃহত্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি কারণে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দৃশ্যমান হওয়ার সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থায় শুভ ও অশুভ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যাপক ও দ্রুত উৎকর্ষের সাথে সাথে প্রতিনিয়তই দুর্নীতির ধরন ও কৌশল পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে কর্মপ্রক্রিয়ার অটোমেশন, সম্পদ পুনরুদ্ধার ইউনিট পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন, কমিশনের কার্যপ্রণালি ও তদারকির জন্য ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার, ফাইল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, সততা সংঘ, দুর্নীতি বিষয়ক অপরাধ ও অপরাধীর তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরিসহ অত্যাধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে কমিশনের সক্ষমতার বিকাশ ঘটানোয় কমিশন তৎপর রয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কমিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও দেশের সাথে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কর্মকর্তাদের দক্ষতা, মননশীলতা, কর্মস্পৃহা এবং নৈপুণ্য বৃদ্ধি করে মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় কোভিড-১৯ অতিমারিকালেও ৫৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছে।

বাংলাদেশ আজ দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিকে বিস্মিত করে ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে শিল্পায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে দুর্বার গতিতে দেশ এগিয়ে চলেছে। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশীদার হিসাবে দুর্নীতি দমন কমিশন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তথাপি সর্বক্ষেত্রে আমরা জনমানসের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি। ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে আরও বেশি সচেষ্ট থাকব। এই প্রতিবেদনটি যথাসাধ্য ত্রুটিমুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও এই প্রতিবেদনে কোন ভুল বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য পরিলক্ষিত হলে দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) বরাবর তা অবহিত করার অনুরোধ করছি।

বৈশ্বিক অতিমারির সংকটের শুরু থেকে নানা বিধিনিষেধ ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দুর্নীতি দমন কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত দুই বছরে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কমিশনের ১৪৫ জন কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। কমিশনের মহাপরিচালক, পরিচালকসহ চারজন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি ও তাদের পরিবারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে, দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের সার্বিক কার্যক্রমে কমিশনের যে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরবচ্ছিন্নভাবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন তাদেরকে এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

প্রথম অধ্যায়

দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

১.১ ভূমিকা

১.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম

১.৩ তদন্ত কার্যক্রম

১.৪ প্রসিকিউশন

১.৫ গ্রেফতার সংক্রান্ত

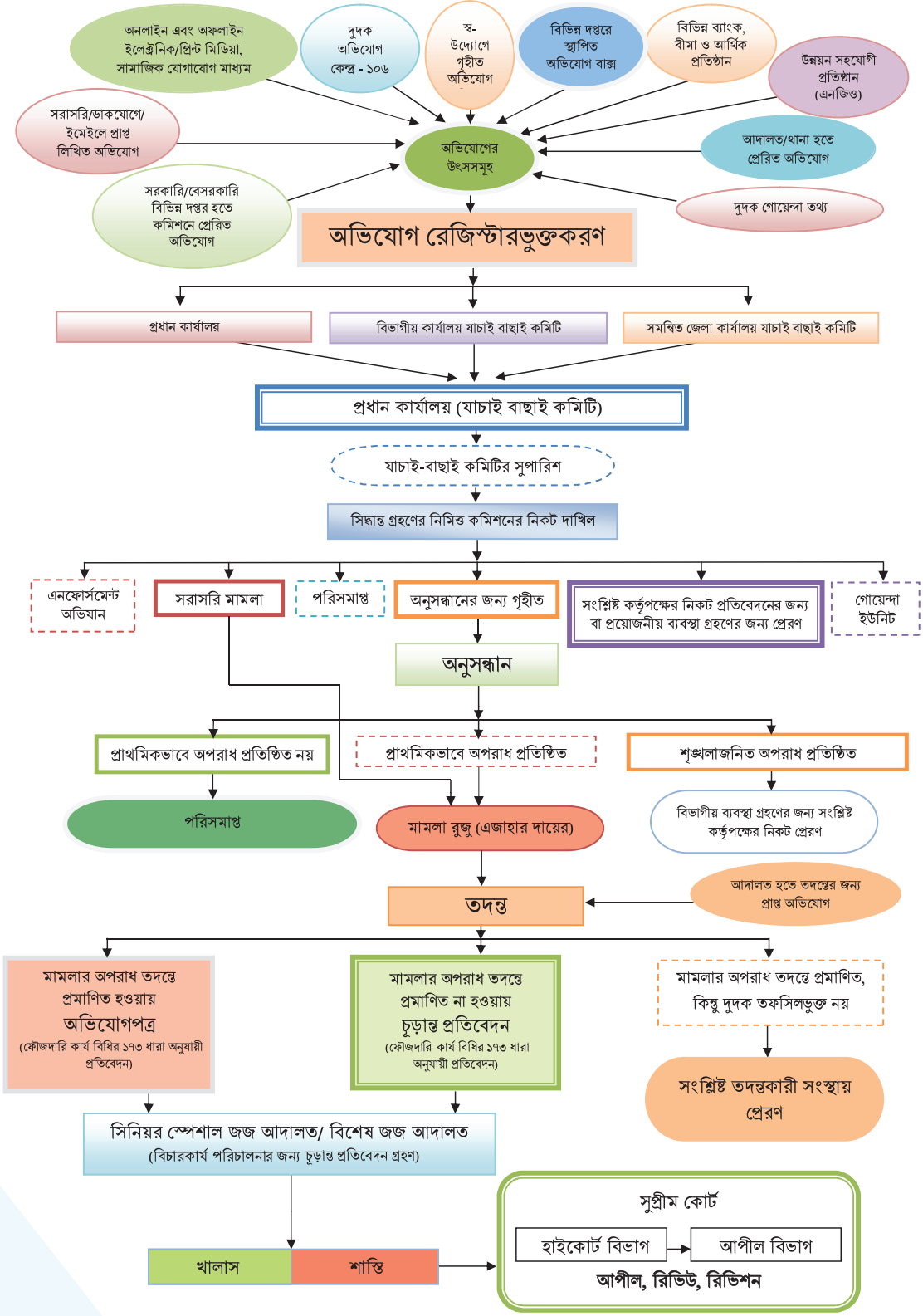

দুদকের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার ফ্লো-চার্ট

দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

১.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন, স্বশাসিত এবং নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনার পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ২০২০ সালের মার্চ মাস হতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। তা সত্ত্বেও দুর্নীতি দমন কমিশন যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুসারে দুর্নীতি সম্পর্কিত অভিযোগ স্ব-উদ্যোগে বা দুর্নীতির শিকার ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে দুদক আইনের তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে উক্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনি দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়।

কমিশন দুর্নীতি দমনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসাবে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রসিকিউশনের মাধ্যমে প্রকৃত অভিযুক্তদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে থাকে। দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কমিশন নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা, দালিলিক প্রমাণাদি, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ ও দেশের প্রচলিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

১.১.১ দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ

দেশের যে কোনো ব্যক্তি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অভিযোগ সরাসরি কমিশনের প্রধান কার্যালয় বা বিভাগীয় অথবা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে দাখিল করতে পারেন। এছাড়া ই-মেইলযোগে (chairman@acc.org.bd), পত্রের মাধ্যমে বা দুদক হটলাইন ১০৬-এ ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারেন। দুদক আইন, ২০০৪ (এবং এর সংশোধনীসমূহ)-এর তফসিলভুক্ত অপরাধসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে কমিশন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তবে কমিশনের তফসিল বহির্ভূত অপরাধসংক্রান্ত অনেক অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কিংবা বিভাগে অভিযোগটি প্রেরণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সরকারি কর্মচারী/ব্যাংকার/সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকারি কাজের জন্য ঘুষ দাবির অভিযোগ পেলে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতেনাতে প্রমাণসহ গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হয়।

১.১.২ অভিযোগ গ্রহণ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী কমিশনে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ বিধি অনুসরণ করে কমিশনে অভিযোগ গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত 'দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল' রয়েছে। এ সেল বিভিন্ন উৎস থেকে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটির মাধ্যমে বাছাই সম্পন্ন করে থাকে।

কমিশনে ২০২০ সালে জনসাধারণ, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ১৮,৪৮৯টি অভিযোগ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৮২২টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্যে গৃহীত হয় এবং ২,৪৬৯টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অবশিষ্ট ১৫,১৯৮টি অভিযোগ বস্তুনিষ্ঠ, সুনির্দিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক না হওয়ার নথিজাত করা হয়।

অপরদিকে ২০২১ সালে কমিশন জনসাধারণ, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ১৪,৭৮৯টি অভিযোগ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৫৩৩টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্যে গৃহীত হয় এবং ২,৮৮৯টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অবশিষ্ট ১১,৩৬৭টি অভিযোগ বস্তুনিষ্ঠ, সুনির্দিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক না হওয়ায় নথিজাত করা হয়।

সারণি-১ এ ২০২০ ও ২০২১ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান এবং সারণি-২ এ ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে প্রাপ্ত অভিযোগের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে।

সারণি-১ : ২০২০ ও ২০২১ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

২০২০ সাল

প্রাপ্ত অভিযোগের উৎস	অভিযোগের সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	নথিভুক্ত অভিযোগের সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ/তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ
জনসাধারণ (সরাসরি প্রধান কার্যালয়ে লিখিত)	১১,০৯৫	১৮,৪৮৯	৮২২	১৫,১৯৮	২,৪৬৯
সরকারি দপ্তর/সংস্থা	৫৮৭				
বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা	৩৭০				
পত্রিকা/টেলিভিশন প্রতিবেদন	১,২২৪				
কমিশনের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ	১,৪৭৯				
হটলাইন/এনফোর্সমেন্ট	৯৬১				
অন্যান্য (ফেসবুক, ই-মেইলসহ)	২,৭৭৩				

২০২১ সাল

প্রাপ্ত অভিযোগের উৎস	অভিযোগের সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	নথিভুক্ত অভিযোগের সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ/তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ
জনসাধারণ (সরাসরি প্রধান কার্যালয়ে লিখিত)	৮,৯০৯	১৪,৭৮৯	৫৩৩	১১,৩৬৭	২,৮৮৯
সরকারি দপ্তর/সংস্থা	৫৪২				
বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা	২৯৭				
পত্রিকা/টেলিভিশন প্রতিবেদন	৯৪৩				
কমিশনের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ	১,১২৭				
হটলাইন/এনফোর্সমেন্ট	১,০৪১				
অন্যান্য (ফেসবুক, ই-মেইলসহ)	১,৯৩০				

সারণি-২ : ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগের তুলনামূলক চিত্র

সাল	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ
২০১৭	১৭,৯৮৩	৯৩৭	৩৭৭
২০১৮	১৬,৬০৬	১,২৬৫	১,৪০৪
২০১৯	২১,৩৭১	১,৭১০	৩,৬২৭
২০২০	১৮,৪৮৯	৮২২	২,৪৬৯
২০২১	১৪,৭৮৯	৫৩৩	২,৮৮৯

বিগত পাঁচ বছরের প্রাপ্ত অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৯ সালে কমিশনে সর্বাধিক সংখ্যক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৯ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। এসব অভিযোগের বিষয়ে কমিশন বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের অগ্রগতি মনিটরিংয়ের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরিত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে দুদককে অবহিত করার জন্য শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

লেখচিত্র-১ : ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থার পরিসংখ্যান

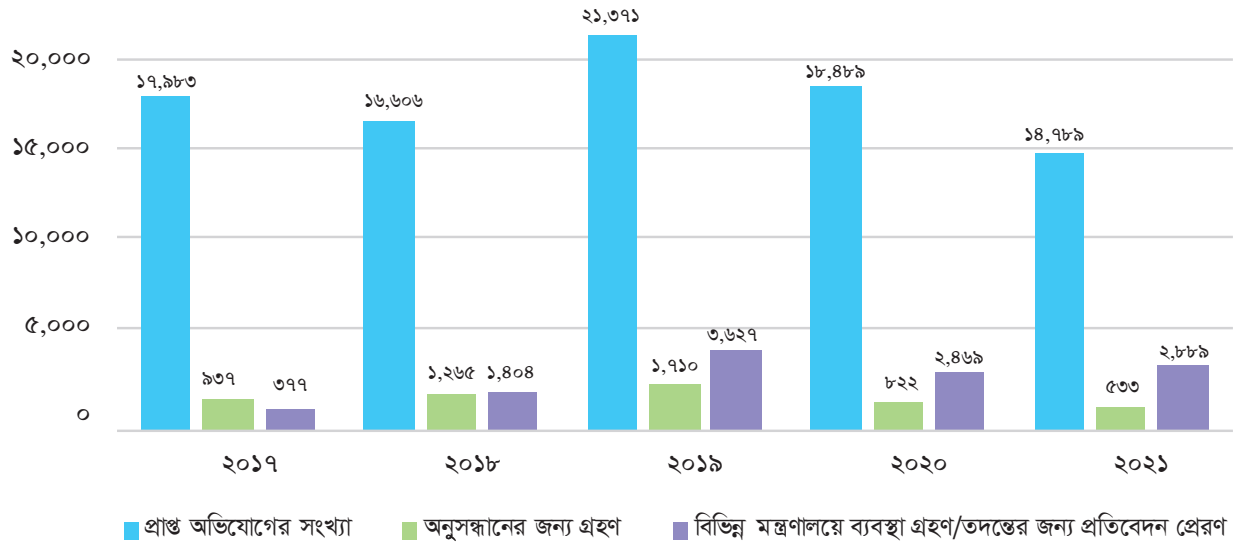

১.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম

১.২.১ অনুসন্ধানের আইনগত ভিত্তি

দুদক আইন, ২০০৪-এর ১৯ ও ২০ ধারায় অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনায় দুর্নীতি দমন কমিশনকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সে আলোকে দুদক চারটি অনুবিভাগ (তদন্ত-১, তদন্ত-২, বিশেষ তদন্ত এবং মানিলন্ডারিং)-এর মাধ্যমে অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৮ (আট)টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২২ (বাইশ)টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য তদন্ত অনুবিভাগের শাখা ও অধিশাখা দায়িত্বপ্রাপ্ত।

বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোর অনুসন্ধানের এখতিয়ার কমিশনের বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগের। এর আওতাধীন বিষয় হচ্ছে : প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, ফাঁদ পেতে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে গ্রেফতার, বৃহদাকারের আর্থিক দুর্নীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত কার্যক্রম।

বিদ্যমান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ অনুসারে ঘুষ ও দুর্নীতিসম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত করা মানিলন্ডারিং অনুবিভাগের দায়িত্ব। উল্লেখ্য, মানিলন্ডারিং আইনে ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র একটি অপরাধ দুদক অনুসন্ধান ও তদন্ত করে থাকে। অবশিষ্ট ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিআইডিসহ অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

১.২.২ কমিশন কর্তৃক নতুন অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ ২০২০ ও ২০২১ সালের অনুসন্ধান কার্যক্রম

কমিশন পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান ও নতুন বছরে নতুন অনুসন্ধানসমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে অনুসন্ধান কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পুঞ্জিভূত আকারে ২০২০ সালে মোট অনুসন্ধানের সংখ্যা ছিল ৫,০১৭টি। কমিশন ২০২০ সালে ১,২৯৪টি অনুসন্ধান সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পত্তি করেছে। নিষ্পত্তিকৃত এসব অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে কমিশনের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাগণ ৩৪৮টি মামলা দায়ের করেছেন। অবশিষ্ট অনুসন্ধানসমূহ পরিসমাপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

পুঞ্জীভূত আকারে ২০২১ সালে মোট অনুসন্ধান সংখ্যা ছিল ৪,৬১৪টি; কমিশন ২০২১ সালে ১,০৪৪টি অনুসন্ধান সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পত্তি করেছে। নিষ্পত্তিকৃত এসব অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে কমিশনের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাগণ ৩৪৭টি মামলা দায়ের করেছেন। অবশিষ্ট সমাপ্ত অনুসন্ধানসমূহ পরিসমাপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সারণি-৩ ও লেখচিত্র-২ এ ২০২০ ও ২০২১ সালের সামগ্রিক অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-৩ : ২০২০ ও ২০২১ সালের অভিযোগের অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

সাল	পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান সংখ্যা	নতুন গৃহীত অনুসন্ধান সংখ্যা	চলমান অনুসন্ধানের মোট সংখ্যা	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধান সংখ্যা	অনুসন্ধানের পরে মামলা দায়েরের সংখ্যা	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তির সংখ্যা
২০২০	৪,০৬৯	৯৪৮*	৫,০১৭	১,২৯৪	৩৪৮*	৭৫৩	২১৬
২০২১	৩,৭২৩ *	৮৯১*	৪,৬১৪	১,০৪৪	৩৪৭*	৬৮৮	৩২

*** একই নথি থেকে একাধিক অনুসন্ধান ও মামলার উদ্ভব হয়েছে।**

লেখচিত্র-২ : ২০২০ ও ২০২১ সালের সামগ্রিক অনুসন্ধান কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

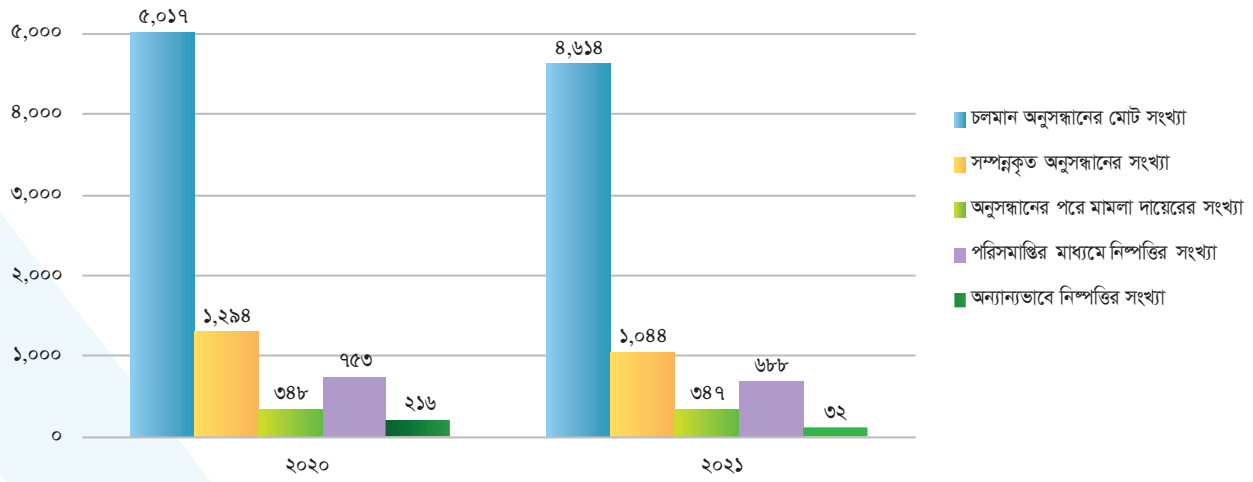

সারণি-৪ : ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে কমিশনের মামলা দায়েরের পরিসংখ্যান

সাল	মামলা দায়েরের সংখ্যা
২০১৭	২৭৩
২০১৮	২১৬
২০১৯	৩৬৩
২০২০	৩৪৮
২০২১	৩৪৭

বিগত পাঁচ বছরে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৯ সালে কমিশন সর্বাধিক সংখ্যক মামলা দায়ের করেছে। তবে কোভিডকালেও ২০২০ ও ২০২১ সালে কমিশন কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

লেখচিত্র-৩ : ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে কমিশনের দায়েরকৃত মামলার তুলনামূলক চিত্র

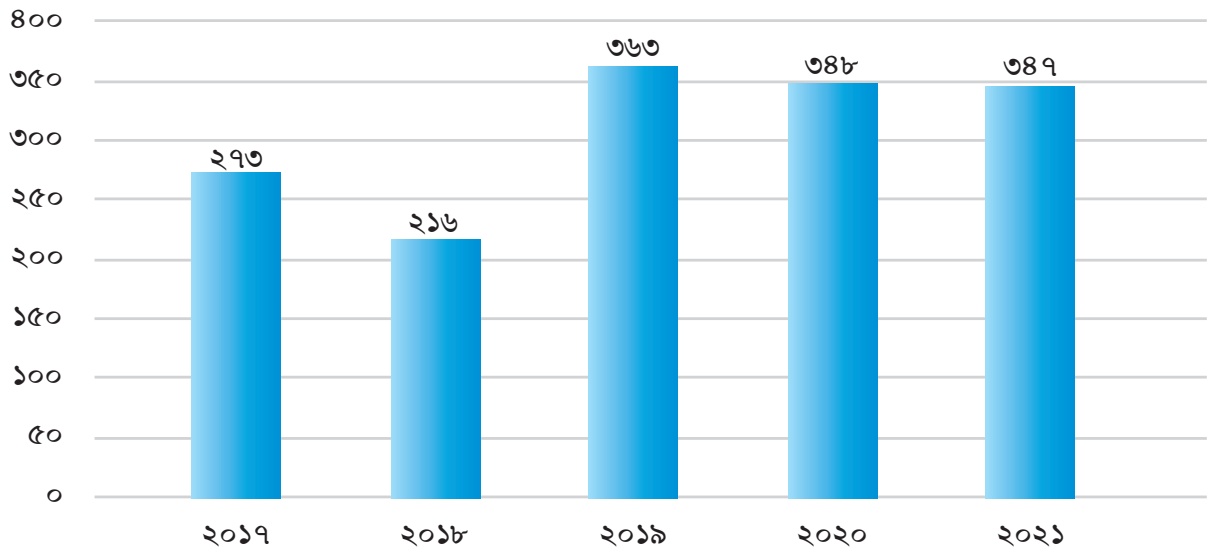

১.২.৩ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধানের তথ্য

জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ দুদকের আইনি দায়িত্ব। ২০২০ সালে সম্পদ সংক্রান্ত সর্বমোট ১,৬৮৯টি অনুসন্ধানের মধ্যে ২০২০ সালে গৃহীত ৫১৩টি অনুসন্ধান এবং বাকি ১,১৭৬টি অনুসন্ধান বিগত বছরসমূহের। ২০২০ সালে কমিশন ৪২৪টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে এবং সম্পন্ন অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে ১০৯টি মামলা দায়ের করেছে।

২০২১ সালে সম্পদ সংক্রান্ত সর্বমোট ১,৭৯৬টি অনুসন্ধানের মধ্যে ২০২১ সালে নতুন অনুসন্ধান ৫৩১টি। ২০২১ সালে কমিশন ৪১৮টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে এবং এর ওপর ভিত্তি করে ১৫৭টি মামলা দায়ের করেছে।

সারণি-৫ ও লেখচিত্র-৪ এ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও ফলাফল বিষয়ে পরিসংখ্যান।

সারণি-৫ : সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

সাল	পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান সংখ্যা	নতুন গৃহীত অনুসন্ধান সংখ্যা	চলমান অনুসন্ধানের মোট সংখ্যা	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধানের সংখ্যা	অনুসন্ধানের পরে মামলা দায়েরের সংখ্যা	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তির সংখ্যা
২০২০	১,১৭৬	৫১৩	১,৬৮৯	৪২৪	১০৯	২৬০	৫৫
২০২১	১,২৬৫	৫৩১	১,৭৯৬	৪১৮	১৫৭	২১১	৫০

লেখচিত্র-৪ : সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও ফলাফল

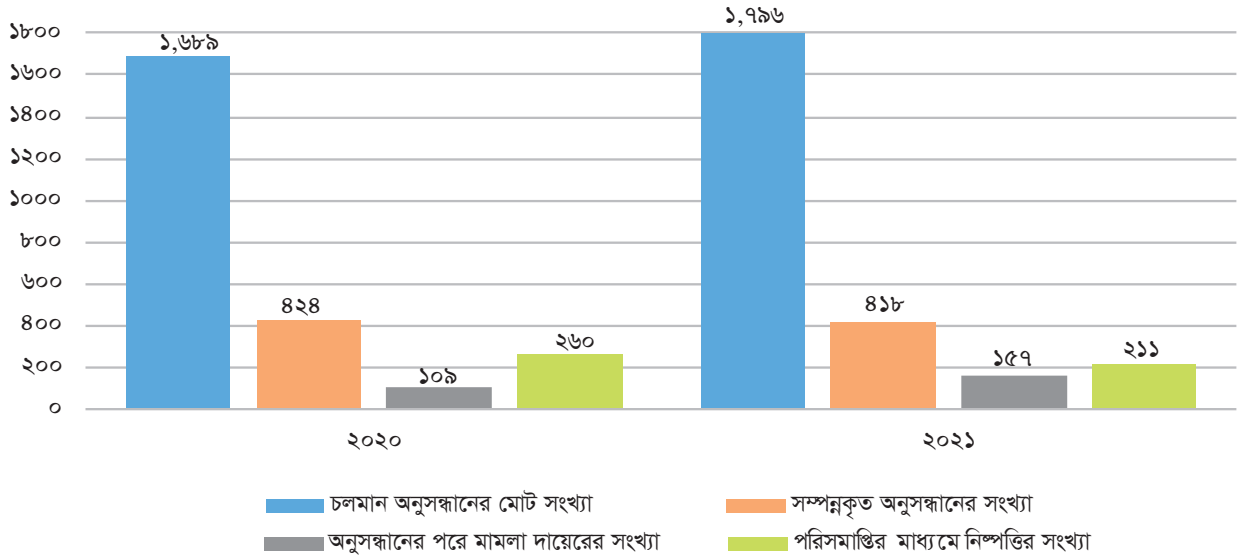

১.২.৪ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রম

২০২০ সালে পুঞ্জিভূত অনিষ্পন্নসহ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য অপেক্ষমাণ মোট ১২৯টির মধ্যে কমিশন ১৭টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে। অতঃপর আটটি মামলা দায়ের, ছয়টি অভিযোগ পরিসমাপ্তি এবং তিনটি অভিযোগ অন্যান্য পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২০২১ সালে পুঞ্জিভূত অনিষ্পন্নসহ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত চলমান অনুসন্ধান মোট ১৩৯টির মধ্যে কমিশন ২৮টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে, অতঃপর ১৩টি মামলা দায়ের, ১২টি অভিযোগ পরিসমাপ্তি এবং পাঁচটি অভিযোগ অন্যান্য প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সারণি-৬ : ২০২০ ও ২০২১ সালে দুদকের মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

সাল	পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান সংখ্যা	নতুন গৃহীত অনুসন্ধান সংখ্যা	চলমান অনুসন্ধানের মোট সংখ্যা	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধান সংখ্যা	অনুসন্ধানের পরে মামলা দায়েরের সংখ্যা	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তির সংখ্যা
২০২০	৯৯	৩০	১২৯	১৭	০৮	০৬	০৩
২০২১	১১৪	২৫	১৩৯	২৮*	১৩	১২	০৫

*** একই নথি থেকে একাধিক অনুসন্ধান ও মামলার উদ্ভব হয়েছে।**

লেখচিত্র-৫ : ২০২০ ও ২০২১ সালে দুদকের মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

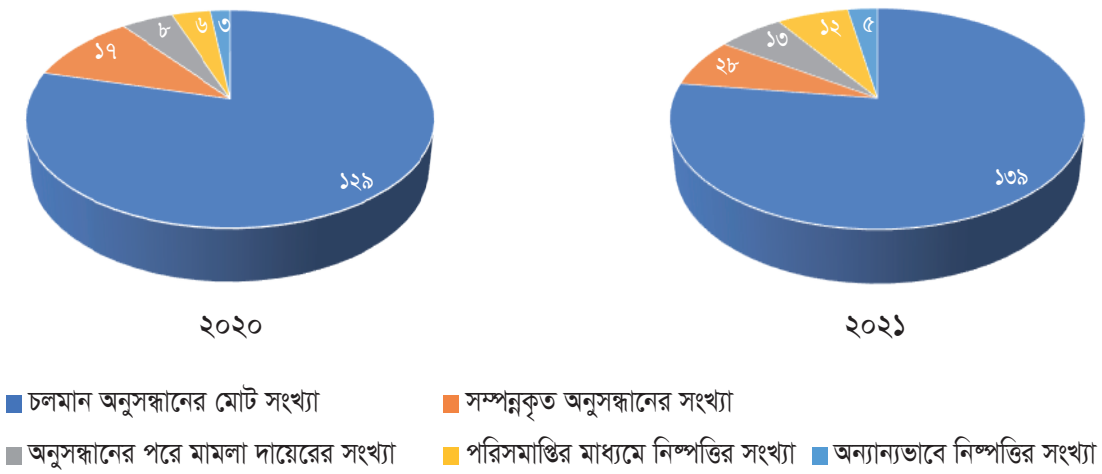

১.৩ তদন্ত

১.৩.১ তদন্তের আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতির অপরাধসমূহের তদন্ত পরিচালনা দুর্নীতি দমন কমিশনের অন্যতম প্রধান সংবিধিবদ্ধ কার্য (দুদক আইন ২০০৪-এর ১৭(ক) ধারা)। তদন্তের ফলাফলই দুর্নীতির অপরাধসমূহ বিচারের ভিত্তি। দুদক আইনের ১৯ ও ২০ ধারা তদন্ত কার্যক্রমে দুদককে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছে। সে লক্ষ্যে দুদক চারটি অনুবিভাগের মাধ্যমে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনুবিভাগগুলো হলো : তদন্ত অনুবিভাগ ১ ও তদন্ত অনুবিভাগ ২, বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগ এবং মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ।

তদন্ত অনুবিভাগের শাখাসমূহ প্রধান কার্যালয়সহ আটটি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের তদন্ত কাজ তত্ত্বাবধান করে। এছাড়াও তদন্ত অনুবিভাগ বিভিন্ন উৎস থেকে কমিশনে আসা মামলার তদন্ত করে থাকে। বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলো নিয়ে কাজ করে কমিশনের বিশেষ তদন্ত এবং মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ।

১.৩.২ পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ ২০২০ ও ২০২১ সালের তদন্ত কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারিত সময়ে প্রতিটি তদন্ত সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে নিয়মিতভাবে (সময়াবদ্ধ) নির্ধারিত সময়ে মামলার তদন্ত শেষ করার বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। এতে তদন্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে। পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ ২০২০ সালে মোট তদন্ত সংখ্যা ছিল ১,৭৯৬টি। কমিশন ২০২০ সালে ৩২৯টি তদন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। সম্পন্ন এসব তদন্তের ওপর ভিত্তি করে কমিশন ২২৮টি মামলায় চার্জশিট বা অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। বাকি সম্পন্ন তদন্তগুলোর মধ্যে ৮৪টি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আইনি বাধ্যবাধকতায় ১৭টি তদন্ত অন্য সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ ২০২১ সালে মোট তদন্ত সংখ্যা ছিল ১,৮৭৩টি। কমিশন ২০২১ সালে ৪২৪টি তদন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। সম্পন্ন এসব তদন্তের ওপর ভিত্তি করে কমিশন ২৬০টি মামলায় চার্জশিট বা অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। বাকি সম্পন্ন তদন্তগুলোর মধ্যে ১৩২টি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আইনি বাধ্যবাধকতায় ৩২টি তদন্ত অন্য সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।

সারণি-৭ : ২০২০ ও ২০২১ সালের মামলার তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

সাল	পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত সংখ্যা	নতুন গৃহীত তদন্ত সংখ্যা	চলমান তদন্তের মোট সংখ্যা	সম্পন্নকৃত তদন্তের সংখ্যা	তদন্তের পর চার্জশিট দাখিলের সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের (এফআর) মাধ্যমে নিষ্পত্তি সংখ্যা	অন্য সংস্থায় প্রেরণের সংখ্যা
২০২০	১,৩৬৬	৪৩০	১,৭৯৬	৩২৯	২২৮	৮৪	১৭
২০২১	১,৪৬৭	৪০৬	১,৮৭৩	৪২৪	২৬০	১৩২	৩২

লেখচিত্র-৬ : ২০২০ ও ২০২১ সালের সামগ্রিক তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

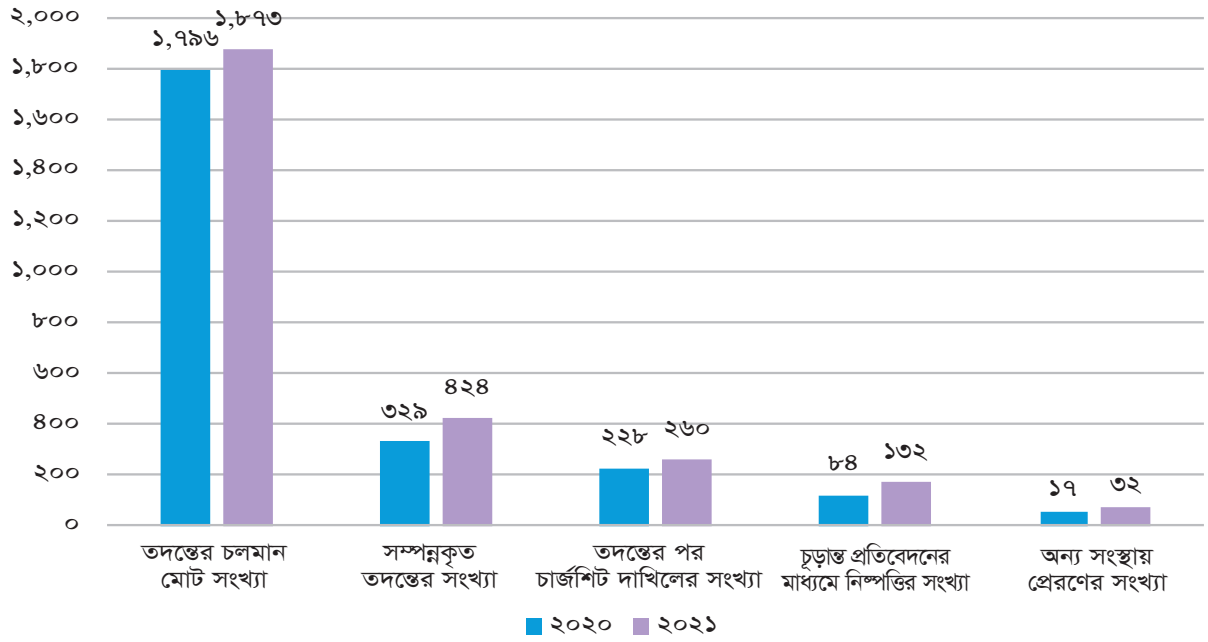

সারণি-৮ ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালের তদন্ত কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে চার্জশিট অনুমোদনের তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৮ : ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে মামলার চার্জশিট অনুমোদনের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	চার্জশিট অনুমোদন
২০১৭	৩৮২
২০১৮	২৩৬
২০১৯	২৬৭
২০২০	২২৮
২০২১	২৬০

বিগত পাঁচ বছরে কমিশন কর্তৃক অনুমোদনকৃত চার্জশিটের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০ সালে চার্জশিট অনুমোদনের সংখ্যা তুলনামূলক কিছুটা কমে গিয়েছিল। তবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতির ফলে ২০২১ সালে দুদকের চার্জশিট অনুমোদনের সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে কমিশন মনে করে, নিখুঁত তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের বিচারের জন্য সোপর্দ করা গেলে বিচারিক প্রক্রিয়ায় তাদের আইনি জালে আবদ্ধ করা সহজ হবে। কমিশন তদন্তের গুণগত মান নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণসহ বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

লেখচিত্র-৭ : ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে মামলার চার্জশিট অনুমোদনের তুলনামূলক চিত্র

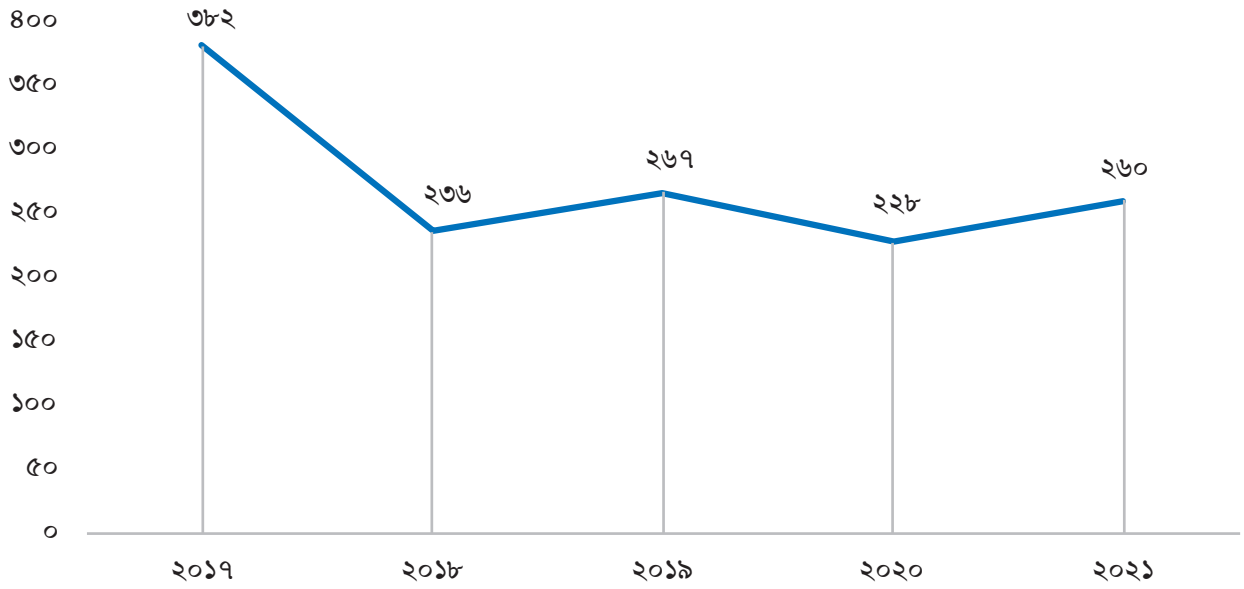

১.৩.৩ জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদের তদন্ত

জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনি দায়িত্ব। ঘুষ, দুর্নীতি কিংবা অন্য কোনো অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে দুদক আইন, ২০০৪-এর ২৬ ও ২৭ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সম্পদ সংক্রান্ত মোট ৪২৮টি তদন্তের মধ্যে ২০২০ সালে নতুন ১২৬টি তদন্ত গৃহীত হয় তদন্ত এবং অবশিষ্ট ৩০২টি তদন্ত বিগত বছরসমূহের। কমিশন ২০২০ সালে সম্পদ সংক্রান্ত ৭১টি তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং সম্পাদিত তদন্তের ওপর ভিত্তি করে ৫৬টি চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে ১১টি তদন্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বাকি ৪টি তদন্ত অন্যসংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।

জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদ সংক্রান্ত মোট ৪৮৯টি তদন্তের মধ্যে ২০২১ সালে নতুন গৃহীত হয় ১৩২টি তদন্ত। এসময় কমিশন সম্পদ সংক্রান্ত ৯৯টি তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং সম্পাদিত তদন্তের ওপর ভিত্তি করে ৭০টি চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে ২২টি। এছাড়া সাতটি তদন্ত অন্যসংস্থায় প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সারণি-৯ এ সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত পরিচালনা ও এসব তদন্তের ফলাফল বিষয়ে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৯ : ২০২০ ও ২০২১ সালের সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

সাল	পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত সংখ্যা	নতুন গৃহীত তদন্ত সংখ্যা	চলমান তদন্তের মোট সংখ্যা	সম্পন্নকৃত তদন্ত সংখ্যা	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিলের সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা	অন্য সংস্থায় প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা
২০২০	৩০২	১২৬	৪২৮	৭১	৫৬	১১	০৪
২০২১	৩৫৭	১৩২	৪৮৯	৯৯	৭০	২২	০৭

১.৩.৪ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত

বিদ্যমান মানিলন্ডারিং আইন অনুসারে দুদক কেবল ঘুষ ও দুর্নীতিসম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধ তদন্ত করতে পারে। আইনে বর্ণিত বাকি ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিল্ডারিংয়ের তদন্ত এনবিআর, সিআইডিসহ একাধিক সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

কমিশন ২০২০ সালের পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন মানিলন্ডারিং তদন্তসহ মোট ২৬টি তদন্তের মধ্যে ছয়টি মামলার তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং চারটি মামলার চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে। এসময় দুইটি মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। কমিশন ২০২১ সালের পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন মানিলন্ডারিং তদন্তসহ মোট ৫০টি তদন্তের মধ্যে একটি মামলার তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং একটি মামলার চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন মানিলন্ডারিং মামলা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে থাকে।

সারণি-১০ : ২০২০ ও ২০২১ সালের মানিলন্ডারিং মামলা সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

সাল	পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত সংখ্যা	নতুন গৃহীত তদন্ত সংখ্যা	চলমান তদন্তের মোট সংখ্যা	সম্পন্নকৃত তদন্ত সংখ্যা	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিলের সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা	অন্য সংস্থায় প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা
২০২০	১৮	০৮	২৬	০৬	০৪	০২	-
২০২১	২০	৩০	৫০	০১	০১	-	-

১.৩.৫ ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়

ঘুষ লেনদেনের অবসান এবং দুর্নীতির উৎস নির্মূল করার লক্ষ্যেই কমিশন ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে। সাধারণত সরকারি সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবার বিনিময়ে ঘুষ বা উপঢৌকন দাবি করলে কমিশন থেকে অনুমোদনের ভিত্তিতে ফাঁদ অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ আলোকে ঘুষ দাবিকারী কর্মকর্তাদের হাতেনাতে ধরতে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা সরকারি কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য ঘুষ দাবি করলে ঘুষ প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতেনাতে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সারণি-১১ এ ২০২০ ও ২০২১ সালে ফাঁদ মামলার ঘটনাসমূহ তদন্তে দুদকের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-১১ : ২০২০ ও ২০২১ সালে ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রম

সাল	পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত সংখ্যা	নতুন গৃহীত তদন্ত সংখ্যা	চলমান তদন্তের মোট সংখ্যা	সম্পন্নকৃত তদন্ত সংখ্যা	তদন্তের পর চার্জশিট দাখিলের সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা
২০২০	১০	০৮	১৮	১৪	১৪	-
২০২১	০৪	০২	০৬	০৪	০৪	-

ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তদন্তে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত শতভাগ মামলায় অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে কমিশন।

সারণি-১২ এ বিগত পাঁচ বছরের তথ্য ও ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালের ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

সারণি-১২ : ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালের ফাঁদ মামলার তদন্ত সংখ্যা

সাল	ফাঁদ মামলার তদন্ত সংখ্যা
২০১৭	২৪
২০১৮	১৫
২০১৯	১৬
২০২০	১৮
২০২১	০৬

সারণি-১২ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২০ সালে ১৮টি ও ২০২১ সালে ছয়টি ফাঁদ মামলার তদন্ত পরিচালনা করা হয়েছে। পাশাপাশি কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিরোধমূলক দুর্নীতিবিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব অভিযানের মাধ্যমেও বেশকিছু দুর্নীতির ঘটনা ঘটার আগেই তা প্রতিহত করা গেছে।

১.৪ প্রসিকিউশন

১.৪.১ মামলা পরিচালনার আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে তাদের অপরাধের বিষয় তদন্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করা দুদকের অন্যতম দায়িত্ব।

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্তের পাশাপাশি প্রসিকিউটিং সংস্থা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে। কমিশন প্রতিটি মামলাকে সমগুরুত্বের সঙ্গে পরিচালনা করছে। মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (এবং এর সংশোধনীসমূহ); মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (এবং এর সংশোধনীসমূহ); দণ্ডবিধি-১৮৬০, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮; দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭; 'দ্য ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮; সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ধারা ১৭(খ) অনুযায়ী কমিশন তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ওপর ভিত্তি করে মামলা দায়ের ও মামলা পরিচালনা করে।

১.৪.২ কমিশন যে সকল অপরাধের মামলা পরিচালনা করতে পারে

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (এবং এর সংশোধনীসমূহ)-এর তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ ; ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (এবং এর সংশোধনীসমূহ); ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির (পেনাল কোড) ১৬১-১৬৯, ২১৭, ২১৮, ৪০৯ ধারার অধীন অপরাধসমূহ এবং ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক ধারার অধীনে কোন অপরাধ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হলে অথবা সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত অপরাধসমূহ ও ১০৯ ধারা (দুষ্কর্মে সহায়তা), ১২০খ ধারা (দুষ্কর্মের ষড়যন্ত্র) এবং ৫১১ ধারা (দুষ্কর্মের প্রচেষ্টা) এবং এই ধারার (ক), (খ) বা (গ), (ঘ) উপধারা সংশ্লিষ্ট সংঘটিত যে কোনো অপরাধকে নির্দেশ করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৩২(১) ধারা অনুযায়ী এসব অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি প্রদানের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ২৮(১) ধারা মোতাবেক এই আইনের অধীনে ও আইনের তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ কেবল স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য হবে। কিন্তু 'দ্য ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮ ও দুদক আইন, ২০০৪-এর মধ্যে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় সৃষ্টি হলে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে [দুদক আইনের ২৮(৩) ধারা]। আপিলের ক্ষেত্রে 'দ্য ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮ প্রযোজ্য হবে।

কমিশনের আইন অনুবিভাগ আইন সংক্রান্ত বিষয়াবলি তত্ত্বাবধান এবং কমিশনের মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি সংরক্ষণ করে। একজন মহাপরিচালকের অধীনে পরিচালিত এই অনুবিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কমিশনের নিয়োগকৃত আইনজীবীগণ সংশ্লিষ্ট আদালতে কমিশনের মামলাসমূহ পরিচালনা করে থাকেন। বর্তমানে বিশেষ জজ আদালতে ও বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে কমিশনের পক্ষে দুর্নীতির মামলা পরিচালনার জন্য কমিশন আলাদা প্যানেলে চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ করে থাকে। ১২২ সদস্যের প্যানেল আইনজীবীদের 'পাবলিক প্রসিকিউটর' বলা হয়, যাঁরা ঢাকাসহ ঢাকার বাইরের ১৩টি বিশেষ জজ আদালতে দায়িত্ব পালন করছেন। এভাবে ঢাকা বিভাগে ২৯ জন, চট্টগ্রামে ২০ জন, রাজশাহীতে ১৬ জন, রংপুর বিভাগে ১৩ জন, খুলনা বিভাগে ১৯ জন, বরিশাল বিভাগে নয়জন এবং সিলেটে সাতজন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে নয়জন আইনজীবী কমিশনের হয়ে কাজ করছেন। এদের মধ্যে চারজন নারী পাবলিক প্রসিকিউটর আছেন। এছাড়া উচ্চ আদালতে ২৭ জন বিজ্ঞ আইনজীবী দুদকের পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন।

১.৪.৩ বিচারিক আদালতে মামলা পরিচালনা

দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা এবং মামলায় সাজা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রসিকিউটিং এজেন্সি হিসেবে দুদক কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক আইন অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রতিটি মামলায় সম্পৃক্ত আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং ধার্য তারিখে আইনজীবী ও সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে থাকেন।

২০২০ সালে বিশেষ জজ আদালতে ১৭৬টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ১৫৫টি (প্রায় ৮৮%) দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়েরকৃত মামলা এবং বাকি ২১টি (১২%) বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত মামলা। দুদকের দায়েরকৃত ১৫৫টি মামলা বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ১১১টি মামলায় আসামিদের সাজা হয়েছে। কমিশনের মামলায় সাজার হার ৭২% (প্রায়) এবং বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মামলাগুলোতে সাজার হার ৪৮%।

২০২১ সালে বিশেষ জজ আদালতে ২০৩টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ১৯৩টি (প্রায় ৯৫%) দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়েরকৃত মামলা এবং বাকি ১০টি (৫%) বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত মামলা। দুদকের দায়েরকৃত ১৯৩টি মামলা বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ১১৬টি মামলায় আসামিদের সাজা হয়েছে। কমিশনের মামলায় সাজার হার ৬০% (প্রায়) এবং বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মামলাগুলোতে সাজার হার ৩০%।

সারণি-১৩ : ২০২০ ও ২০২১ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য দুর্নীতির মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২০			২০২১		
	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	২,৯৩১	৪৫১	৩,৩৮২	২,৯৯৮	৪৩৬	৩,৪৩৪
বিচার চলমান মামলার সংখ্যা	২,৬৯৭	২৪৯	২,৯৪৬	২,৭৭১	২৪৩	৩,০১৪
স্থগিত মামলার সংখ্যা	২৩৪	২০২	৪৩৬	২২৭	১৯৩	৪২০
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১৫৫	২১	১৭৬	১৯৩	১০	২০৩
শাস্তি হওয়া মামলার সংখ্যা	১১১	১০	১২১	১১৬	০৩	১১৯
খালাস পাওয়া মামলার সংখ্যা	৪৪	১১	৫৫	৭৭	০৭	৮৪

সারণি-১৪ : ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালের মামলায় সাজার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	দুদকের মামলায় সাজার হার	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলায় সাজার হার
২০১৭	৬৮%	৩৯%
২০১৮	৬৩%	৫০%
২০১৯	৬৩%	৪০%
২০২০	৭২%	৪৮%
২০২১	৬০%	৩০%

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিগত পাঁচ বছরের মামলায় বিচারিক আদালতের রায়সমূহ (সারণি-১৪) পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় ২০১৭ সালে সাজার হার ৬৮%, ২০১৮ সালে সাজার হার ৬৩%, ২০১৯ সালে সাজার হার ৬৩%। ২০২০ সালে কমিশনের মামলায় সাজার হার ৭২% এবং বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলায় সাজার হার ৪৮% অর্থাৎ গড় সাজার হার শতকরা ৬৮.৭৫%। ২০২১ সালে কমিশনের মামলায় সাজার হার ৬০% এবং বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলায় সাজার হার ৩০% অর্থাৎ গড় সাজার হার শতকরা ৫৮.৬২%। ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও সাজার হার বেড়েছে। এটি আশাব্যাঞ্জক। তবে ২০২১ সালে কোভিড পরিস্থিতির কারণে সাজার হার কিছুটা কমেছে। যদিও কমিশন মামলায় শতভাগ সাজা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে।

সারণি-১৫ : ২০২০ ও ২০২১ সালে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালতসমূহ কর্তৃক দুর্নীতির মামলাগুলো নিষ্পত্তি ও শাস্তি প্রদানের পরিসংখ্যান

বিবরণ		২০২০			২০২১		
		দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
ঢাকা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৬৯	১৪	৮৩	৬৮	০৪	৭২
	সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	৫৪	০৮	৬২	৪৯	০১	৫০
ঢাকার বাইরে	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৮৬	০৭	৯৩	১২৫	০৬	১৩১
	সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	৫৭	০২	৫৯	৬৭	০২	৬৯

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ২০২০ সালে ৮৩টি দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তি করেছে। একই সময়ে ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালতগুলো ৯৩টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে। অন্যদিকে, ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ২১টি। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ২০২১ সালে ৭২টি দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তি করেছে। একই সময়ে ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালতগুলো ১৩১টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে। অন্যদিকে, ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ১০টি।

১.৪.৪ বিচার্য অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

সারণি-১৬ : ২০২০ ও ২০২১ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য সম্পদ সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২০	২০২১
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	২৭	৩০
সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	১৯	২১
খালাস হওয়া মামলার সংখ্যা	০৮	০৯

২০২০ সালে দেশের বিভিন্ন বিশেষ জজ আদালতে সম্পদ সংক্রান্ত ২৭টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি মামলায় সাজা এবং আটটি মামলায় আসামিরা খালাস পেয়েছেন। এ পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কমিশনের দায়েরকৃত অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলায় সাজার হার প্রায় ৭০%।

২০২১ সালে দেশের বিভিন্ন বিশেষ জজ আদালতে সম্পদ সংক্রান্ত ৩০টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। তন্মধ্যে ২১টি মামলায় সাজা এবং নয়টি মামলায় আসামিরা খালাস পেয়েছেন। এ পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কমিশনের দায়েরকৃত অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলায় সাজার হার প্রায় ৭০%।

সারণি-১৭ : ২০২০ ও ২০২১ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২০	২০২১
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	০৩	০৬
সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	০২	০৬
খালাস হওয়া মামলার সংখ্যা	০১	-

২০২০ সালে বিশেষ জজ আদালতে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত তিনটি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং দুইটি মামলায় আসামিদের সাজা হয়েছে। ২০২১ সালে বিশেষ জজ আদালতে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত ছয়টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ছয়টি মামলায় আসামিদের সাজা হয়েছে।

সারণি-১৭ এর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২১ সালে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলায় শতভাগ সাজা হয়েছে। ২০২০ সালে কমিশনের মানিলন্ডারিং মামলায় সাজার হার ছিল প্রায় ৬৭%। তবে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে সাজার হার প্রায় শতভাগ ছিল। ধারাবাহিকভাবে মানিলন্ডারিং মামলায় শতভাগ শাস্তি নিশ্চিত করা দুদকের জন্য অবশ্যই গর্বের। দুদক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মানিলন্ডারিং মামলায় নিখুঁত তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারায় এ সাফল্য এসেছে।

সারণি-১৮ : ২০২০ ও ২০২১ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য ফাঁদ মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২০	২০২১
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	০৯	০৭
সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	০৩	০৩
খালাস হওয়া মামলার সংখ্যা	০৬	০৪

২০২০ সালে বিশেষ জজ আদালতে ফাঁদ সংক্রান্ত মোট নয়টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। সারণি-১৮ এর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত ফাঁদ সংক্রান্ত ৩৩% মামলায় সাজা হয়েছে। ২০২১ সালে বিশেষ জজ আদালতে ফাঁদ সংক্রান্ত মোট সাতটি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০২১ সালে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত ফাঁদ সংক্রান্ত ৪৫% মামলায় সাজা হয়েছে।

সারণি-১৯ : ২০২০ ও ২০২১ সালে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় সাজা, জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত তথ্য

এলাকাভিত্তিক	২০২০				২০২১			
	সাজা প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা	সাজা প্রদানকৃত আসামির সংখ্যা	জরিমানা (টাকা)	বাজেয়াপ্ত (টাকা)	সাজা প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা	সাজা প্রদানকৃত আসামির সংখ্যা	জরিমানা (টাকা)	বাজেয়াপ্ত (টাকা)
ঢাকা	৬২	১০৮	৬২,১৯,৭৪,১৮১	২,৮৮,৩৯,৩২০	৫০	৮৯	৬৫,৩৭,৬৭,৮৭৬	১০,২০,৮৬,৯২৮
ঢাকার বাইরে	৫৯	৬৫	১০,২৯,০৮,৯৪৯	১৫,২৯,৬৮০	৬৯	৭২	৯,৮০,৬৭,৪৪১	-
সর্বমোট	১২১	১৭৩	৭২,৪৮,৮৩,১৩০	৩,০৩,৬৯,০০০	১১৯	১৬১	৭৫,১৮,৩৫,৩১৭	১০,২০,৮৬,৯২৮

সারণি-১৯ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২০ সালে দুদকের করা মামলায় বিজ্ঞ আদালত ৭২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৩০ টাকা জরিমানা এবং ৩ কোটি ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করেছে। ২০২১ সালে দুদকের করা মামলায় বিজ্ঞ আদালত ৭৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩১৭ টাকা জরিমানা এবং ১০ কোটি ২০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯২৮ টাকা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করেছে।

সারণি-২০ : ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় অর্থ জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সাল	জরিমানা (টাকা)	বাজেয়াপ্ত (টাকা)
২০১৮	১৩৯,৯৪,৭৬,৯৯১	১৩,৩৪,৪৭,২৫২
২০১৯	৩৪৯৭,০৬,৮৪,৭৫৯	৪৩৬,৮৮,৯৫,৩৭৪
২০২০	৭২,৪৮,৮৩,১৩০	৩,০৩,৬৯,০০০
২০২১	৭৫,১৮,৩৫,৩১৭	১০,২০,৮৬,৯২৮

সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে এসব সম্পদ ব্যবস্থাপনা করতে কমিশনের সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ২০১৯ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ বা ক্রোক/অবরুদ্ধকৃত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে না; ওইসব সম্পদের তথ্য সংরক্ষণ করে। তবে আদালত কর্তৃক কমিশনকে কোনো ক্রোককৃত সম্পদের রিসিভার নিয়োগ করা হলে সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট কমিশনের পক্ষে আদালতের আদেশ মোতাবেক ওই সম্পদের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে "অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা, ২০২০" অনুসরণ করা হয়।

সারণি-২১ : সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দুদকের সাফল্য

২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালের ক্রোক ও অবরুদ্ধকৃত সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য

সাল	আদেশের সংখ্যা	ক্রোককৃত সম্পদ		অবরুদ্ধকৃত সম্পদ
২০১৯	৩০	দেশে	১৪.৪৪ একর জমি, মূল্য- ২২,৭৮,৪১,০৯৯/- ১৭টি বাড়ি, মূল্য- ৩৮,১৯,৪০,৩৭২/- ১৭টি ফ্ল্যাট, মূল্য- ৭,২২,৯৫,৬৯০/- ০৯টি প্লট, মূল্য- ২,৫৫,৮৯,৬৫০/- ০৪টি কমার্শিয়াল স্পেস, মূল্য-৩৬,৩০,৩১,২০০/- ০৯টি গাড়ি, মূল্য- ৩৯,৫০,০০০/- ০৪টি স্থাপনা, মূল্য- ৭,৭০,৪২,২০০/-	২৮৮টি ব্যাংক হিসাবে স্থিতির পরিমাণ-১০২,০৪,৭০,৯৮১/- ০৬টি বিও হিসাবে স্থিতির পরিমাণ-২,৪৬,২৯,৯১২/- ৩৬টি সঞ্চয়পত্র/বন্ড-৭,১০,০০,০০০/- জামানত-২,১৩,৮২,৪৪৪/- পলিসি/ইন্স্যুরেন্স-১০,২৪,৮০০/-
		বিদেশে	দুবাইয়ে ০২টি কোম্পানির শেয়ার, মূল্য- ৪৯,৪০,০০০/-	মালয়েশিয়ার ০৫টি ব্যাংক হিসাব যার পরিমাণ ২২,৮১,১৯০ রিংগিত (বাংলাদেশি টাকার পরিমাণ- ৪,৭৪,৫৭,৭৩৯/-)
		মোট	১১৫,৬৬,৩০,২১১/-	১১৮,৫৯,৬৫,৮৭৬/-

সাল	আদেশের সংখ্যা	ক্রোককৃত সম্পদ		অবরুদ্ধকৃত সম্পদ
২০২০	৫২	দেশে	২৫৬.৩৪৫ একর জমি, মূল্য- ১০৮,৫৯,১৫,৩৪০/- ৩৪টি বাড়ি/ভবন, মূল্য-২৮,৩৪,৫৪,২৬২/- ৩৫টি ফ্ল্যাট, মূল্য- ১৪,২৫,৭৬,২৫৯/- ১১টি প্লট, মূল্য- ১,৯৭,১০,৭৪১.৫/- ০৭টি কমার্শিয়াল স্পেস, মূল্য- ৩,৪০,০০,০০০/- ১৭টি গাড়ি, মূল্য-২৩,৫৫,৩৫,১৪৪/-	১১১৮টি ব্যাংক হিসাব ও এফডিআরে স্থিতির পরিমাণ- ৬১০,৪১৬,০৯৬/-(৬১ কোটি ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৬ টাকা)। সঞ্চয়পত্র- ৮৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। শেয়ারের মূল্য- ৯০ কোটি ৯৫ লক্ষ ২০ হাজার ৪০০ টাকা। পিস্তল- ৫ লক্ষ টাকা।
		বিদেশে	নেই	নেই
		মোট	১৮০,১১,৯১,৭৪৬/-	১৫২,৯২,৮৬,৪৯৬/-
২০২১	৪৯	দেশে	১২৭.৭৩৬ একর জমি, মূল্য- ২৫৫,১৪,০৮,৮৪৩/- ৩১টি বাড়ি/ভবন, মূল্য- ২৬,২০,৯৬,২১১/- ২৩টি ফ্ল্যাট, মূল্য- ৩৭,৭২,৫৭,৭০১/- ০৩টি প্লট, মূল্য- ৩৩,২০,০০০/- ৩১টি গাড়ি, মূল্য- ৭,৩০,৬৩,৮৭৩/-	৯৩৪টি ব্যাংক হিসাবে স্থিতির পরিমাণ-১১৫৬,০৬,০৬,৭৩২/- ও ৫৮৬.৭৫ পাউন্ড ৩৫টি সঞ্চয়পত্র ও বন্ড-১,৬৮,৬৯,৯৫৯/- শেয়ারের মূল্য- ১,০৩,৩০,০০০/- ৩টি পিস্তল ও শর্টগান, মূল্য-৬০০,০০০/- ৭টি জাহাজের মূল্য- ২,৭৪,০৭,৭৮৯/-
		বিদেশে	নেই	কানাডায় ২০টি ব্যাংক হিসাবে স্থিতি- ৬৬,৫৯,৪০১.৪৫ (কানাডিয়ান ডলার), ৪০,২৮,২৭০.২২ (ইউএস ডলার), ১,০১,৭২৯.৩৬ (ইউরো) এবং ২৪,০০০ (পাউন্ড)। অস্ট্রেলিয়ায় ২৪টি ব্যাংক হিসাবে স্থিতি-৬১,৪৯,৭১৮.২২ (অস্ট্রেলিয়ান ডলার) ও ৫,৪৯,৬৫৫.৬ (কানাডিয়ান ডলার)। কানাডায় ০১টি ব্যাংক হিসাবে স্থিতি- ৩,৪৬,৬৫০ (ইউএস ডলার) ও ৩২,০০০ (কানাডিয়ান ডলার)। সিঙ্গাপুরে ০৫টি ব্যাংক হিসাব, যার কোন স্থিতি নেই।
		মোট মূল্য	৩২৬,৭১,৪৬,৬২৮/- (তিনশত ছাব্বিশ কোটি একাত্তর লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ছয়শত আটাশ) টাকা।	১১৬১,৫৮,১৪,৪৮০/- টাকা, ৫৮৬.৭৫ পাউন্ড ৭২,৪১,০৫৭,০৫ (কানাডিয়ান ডলার) ৬১,৪৯,৭১৮.২২ (অস্ট্রেলিয়ান ডলার) ৪৩,৭৪৯২০.২২ (ইউএস ডলার), ১,০১,৭২৯.৩৬ (ইউরো) এবং ২৪,০০০ (ব্রিটিশ পাউন্ড স্টার্লিং)

সারণি-২১ পর্যালোচনা করলে বলা যায়, কমিশন শুধু দেশে নয়, বিদেশেও অবৈধ সম্পদ পাচারকারীদের তাড়া করছে। কেউ যেন অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে না পারে সে বিষয়ে দুদক তার আইনি দায়িত্ব পালন করছে।

১.৪.৫ উচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনা

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে দুদকের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্যে কমিশন ২৭ জন আইনজীবীকে নিযুক্ত করেছে। মামলার বিষয়ে কমিশন ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার জন্য একজন আইনজীবী সুপ্রীম কোর্ট সেলে দায়িত্ব পালন করছেন।

সারণি-২২ ও ২৩-এ সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন দুদকের মামলাসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-২২ : সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারি/রিট/আপিল মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২০			২০২০ সালে নিষ্পত্তি	স্থগিতাদেশ পূর্বের জের	২০২০ সালে স্থগিতাদেশ	মোট স্থগিতাদেশ	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পূর্ববর্তী সময়ের জের	২০২০ সালে দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা						
ফৌজদারি বিবিধ মামলার সংখ্যা	৬৪৩	৬৪৬	১২৮৯	৫৯৮	৯৬	২৬	১২২	২৪	৯৮
রিট আবেদনের সংখ্যা	৪৪৫	৯৪	৫৩৯	২৮	১৭৬	২০	১৯৬	০৩	১৯৩
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	৪৭৭	১৪৪	৬২১	০৪	০৯	০০	০৯	০০	০৯
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা মামলার সংখ্যা	১৫৩	১৪১	২৯৪	৬০	২৩	০২	২৫	০০	২৫

বিবরণ	২০২১			২০২১ সালে নিষ্পত্তি	স্থগিতাদেশ পূর্বের জের	২০২১ সালে স্থগিতাদেশ	মোট স্থগিতাদেশ	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পূর্ববর্তী সময়ের জের	২০২১ সালে দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা						
ফৌজদারি বিবিধ মামলার সংখ্যা	৬৯১	৬২৬	১৩১৭	৫৪১	৯৮	৩০	১২৮	২৫	১০৩
রিট আবেদনের সংখ্যা	৫১১	৮৩	৫৯৪	২১	১৯৩	১০	২০৩	০১	২০২
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	৬১৭	১৭১	৭৮৮	১১	০৯	০১	১০	০০	১০
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা মামলার সংখ্যা	২৩৪	১৬৬	৪০০	৩৪	২৫	১০	৩৫	০০	৩৫

সারণি-২৩ : সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে ফৌজদারি আপিল/বিবিধ/রিভিশন/রিট হতে উদ্ভূত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২০			বর্তমানে পেন্ডিং	স্থগিতাদেশ পূর্বের জের	২০২০ সালে স্থগিতাদেশ	মোট স্থগিতাদেশ	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পূর্ববর্তী সময়ের জের	২০২০ সালে দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা						
ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	২০৯	৮১	২৯০	২১৩	২৩	০২	২৫	০৩	২২
রিট আবেদনের সংখ্যা	১০০	২৩	১২৩	১০৫	২৪	০০	২৪	০১	২৩
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	৫৫	০১	৫৬	৫৬	১৩	০০	১৩	০০	১৩
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা মামলার সংখ্যা	৪৬	০২	৪৮	৪৮	০১	০০	০১	০০	০১

বিবরণ	২০২১			বর্তমানে পেন্ডিং	স্থগিতাদেশ পূর্বের জের	২০২১ সালে স্থগিতাদেশ	মোট স্থগিতাদেশ	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পূর্ববর্তী সময়ের জের	২০২১ সালে দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা						
ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	২১৩	৬৮	২৮১	২০৩	২২	০৮	৩০	১০	২০
রিট আবেদনের সংখ্যা	১০৫	২৭	১৩২	১২১	২৩	০৪	২৭	০১	২৬
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	৫৬	০৬	৬২	৬০	১৩	০০	১৩	০০	১৩
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা মামলার সংখ্যা	৪৮	১২	৬০	৬০	০১	০০	৭১	০১	০১

১.৫ গ্রেফতার সংক্রান্ত

১.৫.১ গ্রেফতারের আইনি ভিত্তি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (সংশোধনী ২০১৬) এর ২০(৩) ধারা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধের অনুসন্ধান বা তদন্ত বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। ২০২০ সালে কমিশনের সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় ২৯ জন আসামিকে অনুসন্ধান/তদন্তের স্বার্থে গ্রেফতার করেছেন।

কমিশন কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা, আইনের প্রতি আসামিদের অবজ্ঞা, দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা এবং দুর্নীতির তীব্রতা কমাতেই গ্রেফতার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্নীতির উৎসমূলে আঘাত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে ঘুষগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষের অর্থসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা। গ্রেফতারকৃতদের সকল প্রকার আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। ঘুষের অপসংস্কৃতি প্রতিরোধেই ফাঁদ মামলা পরিচালনা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

সারণি-২৪ : গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ব্যাংক কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা ও অন্যদের পরিসংখ্যান

গ্রেফতারকৃতদের পেশা/পরিচিতি	সংখ্যা	
	২০২০	২০২১
ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারী	০৮	-
সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী	১২	১১
জনপ্রতিনিধি	০৪	০৪
নন-ব্যাংকিং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	১১
ব্যবসায়ী ও অন্যান্য	০৫	০৫
মোট	২৯	৩১

১.৫.২ দুর্নীতি দমন কমিশনের ২০২০ ও ২০২১ সালের কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের শুরু থেকেই কমিশনের তফসিলভুক্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম চলমান রেখেছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত যে কোনো ধরনের দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে কমিশন বিধিমত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিচয় কমিশনের বিবেচ্য বিষয় নয়। নতুন কমিশন গঠনের পর থেকেই দুদকের মামলার তদন্ত ও প্রসিকিউশনের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে আলোকে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে কমিশনের কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের করা বিগত বছরের মামলায় বিচারিক আদালতের রায়সমূহ পর্যালোচনা করলে এমন ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশনের ২০১৮ সালে সাজার হার ছিল ৬৩% এবং ২০১৯ সালে সাজার হার ছিল ৬৩%। কোভিড-১৯ সংক্রমণকালীন ২০২০ সালে সাজার হার হয় প্রায় ৭২% এবং ২০২১ সালে সাজার হার ছিল প্রায় ৬০%। এ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোভিড-১৯ সংক্রমণকালীন বিগত দুই বছরে (২০২০ ও ২০২১ সাল) সাজার হার প্রায় স্থিতিশীল রয়েছে। এটা কমিশনের ইতিবাচক অর্জন। মামলায় সাজার হার শতভাগ করার লক্ষ্য নিয়ে কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

দুদক ২০২১ সালে ৪,৬১৪টি অভিযোগের অনুসন্ধান শুরু করে, ১,০৪৪টি অনুসন্ধান শেষ করে ও ৩৪৭টি মামলা দায়ের করে। দুদকের ৩,৫৭০টি অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান ১,৪৪৯টি মামলার তদন্ত চলমান ও ৩,৪৩৪টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলায় প্রায় শতভাগ সাজা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের আইন ও বিধিমালা অধিকতর কার্যকরি ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কমিশনের সচিবের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের আরো ১৪টি জেলায় কার্যালয় স্থাপন করতে যাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন। বর্তমান ২২টি

সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে এই ১৪টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়। এতে মোট ৩৬ জেলায় সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দুদক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ০১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে কক্সবাজার (কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলা) সমন্বিত জেলা কার্যাল চালু হয়েছে এবং ০১ জুলাই ২০২২ হতে অন্য ১৩ জেলায় দুদকের নতুন কার্যালয়সমূহ চালু হবে। এছাড়া দুদকের ৩৪ জন সহকারী পরিচালককে উপপরিচালক, ৪০ জন উপসহকারী পরিচালককে সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। শূন্যপদ পূরণের জন্য নতুন ১৩৩ জন সহকারী পরিচালক ও ১৪৭ জন উপসহকারী পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। দুদকের নতুন অফিস প্রতিষ্ঠিত হলে ও জনবল বৃদ্ধি পেলে জেলাগুলোতে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ কার্যক্রম আরো জোরদার হবে। পাশাপাশি কমিশনের সকল কার্যক্রমে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্থাপন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ফরেন্সিক ল্যাব স্থাপন, আইপিএমএস সফটওয়্যার সংযোজন ও দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দুদকের সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেতে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে কমিশন প্রত্যাশা করে।

সারণি ২৫ : দুর্নীতি দমন কমিশনের পাঁচ বছরের কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

কার্যক্রম		২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা		৯৩৭	১,২৬৫	১,৭১০	৮২২	৫৩৩
কমিশনের মামলা দায়েরের সংখ্যা		২৭৩	২১৬	৩৬৩	৩৪৮	৩৪৭
চার্জশিট অনুমোদনের সংখ্যা		২৮২	১৩৬	২৬৭	২২৮	২৬০
ফাঁদ মামলার সংখ্যা		২৪	১৫	১৬	১৮	০৬
মামলায় সাজার হার (%)	দুদকের মামলা	৬৮%	৬৩%	৬৩%	৭২%	৬০%
	ব্যুরোর মামলা	৩৯%	৫০%	৪০%	৪৮%	৩০%
অর্থ জরিমানা (টাকা)		-	১৩৯,৯৪,৭৬,৯৯১	৩৪৯৭,০৬,৮৪,৭৫৯	৭২,৪৮,৮৩,১৩০	৭৫,১৮,৩৫,৩১৭
বাজেয়াপ্ত (টাকা)		-	১৩,৩৪,৪৭,২৫২	৪৩৬,৮৮,৯৫,৩৭৪	৩,০৩,৬৯,০০০	১০,২০,৮৬,৯২৮
ক্রোককৃত সম্পদ		-	-	১১৫,৬৬,৩০,২১১ টাকা	১৮০,১১,৯১,৭৪৬ টাকা	৩২৬,৭১,৪৬,৬২৮ টাকা
অবরুদ্ধ সম্পদ		-	-	১১৮,৫৯,৬৫,৮৭৬ টাকা	১৫২,৯২,৮৬,৪৯৬ টাকা	১১৬১,৫৮,১৪,৪৮০/- টাকা, ৫৮৬.৭৫ (পাউন্ড), ৭২,৪১,০৫৭,০৫ (কানাডিয়ান ডলার), ৬১,৪৯,৭১৮.২২ (অস্ট্রেলিয়ান ডলার), ৪৩,৭৪৯২০.২২ (ইউএস ডলার), ১,০১,৭২৯.৩৬ (ইউরো) এবং ২৪,০০০ (পাউন্ড)
গণশুনানির সংখ্যা		৪০	২৭	৩৮	০৫	০১
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান		১৬	২০	৪৯	১৫	২৯

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক অভিযান

২.১ দুর্নীতি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক অভিযান

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক অভিযান

২.১ দুর্নীতি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক অভিযান

দুর্নীতির ঘটনায় তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ এবং জনগণের নিকট থেকে সহজে অভিযোগ প্রাপ্তির লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ২৭ জুলাই দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ (টোল ফ্রি) যাত্রা শুরু করে। হটলাইনটি চালু হওয়ার প্রথম সপ্তাহেই প্রায় ৭৫ হাজার ফোন কল আসায় দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ নিয়ে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে ব্যাপক সংবাদ প্রচার হয়। ফ্রান্সভিত্তিক সংবাদ সংস্থা এএফপি, ফ্রান্স ২৪ নিউজ, যুক্তরাজ্যের বিবিসি, দ্য মেইল অনলাইন ইউকে, জার্মানির ডয়েচে ভেলে, কাতার পোস্ট, দ্য হেরাল্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্র হটলাইন-১০৬ এ অভিযোগ জানানোর এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। অভিযোগ কেন্দ্র শুরুর পর থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৪২ লক্ষ ফোন কল এসেছে। প্রতি কর্মদিবসে চারটি শিফটে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কল গ্রহণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কমিশনের প্রশিক্ষিত কলগ্রহীতাগণ এ সেবা প্রদান করছেন। কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের (১০৬) কার্যক্রম কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অভিযোগের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিল বহির্ভূত অভিযোগ, যেমন- ব্যক্তিগত বিরোধ, যৌতুক দাবি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন অনিয়ম, সামাজিক বিরোধ, পারিবারিক জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ, সামাজিক সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিকার প্রত্যাশী নাগরিক অভিযোগ করে থাকেন। কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে কলগ্রহীতাগণ দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অভিযোগসমূহ যেমন লিপিবদ্ধ করছেন, তেমনি তফসিল বহির্ভূত অপরাধের বিষয়ে অভিযোগকারীর করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করছেন। সার্বিক বিবেচনায় সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর একটি নির্ভরযোগ্য প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে দুদক অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬)। অভিযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রমকে দৃশ্যমান ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে কমিশনের অভিপ্রায় অনুসারে সরকার ২০১৮ সালে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে ২৬ জনের জনবল বিশিষ্ট এনফোর্সমেন্ট ইউনিট অনুমোদন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ সালে জনবল পদায়নের মাধ্যমে এই ইউনিট আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। এনফোর্সমেন্ট ইউনিট দুদক হটলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে কমিশনের জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী অভিযান পরিচালনাসহ অন্যান্য ৫টি পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পাশাপাশি অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য ইউনিট থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

২০২০ ও ২০২১ সালে দুদক হটলাইন এবং অন্যান্য সোর্স থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন ৭৩২টি অভিযান পরিচালনা করে। তাৎক্ষণিক এসব অভিযানের মাধ্যমে ঘটমান দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিতর্কিত নিয়োগ বন্ধ করা, নিম্নমানের নির্মাণকাজ বন্ধ করা, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, নদী-খাল ও সড়কের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, পরিবেশ রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার সময় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তা নেওয়া হয়। ফলে অভিযানের মান এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা থাকায় এ দুই বছরে ২০৩টি অভিযোগের বিষয়ে কমিশনের অনুমোদনক্রমে প্রকাশ্য অনুসন্ধান শুরু করা হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট অভিযানের মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা ও আলামত পাওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশনের বিধিমালা-২০০৭ (সংশোধিত ২০১৯)-এর বিধি ১০(১)(চ)-এর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরাসরি ০৮টি মামলা রুজু করা হয়েছে। দুদক বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ১৬ অনুসারে দুর্নীতি প্রতিরোধের নিমিত্ত কমিশনের অনুমোদনক্রমে ও এনফোর্সমেন্ট ইউনিট এর তত্ত্বাবধানে ঘুষ গ্রহণের সময় হাতেনাতে ঘুষের অর্থসহ গ্রেফতারপূর্বক চারটি ফাঁদ মামলা পরিচালনা করা হয়েছে।

সারণি-২৬ : এক নজরে দুদকের এনফোর্সমেন্ট অভিযান (২০২০ ও ২০২১)

বছর	দুদক অভিযোগ কেন্দ্র- ১০৬ এ প্রাপ্ত মোট ফোন কল	দুদক অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ এ লিপিবদ্ধকৃত মোট অভিযোগ	দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ	ই-মেইল ও সোশ্যাল মিডিয়া ও সোর্স থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ	প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ	বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত মোট অভিযোগ	দুদক কর্তৃক পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান	বিভিন্ন দপ্তরে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত চিঠির সংখ্যা	তথ্যানুসন্ধান	প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠি প্রেরণ	ফাঁদ মামলা	এনফোর্সমেন্ট টিমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রুজুকৃত মামলার সংখ্যা	এনফোর্সমেন্ট টিমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চালুকৃত অনুসন্ধানের সংখ্যা	পরিসমাপ্তি বা সংযুক্তকরণ
২০২০	৭৪,৫০৬	১,৪৩৭	৩১	৯	-	১,৪৭৭	৪৮৭	৭৭৪	৮৮	৬০	২	৬	১৫২	-
২০২১	৩৯,২৬৭	১,০১২	১৮২	২৭	২৩২	১,৪৫৩	২৪৫	৬৮০	৫৮	৭৩	২	২	৫১	৩১২
মোট	**১,১৩,৭৭৩**	**২,৪৪৯**	**২১৩**	**৩৬**	**২৩২**	**২,৯৩০**	**৭৩২**	**১,৪৫৪**	**১৪৬**	**১৩৩**	**৪**	**৮**	**২০৩**	**৩১২**

অভিযান পরিচালনাকালে কেন্দ্রীয়ভাবে যেমন কমিশনের সশস্ত্র পুলিশ ইউনিটকে ব্যবহার করা হচ্ছে, পাশাপাশি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে পুলিশসহ প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা প্রশংসনীয়।

স্থানীয় সরকার ও নাগরিক সেবা, ভূমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, বন ও পরিবেশ, পরিষেবা, প্রকৌশল, কৃষি, অর্থসহ প্রায় প্রতিটি সেক্টরেই এসব অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব অভিযানে সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনও পাওয়া যাচ্ছে।

সারণি-২৭ : এক নজরে এনফোর্সমেন্ট অভিযান (২০২০ ও ২০২১)

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	২০২০	২০২১	মোট	একক
১	শাস্তিমূলক বদলি/বিভাগীয় ব্যবস্থা	৯৩৩	৬	৯৩৯	জন
২	বরখাস্ত	৪	২	৬	জন
৩	কারণ দর্শানোর নোটিশ	১০	৩	১৩	জন
৪	জরিমানা	১৪,৭০০	-	১৪,৭০০	টাকায়
৫	মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে কারাদণ্ড	১১	২	১৩	স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দালালদের বিভিন্ন অভিযানে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে
৬	সরকারি অর্থ আত্মসাতের তথ্য উদ্‌ঘাটন	৬৬,২৫,০০০	-	৬৬,২৫,০০০	টাকায়
৭	ঘুষের অর্থ উদ্ধার	১,৮৫,০০,০০০	৮০,০০০	১,৮৫,৮০,০০০	টাকায়
৮	ঘুষের অর্থ ফেরত প্রদান	৮,০৯,০০০	-	৮,০৯,০০০	টাকায়
৯	তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান	৩৮	২৬	৬৪	টেলিফোনিক নির্দেশনার মাধ্যমে
১০	নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণ বন্ধ	৬৪	২৫	৮৯	কিলোমিটার
১১	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ	১	-	১	ঘর
১২	সরকারি খাস জমি উদ্ধার	৫৭৪	-	৫৭৪	একর
১৩	অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন	৬৬	২	৬৮	সংখ্যা
১৪	ভুয়া ভাউচার উদ্‌ঘাটন	৭০,০০,০০০	-	৭০,০০,০০০	টাকায়

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	২০২০	২০২১	মোট	একক
১৫	সরকারি চাল উদ্ধার	৩.৩	-	৩.৩	মেট্রিক টন
১৬	অবৈধভাবে সরকারি গাড়ি ব্যবহার বন্ধ	১	-	১	সংখ্যা
১৭	ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলের তথ্য উদ্‌ঘাটন	১৫,০০০	-	১৫,০০০	টাকায়
১৮	অবৈধভাবে সরকারি রেস্ট হাউস ব্যবহার বন্ধ	২	-	২	সংখ্যা
১৯	অবৈধ মিনারেল ওয়াটার কারখানা সিলগালা	১	-	১	সংখ্যা
২০	দলিল লেখকের লাইসেন্স বাতিল	২	১	৩	জন
২১	পদোন্নতিতে অনিয়ম রোধ	৬	-	৬	জন
২২	অবৈধভাবে অর্জিত দুর্নীতির অর্থ জব্দ	৬০,০০,০০০	-	৬০,০০,০০০	টাকা
২৩	সরকারি ঘর নির্মাণে দুর্নীতির তথ্য উদ্‌ঘাটন	২,২৫,০০,০০০	-	২,২৫,০০,০০০	টাকা
২৪	অবৈধ টোল আদায় বন্ধ	২	-	২	সেতুতে
২৫	টেন্ডার অনিয়ম রোধ	১,৫০,০০,০০০	৮,০০,০০,০০০	৯,৫০,০০,০০০	টাকা
২৬	নিয়োগ দুর্নীতি বন্ধ	-	৫২৯	৫২৯	পদ সংখ্যা
২৭	কাবিটা প্রকল্পে দুর্নীতির তথ্য উদ্‌ঘাটন	-	১,২৯,৭৬,০০৯	১,২৯,৭৬,০০৯	টাকা
২৮	বালাম বই জালিয়াতির তথ্য উদ্‌ঘাটন	-	১	১	সংখ্যা
২৯	এতিমদের অর্থ আত্মসাৎ	-	১	১	সংখ্যা
৩০	বীমা দাবি পরিশোধ	-	১	১	সংখ্যা
৩১	জাল সনদে চাকরি	-	২	২	জন
৩২	জাল দলিল সৃজনের তথ্য উদ্‌ঘাটন	-	১	১	সংখ্যা
৩৩	সঞ্চয়পত্রের মুনাফা প্রদানে দুর্নীতির তথ্য উদ্‌ঘাটন	-	৯,০৭,০৮২	৯,০৭,০৮২	টাকা

দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের প্রাত্যহিক কার্যক্রম সম্পর্কে (অভিযান, পত্র প্রেরণ, ফাঁদ কার্যক্রম, ইত্যাদি) কমিশনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে (www.facebook.com/acc.org.bd) তথ্য প্রকাশের ফলে যেমন কমিশনের কার্যক্রমের প্রশংসা করছেন, আবার অনেকে স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার অনুরোধ জানাচ্ছেন। গঠনমূলক সমালোচনা আমলে নিয়ে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট নিজেদের কার্যক্রমকে আরো মানসম্মত করার নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তৃণমূল থেকে নগর পর্যায়ের প্রতিটি স্তরেই সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে সাধারণ মানুষের অনেক অভিযোগ-অনুযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের শৈথিল্য, অজ্ঞতা, অনিয়ম-দুর্নীতি বা সেবাপ্রার্থীদের অজ্ঞতা থাকার কারণেও সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে জটিলতা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সময়সীমাও নেই। যে কারণে দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানির ঘটনা ঘটছে। কমিশন এসব অভিযানের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। এনফোর্সমেন্ট ইউনিট কর্তৃক জন প্রত্যাশার আলোকে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক এসব কার্যক্রমের প্রতি মানুষের আস্থা রয়েছে বলে মনে করার অনেক যৌক্তিক কারণ রয়েছে। এ কারণেই অভিযোগ কেন্দ্রে আগত কলের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব অভিযানের কারণে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন হচ্ছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে নাগরিকগণ তাদের অধিকার নিয়ে উচ্চকণ্ঠ হচ্ছেন, সরকারি কর্মকর্তাগণও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ

৩.১ ভূমিকা

৩.২ দুর্নীতিবিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি

৩.৩ প্রচারমূলক কার্যক্রম

৩.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ

৩.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধে ত্রি-মাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিশন নিজস্ব কর্মকৌশলের আলোকে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপকে লক্ষ্য রেখে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি ঘটার আগেই প্রতিরোধমূলক অভিযানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা। মধ্যমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গণশুনানিসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম। দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সততা সংঘের সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন দুর্নীতিবিরোধী কর্মসূচি পালন। মূলতঃ এসবের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করা হচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই হচ্ছে দুর্নীতি প্রতিরোধে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। দুদক আইন, ২০০৪-এ কমিশনের কার্যক্রমের ১১টি কাজের মধ্যে ছয়টিই দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক। এর মধ্যে একটি হলো– 'দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।' কমিশন এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই সমাজের সকল স্তরের মানুষকে দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে।

৩.১.১ গবেষণা, পরীক্ষণ, প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন দ্বারা সৃষ্ট একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনার আইনি ম্যান্ডেট যেমন কমিশনের রয়েছে, তেমনি দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার আইনি ম্যান্ডেটও কমিশনের রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৭ ধারায় কমিশনের কার্যাবলির বিবরণ রয়েছে। কমিশনের দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম এসব ধারা অনুসরণ করেই সম্পাদন করা হয়। দুদক আইন, ২০০৪-এর ১৭(চ) ধারায় বলা হয়েছে "দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা।" আবার একই আইনের ১৭(ছ) ধারায় বলা হয়েছে, "দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করা।" ১৭(ট) ধারায় বলা হয়েছে, "দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।"

তাই দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি, কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধ কৌশল উদ্ভাবনে গবেষণা, অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করা, অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওর সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগের মাধ্যমেই প্রতিরোধমূলক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

একজন মহাপরিচালকের অধীনে পরিচালিত এই অনুবিভাগটি কমিশনের সকল প্রকার আউটরিচ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, সততা স্টোর, সততা সংঘ, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ অনুবিভাগটি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

৩.২ দুর্নীতিবিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি

৩.২.১ সমাজশক্তির অংশগ্রহণমূলক দুর্নীতি প্রতিরোধ আন্দোলন

কেবল আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সামাজিক ব্যবস্থাপনাই এমন হবে, যাতে দুর্নীতি করার চিন্তাও কেউ করতে না পারে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সামাজিক আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন।

দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। দুর্নীতি দমন কমিশন সকলের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্নীতি প্রতিরোধ কৌশল বাস্তবায়নে কাজ করছে। এই কর্মপ্রক্রিয়ায় কমিশন প্রভাবক হিসেবে কাজ

করতে চায়। ঠিক এ কারণেই কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, এনজিও, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পেশাজীবীসহ সকলকে একই প্লাটফর্মে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সমাজে শুদ্ধাচারের চর্চা ও বিকাশে সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। কমিশন আশান্বিত, কারণ দেশের সরকার, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, এনজিও, সরকারি কর্মচারী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পেশাজীবীসহ প্রায় সকলেই দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশনের কার্যক্রমকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিচ্ছেন। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনেক সচেতন হয়েছে। সাধারণ মানুষ দুর্নীতি এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করছে।

২০১৬ সালে সংশোধিত মহানগর/জেলা/উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সহযোগী সংস্থা গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা অনুযায়ী অনধিক ১৩ সদস্যের সমন্বয়ে জেলা ও মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, অনধিক নয় সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়; যেখানে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য রাখা হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, দুজন সহ-সভাপতি এবং একজন সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হবেন। কমিটির জন্য নির্ধারিত এলাকায় বসবাসকারী পূর্ণবয়স্ক বাংলাদেশের নাগরিকগণই কেবল কমিটির সদস্য মনোনীত হওয়ার যোগ্য হবেন। মূলত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিগুলো স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, ধর্মীয় নেতা ও সাবেক সরকারি কর্মচারীসহ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সৎ ও সক্রিয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত। কমিশনের অর্থ ও হিসাব অধিশাখা কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের সকল প্রকার কার্যক্রমের ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অধিশাখা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ছকে বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। কমিটির যে কোনো তিন সদস্যের সমন্বয়ে হিসাব-নিরীক্ষা উপকমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি নির্ধারিত সময়ে বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে কমিটির কাছে নিরীক্ষিত প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। কমিশনের উপপরিচালক ও তদূর্ধ্ব পদের কর্মকর্তাগণ যে কোনো কমিটির হিসাব পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এই নীতিমালার আলোকেই দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২০২০ ও ২০২১ সালের পুনর্গঠিত উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

সারণি-২৮ : ২০২০ ও ২০২১ সালে বিভাগভিত্তিক উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির (দুপ্রক) সংখ্যা

	২০২০				২০২১			
বিভাগের নাম	উপজেলা দুপ্রক	জেলা দুপ্রক	মহানগর দুপ্রক	মোট দুপ্রক	উপজেলা দুপ্রক	জেলা দুপ্রক	মহানগর দুপ্রক	মোট দুপ্রক
ঢাকা	৭৪	১৩	০৮	৯৫	৭৪	১৩	০৮	৯৫
চট্টগ্রাম	৯৩	১০	০১	১০৪	৯৩	১০	০১	১০৪
রাজশাহী	৫৯	০৮	-	৬৭	৫৯	০৮	-	৬৭
খুলনা	৫০	১০	-	৬০	৫০	১০	-	৬০
বরিশাল	৩৬	০৬	-	৪২	৩৬	০৬	-	৪২
সিলেট	৩৬	০৪	-	৪০	৩৬	০৪	-	৪০
রংপুর	৫০	০৮	-	৫৮	৫০	০৮	-	৫৮
ময়মনসিংহ	৩৩	০৩	-	৩৬	৩৩	০৩	-	৩৬
মোট	৪৩১	৬২	০৯	৫০২	৪৩১	৬২	০৯	৫০২

৩.২.২ 'সততা সংঘ' - তরুণদের দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চ

টেকসই উন্নয়নের সবকিছুই ভবিষ্যৎ নিয়ে আবর্তিত। সঙ্গত কারণেই নতুন প্রজন্ম এর কেন্দ্রবিন্দু। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা, নিষ্ঠাবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে স্ব-স্ব এলাকার স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক সহায়তায় দেশের স্কুল ও মাদ্রাসায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী সংগঠন হিসেবে 'সততা সংঘ' (Integrity Unit) গড়ে তুলেছে কমিশন। সততা সংঘের গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা-২০১৫ অনুসারে, 'সততা সংঘ'-এর সদস্যরা হবে সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবী, সকল প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবমুক্ত তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এবং তারা আইনের বিধানাবলির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থী কোনো কার্যক্রমে জড়িত হবে না। প্রতিটি সততা সংঘে একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১১ (এগার) জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যের সমন্বয়ে পরামর্শ কাউন্সিল (সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিনিয়র শিক্ষক, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক) গঠন করা হয়। ওই প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী সততা সংঘের সাধারণ সদস্য হবে। পরামর্শক কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে মহানগর/জেলা/উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে প্রতিটি 'সততা সংঘের' কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করেন।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিটি 'সততা সংঘ' শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ সকল প্রকার জনহিতকর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। এ ক্ষেত্রে কমিশন সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে সততা সংঘের সদস্যদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন ও দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, মানববন্ধন, পদযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনাসভাসহ বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও কমিশন বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গালর্স গাইডস অ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে তাদের সঙ্গে যৌথভাবে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও দেশব্যাপী ২৬,২১৩টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অক্সফামের সহযোগিতায় জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সারণি-২৯ : বিভাগভিত্তিক সততা সংঘের পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	২০২০	২০২১
	সততা সংঘের সংখ্যা	সততা সংঘের সংখ্যা
ঢাকা	৪,৭১৮	৪,৭১৮
চট্টগ্রাম	৪,২৬০	৪,৫১৭
রাজশাহী	৪,০৬৮	৪,০৬৮
খুলনা	৪,২২০	৪,২২০
বরিশাল	২,৮২৫	২,৮২৫
সিলেট	১,২৪২	১,২৪৭
রংপুর	৪,১৮৫	৪,১৮৫
ময়মনসিংহ	১,৮৪৯	১,৮৪৯
সর্বমোট	২৭,৩৬৭	২৭,৬২৯

লেখচিত্র-৮ : বিভাগভিত্তিক সততা সংঘের পরিসংখ্যান

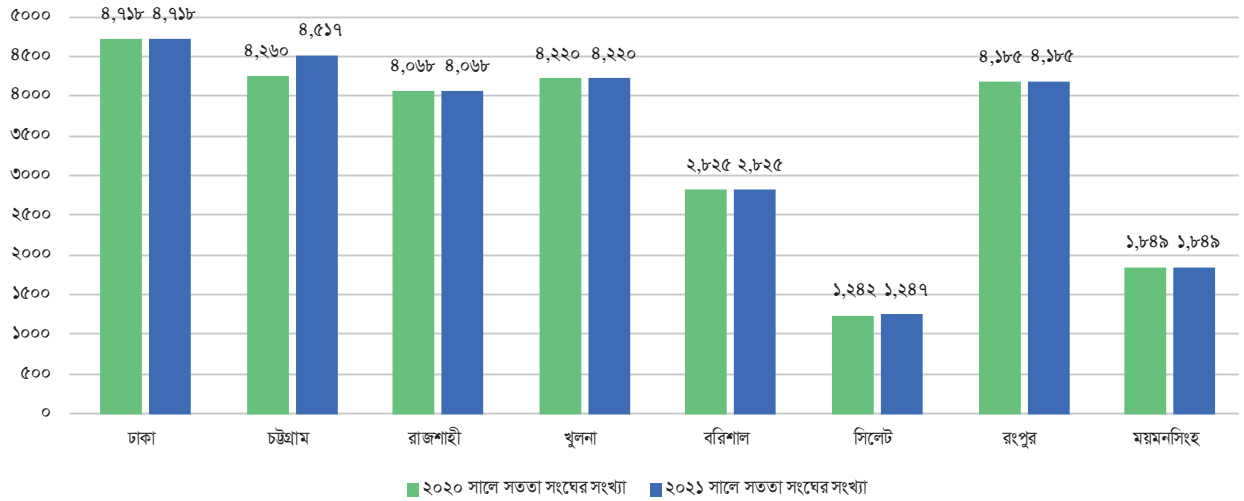

৩.২.৩ উত্তম চর্চার বিকাশে দুদকের নতুন সংযোজন "সততা স্টোর"

তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততার ব্যবহারিক চর্চার বিকাশ ঘটানোর নিমিত্ত কমিশন ২০১৬ সাল থেকে তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় সততা স্টোর গঠনের উদ্যোগ নেয়। কমিশন বিশ্বাস করে, সততা ও নৈতিকতা প্রাত্যহিক জীবনে নিবিড় চর্চার বিষয়। পরিশুদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে সততা চর্চার কোনো বিকল্প নেই। তরুণরা অনুকরণ প্রিয় হয়। তাদের মননে একবার কোনটি সঠিক কিংবা ভুল তা নির্ধারিত হলে, সঠিক অবস্থান নিতে তারা ভুল করবে না।

দুর্নীতি দমন কমিশন এ উদ্দেশ্যে তরুণ প্রজন্মের মাঝে সততা ও নৈতিকতাকে শাণিত করার জন্য বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সততা স্টোর হলো বিক্রেতাবিহীন দোকান। এসব দোকানে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের পাশাপাশি রয়েছে বিস্কুট, চিপস, চকোলেট ইত্যাদি। প্রতিটি সততা স্টোরে পণ্যের মূল্য তালিকা, পণ্য মূল্য পরিশোধের জন্য ক্যাশ বাক্স ইত্যাদি রয়েছে, নেই শুধু বিক্রেতা। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে নিজেরাই ক্যাশ বাক্সে পণ্য মূল্য পরিশোধ করছে। কমিশনের কাছে এখন পর্যন্ত এ সকল স্টোর পরিচালনার ক্ষেত্রে অনৈতিকতার তেমন কোনো অভিযোগ আসেনি। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছতা এবং সততা কমিশনকে আশান্বিত করছে। কমিশনের উদ্যোগ ছাড়াও কোনো কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর স্থাপন করছেন।

সারণি-৩০ : বিভাগভিত্তিক সততা স্টোরের পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	২০২০	২০২১
	সততা স্টোরের সংখ্যা	সততা স্টোরের সংখ্যা
ঢাকা	৭৯৮	১,০৬৪
চট্টগ্রাম	৬৩১	৯১২
রাজশাহী	৫৪৯	৫৪৯
খুলনা	১,৩২৬	১,৩৬৫
বরিশাল	৪৩৫	৪৩৭
সিলেট	৪৭৪	৪৭৪
রংপুর	৬৭৪	৭৩০
ময়মনসিংহ	২২৫	২২৫
সর্বমোট	৫,১১২	৫,৭৫৬

৩.২.৪ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রতিরোধ কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগ সাংবাৎসরিক ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা বিকাশে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, সততা সংঘ ও স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা হয়।

সাধারণত মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং এসব কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত সততা সংঘের সদস্যদের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী র‍্যালি, মানববন্ধন, পদযাত্রা, সভা-সেমিনার, কর্মশালা, তথ্যচিত্র, কার্টুন প্রদর্শনী, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহ স্থানীয় নাগরিক সমাজ, সততা সংঘ, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে যেসব দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধন, শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা আয়োজন করে, সেসব কর্মসূচিতে বিভিন্ন পেশার সচেতন মানুষ অংশ নিয়ে চলমান দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে থাকেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনকে কমিশন সর্বদা স্বাগত জানায়। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের কার্যক্রম স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (২১ নভেম্বর), বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালনে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ ধরনের প্রতিরোধমূলক কর্মসূচিতে কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং সকল পর্যায়ের কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। উত্তম চর্চার বিকাশে ২০২০ সালে বিভিন্ন সুবচন সংবলিত ১,২৯,৬৪০টি পোস্টার ও ৫,৫০০ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি "খারাপ কাজ করবো না, খারাপ কাজ সইবো না", "ভালো কাজ করবো দেশকে সবাই গড়বো", "দেশকে নিয়ে ভাববো, নীতির পথে চলবো", "সত্য কথা বলবো, অন্যায়-অবিচার রুখবো", "আইন মেনে চলবো-নিরাপদে থাকবো", "দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতি বিদায় দিন", ''মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না", ''গুরুজনের সহিত উপহাস করিও না", ইত্যাদি সুবচন সংবলিত প্রায় ৪,৫৫২টি খাতা, ৪,৫৫০টি স্কেল, ৪,৮৯৫টি জ্যামিতি বক্স, ৮,০৯১টি ছাতা, ৭৭২টি স্কুলব্যাগ, ৩,২২৩টি কলম, ২,৫৪২ টিফিন বক্স, ১,৬০০টি পানির পট, ১,০৫০টি হ্যান্ড পার্স, ৪৬৭টি ওয়ালম্যাট এবং ৭১,৭৫০টি শুভেচ্ছাপত্র দেশব্যাপী মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালে বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত দুর্নীতিবিরোধী ৭,০৭,৫০০টি পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে।

সারণি-৩১ : ২০২০ ও ২০২১ সালে উত্তম চর্চার বিকাশে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নম্বর	উপকরণের নাম	২০২০	২০২১
		সংখ্যা	সংখ্যা
১	খাতা	৪,৫৫২	-
২	স্কেল	৪,৫৫০	-
৩	জ্যামিতি বক্স	৪,৮৯৫	-
৪	ছাতা	৮,০৯১	-
৫	পোস্টার	১,২৯,৬৪০	৭,০৭,৫০০
৬	লিফলেট	৫,৫০০	-
৭	স্কুলব্যাগ ও অন্যান্য	৭৭২	-
৮	কলম	৩,২২৩	-
৯	টিফিন বক্স	২,৫৪২	-
১০	পানির পট	১,৬০০	-
১১	হ্যান্ড পার্স	১,০৫০	-
১২	ওয়ালম্যাট	৪৬৭	-
১৩	শুভেচ্ছাপত্র	৭১,৭৫০	-

৩.৩ প্রচারমূলক কার্যক্রম

বার্তা প্রচার : গত বছরের মতো এবারও প্রতিরোধ অনুবিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) সহযোগিতায় মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

তথ্যচিত্র প্রচার : দেশে দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে "শাস্তি", "সত্যের জয়", "ভালো থাকবো ভালো রাখবো", "ভুল", "সততার জয়" নামক স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্রসহ একাধিক টিভিসি বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়েছে। একইভাবে জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে ঢাকাসহ প্রতিটি জেলা ও উপজেলা সদরে জনসমাগম হয় এমন এলাকায় এই তথ্যচিত্রসমূহ নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।

দুদক বার্তা : "দুদক বার্তা" দুর্নীতি দমন কমিশনের মাসিক প্রকাশনা। এই প্রকাশনার মাধ্যমে কমিশনের সকল প্রকার কার্যক্রম, যেমন – মামলা দায়ের, চার্জশিট দাখিল, বিচারিক আদালতে মামলার রায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান, দুদক সংশ্লিষ্ট আইন বিধিবিধান ও গণশুনানিসহ কমিশনের পূর্ববর্তী মাসের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। কমিশনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জনগণকে অবহিত করার জন্যই কমিশনের নিজস্ব উদ্যোগে বিনামূল্যে "দুদক বার্তা" সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন : কমিশন ২০২১ সালে দেশব্যাপী জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষে আলোচনাসভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে কমিশনের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, দুদকের প্যানেল আইনজীবী, ঢাকা মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, গার্ল গাইডস, আনসার ও ভিডিপি, বিএনসিসি, বিভিন্ন এনজিও, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা জেলা প্রশাসনসহ নগরীর সর্বস্তরের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন থেকে শাহবাগ পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধন করা হয়। এছাড়াও রাজধানীর আরো আটটি পয়েন্টে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য এই মানববন্ধনে দুর্নীতিবিরোধী প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন শোভা পায়। ঢাকার মতো দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় একই সময়ে একইভাবে দুর্নীতিবিরোধী এসব কর্মসূচি পালিত হয়।

৩.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। ইউনাইটেড ন্যাশনস্ কনভেনশন অ্যাগেইন্‌স্ট করাপশন (UNCAC)-এর সদস্য রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা হিসেবে কমিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশীদারিত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনে বিশ্বাসী। কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধে অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনের অংশ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের ১৪ জুন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে ভুটান দুর্নীতি দমন কমিশন ও বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৮ সালে দুদক ও দি ইনভেস্টিগেটিভ কমিটি অব দি রাশিয়ান ফেডারেশন (ICRF)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। একইভাবে ২০১৯ সালে ভারতের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেটিশন (CBI)-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে দুদক।

এই সমঝোতা স্মারকে দুর্নীতির প্রাথমিক অনুসন্ধান, সনাক্তকরণ, প্রমাণীকরণ, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ অভিজ্ঞতা বিনিময়, উত্তম চর্চা, দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন বিষয় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিশন উত্তম চর্চার বিকাশে ইন্দোনেশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়াসহ প্রায় ২২টি দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান, যেমন – ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), অক্সফাম, বাংলাদেশ স্কাউটস, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন, তথ্যমেলা, গণশুনানি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন – দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কার্টুন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, আলোচনাসভা, পথসভা, মানববন্ধন, পদযাত্রা ও দুর্নীতিবিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বাংলাদেশ স্কাউটস, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচিতেও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কমিশনকে অনুপ্রাণিত করছে।

স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুপ্রেরণায় গঠিত 'সততা সংঘ'-এর সদস্যদের নৈতিকতা, দুর্নীতিবিরোধী যোগাযোগ কৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্য অধিকার আইন, জেন্ডার উন্নয়ন, মানবাধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন ও সুশাসন ইত্যাদি বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া 'কাইট বাংলাদেশ' নামীয় একটি এনজিও সততা সংঘের সদস্যদের বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সঙ্গে কমিশনের সম্পৃক্ততা

১. জার্মান উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা GIZ-এর আর্থিক সহায়তায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে 'জাস্টিস রিফর্ম অ্যান্ড করাপশন প্রিভেনশন' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের পাঁচটি জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২. এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (Asian Development Bank, ADB), রিপাবলিক অব কোরিয়া এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে "দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" সংক্রান্ত কারিগরি প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুর্নীতির অভিযোগ যাচাই-বাছাই, অনুসন্ধান, তদন্ত, প্রতিরোধ ও মামলা পরিচালনার কাজ নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরির কাজ বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন।

৩. দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে অটোমেশনের কাজ ২০১৮ সালে শুরু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, Inventory বিষয়ক সফটওয়্যার, গ্রন্থাগার বিষয়ক ডাটাবেজ সফটওয়্যার, সুরক্ষিত ফাইল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, সততা সংঘের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ সফটওয়্যার, দুর্নীতি বিষয়ক অপরাধ ও অপরাধীর তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় কমিশনে নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

৪. UNODC-এর "Cross-Border Cooperation Focusing on Anti-Corruption and Money Laundering Law Enforcement, the Land And Seaports, Customs And Immigration Authorities amongst Bangladesh, Maldives And Sri Lanka" -প্রকল্পের আওতায় Indian Ocean Cross border Anti-Corruption Network Investigation Guidelines শিরোনামে দুর্নীতি ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকার মধ্যে একটি কমন গাইডলাইন প্রস্তুতের কাজ সমন্বয়ের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের পাঁচজন কর্মকর্তার একটি টিম গঠন করা হয়। ২০২০ সাল থেকে মহাপরিচালক (প্রতিরোধ)-এর নেতৃত্বে দুর্নীতি দমন কমিশনের এই টিম UNODC-র Network Guideline প্রণয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বর্ণিত গাইডলাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে গত মার্চ ২০২০ থেকে UNODC এ পর্যন্ত তিনটি দেশের লিড এজেন্সি এবং এক্সটেন্ডেড মেম্বারদের সঙ্গে একাধিক ভার্চুয়াল সভা আয়োজন করেছে। ওই প্রকল্পের আওতায় ১৯-২১ অক্টোবর মালদ্বীপের এবং ১৬-১৮ নভেম্বর, শ্রীলংকার কলম্বোতে Regional Workshop on Corruption and Financial Investigations to promote the Regional Network of Anti-Corruption Authorities of Bangladesh, Maldives and Sri Lanka শীর্ষক দুটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি একটি Informal Network, যার প্রধান লক্ষ্য দ্রুত সময়ের মধ্যে নেটওয়ার্কভুক্ত দেশসমূহের দুর্নীতি এবং মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত Information and Intelligence-এর আদান-প্রদান করা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, উত্তম চর্চার আদান-প্রদান করা এবং দুর্নীতি ও মানিলন্ডারিং মামলার অনুসন্ধানে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন করা। গাইডলাইন প্রস্তুতে বাংলাদেশে দুদক লিড এজেন্সির ভূমিকা পালন করছে। তবে, Extended Member হিসেবে রয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

চতুর্থ অধ্যায়

গণশুনানি

৪.১ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বিকাশে গণশুনানি

৪.২ গণশুনানির আইনি কাঠামো

৪.১ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বিকাশে গণশুনানি

৪.১.১ ভূমিকা

গণশুনানি হচ্ছে সরকারি পরিষেবার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার একটি কার্যকর কৌশল। দুর্নীতি দমন কমিশন মূলত তৃণমূল পর্যায়েই এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে তৃণমূলের সাধারণ মানুষ তাদের অভিযোগ জানাতে পারছে। গণশুনানি অনেকটা ত্রি-পক্ষীয় বৈঠক। এখানে অভিযোগকারী সেবাগ্রহীতা নাগরিকগণ, সেবাপ্রদানকারী সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন। সকলের উপস্থিতিতে শুনানি শেষে তাৎক্ষণিকভাবে অধিকাংশ অভিযোগ/সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। আবার যেসব সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব হচ্ছে না, সেসব সমস্যা ফলোআপ গণশুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। একটি বেসরকারি সংস্থার জরিপে দেখা যায়, ফলোআপ গণশুনানি বাস্তবায়ন করায় দুদকের গণশুনানি বেশ কার্যকর এবং সুশাসন বিকাশে জনপ্রিয় একটি কৌশল হিসেবে কাজ করছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন ২০২০ সালে দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঁচটি গণশুনানি ও ২০২১ সালে একটি গণশুনানি পরিচালনা করেছে। ২০১৪ সালে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে গণশুনানির যাত্রা শুরু করে দুদক। গণশুনানিতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং সমর্থন কমিশনকে গণশুনানি পরিচালনায় উৎসাহিত করে। গণশুনানি কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালনা করা হচ্ছে। গণশুনানিতে উত্থাপিত বেশিরভাগ অভিযোগই থাকে পরিষেবা বিষয়ক। আইনগতভাবে সুযোগ থাকলে কিছু অভিযোগ ঐদিনই নিষ্পত্তির জন্য বলা হয়। অবশিষ্ট অভিযোগসমূহ সময়াবদ্ধভাবে নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয় এবং তা কমিশন থেকে ফলোআপ করা হয়। কোভিড পরিস্থিতির কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে গণশুনানি কম হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রতিটি জেলা-উপজেলায় কমিশন গণশুনানি করবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো, নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UNCAC) এর ১৩ অনুচ্ছেদে দুর্নীতি প্রতিরোধে সমাজের (সুশীল সমাজ, এনজিও, গণমাধ্যম ইত্যাদি) অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রাপ্তি ও রিপোর্টিংয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২-এ নাগরিককে দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। চতুর্থত, প্রতিবেশী দেশ ভারত ও নেপালে সরকারি সেবা প্রদানে গণশুনানি একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

৪.১.২ গণশুনানির উদ্দেশ্য

- সেবা প্রত্যাশী নাগরিকের অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে সেগুলো সেবা প্রদানকারী দপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা।
- প্রতিটি সরকারি দপ্তরে নাগরিক সনদের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রদেয় বিভিন্ন সেবার মান উন্নত করা।
- নাগরিক অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা।
- সেবা প্রত্যাশী নাগরিক এবং সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের মাঝে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- অনিয়ম, দুর্নীতি এবং দীর্ঘসূত্রিতার উৎসমূল চিহ্নিত করা এবং সেগুলো প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- প্রয়োজনে প্রশাসনিক এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।
- সেবাদানকারীগণকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা।

৪.১.৩ গণশুনানির তাত্ত্বিক কাঠামো

বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪-এ বর্ণিত সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঠামোকে গণশুনানির তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কাঠামো অনুযায়ী সেবা প্রদানের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার জন্য প্রয়োজন – (১) নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকের শক্তিশালী কণ্ঠস্বর, (২) নাগরিকগণ কর্তৃক সেবা প্রদানকারীদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, নাগরিকদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিনির্ধারক কর্তৃক সেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রণোদনা কাঠামো প্রবর্তন। গণশুনানির মাধ্যমে সেবা প্রদানকারীকে নাগরিকের কাছে প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধ করার বিষয়টির ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

৪.২ গণশুনানির আইনি কাঠামো

৪.২.১ আইনি বিধানসমূহ

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে"।
- অনুচ্ছেদ ২১(২) "সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"।
- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯।
- জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানকারী সুরক্ষা আইন, ২০১১।
- সরকার অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ১ জুন ২০১৪ ও ৫ জুন ২০১৪ তারিখের অফিস স্মারক।

৪.২.২ গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা

সরকারি সেবাপ্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কমিশন গণশুনানিকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এটি হচ্ছে সেবাগ্রহীতা জনগণ ও সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাই সরকারি সেবাপ্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম, দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রিতা দূর করা অতীব জরুরি। প্রতিটি গণশুনানিতে কমিশনের চেয়ারম্যান অথবা কমিশনার উপস্থিত থেকে গণশুনানি পর্যবেক্ষণ করেন এবং সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। কমিশন ইতোমধ্যে গণশুনানি পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। প্রতিটি গণশুনানির ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাধারণ মানুষ যেমন সরকারি সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন নন, তেমনি সরকারি সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ নানাভাবে সঠিক সময়ে সেবা প্রদান না করে নাগরিকদের বঞ্চিত করে থাকেন। কোন ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণ অনৈতিকভাবে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের হয়রানিও করে থাকেন।

এসকল গণশুনানির মাধ্যমে অনেক সমস্যার যেমন তাৎক্ষণিক সমাধান করা হচ্ছে, তেমনি দুর্নীতি ও অনিয়মের উৎস শনাক্তকরণ, সেগুলোর প্রকৃতি ও ব্যাপকতা চিহ্নিত করে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কমিশনকে নিরলসভাবে সহযোগিতা করছেন। ২০১৬ সালে দুদক গণশুনানি পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে। বর্তমানে এই নীতিমালার ভিত্তিতেই গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

৪.২.৩ গণশুনানির প্রত্যাশিত ফলাফল

- স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা;
- সরকারি সেবাপ্রাপ্তির নিয়মকানুন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা;
- সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- নাগরিকদের সমস্যা সমাধানকল্পে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা;
- সেবা প্রত্যাশী নাগরিকের অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি করা;
- সেবা প্রদান পদ্ধতির উন্নয়ন করা;
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- দুর্নীতির উৎস এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া এবং তার আলোকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা;
- কর্মকর্তাদের নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা;

- সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং প্রয়োজনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা;
- দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সংবিধান অনুসারে সকল সময় জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। জনগণকে সেবা প্রদান করা সরকারি কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। গণশুনানি এ দায়িত্ব পালনে একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতি। কমিশন গণশুনানি পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিটি সরকারি দপ্তরকে স্থানীয়ভাবে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিয়মিত গণশুনানি ও এর ফলোআপ গণশুনানির মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান হচ্ছে। বর্তমানে কমিশন গণশুনানিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করছে। দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট কোনো ঘটনা গণশুনানিতে উদ্‌ঘাটিত হলে তা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনিয়ম, হয়রানি, সেবা প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণ কিংবা দুর্নীতিমুক্ত সরকারি পরিষেবা নিশ্চিতকরণে গণশুনানি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

৪.২.৪ বাস্তবায়িত গণশুনানির পরিসংখ্যান

২০২০ সালে কমিশন দেশের পাঁচটি জেলা/উপজেলায় অবস্থিত সকল সরকারি অফিস : যেমন – উপজেলা পরিষদ, উপজেলা ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অফিস, উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস, উপজেলা সমবায় অফিস, উপজেলা সমাজসেবা অফিস, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস, উপজেলা মৎস্য অফিস এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন অফিসসহ সকল সরকারি দপ্তরে সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর গণশুনানি করেছে। এসকল গণশুনানির মাধ্যমে ২০২০ সালে কমিশন তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকদের কাছ থেকে ১৭৭টি অভিযোগ পেয়েছে। যার মধ্যে ১৬২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ গণশুনানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের শতকরা প্রায় ৯১ ভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০২১ সালে একটি গণশুনানির মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা নাগরিকদের কাছ থেকে ২৩টি অভিযোগ পাওয়া যায়, যার সবই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কমিশন এযাবৎ মোট ১৪৫টি গণশুনানি করেছে এবং বিগত পাঁচ বছরে ১১১টি গণশুনানি করেছে।

সারণি-৩২-এ বিগত পাঁচ বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে।

সারণি-৩২ : ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালে বাস্তবায়িত গণশুনানির পরিসংখ্যান

বছর	গণশুনানি/ফলোআপ গণশুনানির সংখ্যা
২০১৭	৪০
২০১৮	২৭
২০১৯	৩৮
২০২০	০৫
২০২১	০১

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য ব্যবস্থাপনা

৫.১ দুর্নীতি দমন কমিশন ও তথ্য অধিকার আইন

৫.২ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তথ্য প্রকাশ

৫.৩ দুদকের তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া

৫.৪ আবেদন প্রক্রিয়া

৫.৫ আপিল প্রক্রিয়া

৫.৬ তথ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের পরিকল্পনা

৫.৭ অনলাইনে তথ্যের সরবরাহ চ্যানেল তৈরি

তথ্য ব্যবস্থাপনা

৫.১ দুর্নীতি দমন কমিশন ও তথ্য অধিকার আইন

তথ্যপ্রাপ্তি নাগরিকের অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশের সংবিধান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের চিন্তা, বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। তথ্য জানার সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। অবাধ ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের প্রকাশ প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ডকে সমৃদ্ধ করে। গোপনীয়তার সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানুষের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের ঘাটতি সৃষ্টি করে। দুর্নীতি দমন কমিশন প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই অবাধ তথ্যপ্রবাহে বিশ্বাসী। দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় কার্যালয়, সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নাগরিকগণের চাহিত তথ্য প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

৫.১.১ দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে তথ্য অধিকারের সম্পর্ক

দুটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে তথ্য অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে তফসিলভুক্ত অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে তথ্যপ্রাপ্তি দুর্নীতির অনুসন্ধান ও প্রতিরোধের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। অনুরূপভাবে, সাধারণ মানুষ যদি দুর্নীতির তথ্য পায় তাহলে দুর্নীতি হ্রাসে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার সমুন্নত করতে সরকার 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' প্রণয়ন করেছে। তাই দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছ থেকে কমিশনের কার্যক্রম এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পর্কিত যেসব তথ্য, প্রকাশ করলে কমিশনের কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে না, সেগুলো জানার অধিকার জনগণের আছে।

কমিশনের সাধারণ মূলনীতি ও তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি হলো, সমাজে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি দুর্নীতির বিস্তার রোধে দুর্নীতিবিরোধী একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুশাসনের অন্যতম প্রধান দুটি উপাদান, যা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দুদক জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার নীতিতে বিশ্বাসী। তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশন একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনুসন্ধান, মামলা তদন্তসহ বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে কাজ করে। এজন্য দুদকের পৃথক তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রয়োজন বিধায় কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে 'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১১' প্রণয়ন করেছে। কমিশন তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১১ অনুসরণপূর্বক নাগরিকগদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। এর পাশাপাশি কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়েও নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করে। কমিশন কর্তৃক প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১১ অনুসারে কমিশনের গঠন, কাঠামো এবং কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত কোনো স্মারক, বই, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, চিঠি, প্রতিবেদন, আর্থিক বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, অডিও, ভিডিও ইত্যাদিকে 'তথ্য' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তবে দাপ্তরিক নোটশিট এবং নোটশিটের প্রতিলিপিকে তথ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কমিশনের তথ্যকে নীতিমালায় চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে :

ক) স্বতঃস্ফূর্ত তথ্য (কমিশন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব তথ্য প্রকাশ করবে)

এ শ্রেণির তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত থাকবে। যদি চাহিদা অনুযায়ী কোনো তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া না যায় তাহলে তথ্যের আবেদনকারী কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের তথ্য কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করতে পারবেন।

খ) চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ।

এ শ্রেণির তথ্য দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিদাকারীকে প্রদান করতে পারবেন।

গ) চাহিদা অনুযায়ী আংশিক তথ্য সরবরাহ।

এ শ্রেণির তথ্য আংশিক প্রদান করা হবে যার তালিকা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এ তালিকাটি কমিশন ছয় মাস পরপর পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে সংযোজন/বিয়োজন করা হবে। এ তালিকাটি ওয়েবসাইটে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে না, নীতিমালার অংশ হিসেবেই থাকবে।

ঘ) অন্যান্য তথ্য যা প্রকাশ বা প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়।

কমিশন কতিপয় তথ্য কোনো নাগরিককে প্রদান করতে বাধ্য নয়। এ তালিকাটিও কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এ তালিকাটি কমিশন ছয় মাস পরপর পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবে ।

৫.১.২ যে সকল তথ্য প্রদানে কমিশন বাধ্য থাকবে না তার তালিকা

- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচারকার্য ব্যাহত হতে পারে, কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে;
- কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে;
- আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল;
- অনুসন্ধানাধীন বা তদন্তাধীন কোনো বিষয়, যার প্রকাশ অনুসন্ধান বা তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে;
- কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া, যা অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে;
- কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা তার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য;
- বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে, পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয়, যার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে, এমন তথ্য;
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য;
- আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন তথ্য;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি, বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য সুবিধা, বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত এসব তথ্য;
- জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থা লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এরূপ তথ্য।

৫.২ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তথ্য প্রকাশ

দুদকের কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা, সততা ও উত্তম চর্চার বিকাশে প্রণীত সকল নীতিমালা, দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমসহ সকল প্রকার তথ্যই জনগণের অবগতির জন্য প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে। দুদকের জনসংযোগ শাখার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত কমিশনের কার্যক্রম জনগণের মাঝে তুলে ধরা হচ্ছে। গ্রেফতার, মামলা, তদন্ত, সম্পদ বিবরণী দাখিল, এনফোর্সমেন্ট অভিযান, ফাঁদ মামলা, জিজ্ঞাসাবাদসহ দুর্নীতি সংক্রান্ত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রেস রিলিজ, প্রেস ব্রিফিং, ই-মেইল, ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজ, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করছে। কমিশনের সম্মানিত সচিব কমিশনের মুখপাত্র হিসেবে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং করেন।

৫.৩ দুদকের তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে কমিশনের সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা, আটটি বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়ের স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের পরিচালকগণ এবং ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের উপপরিচালকগণ নাগরিকের অনুরোধের ধরন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন। যে কোনো নাগরিক তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রণীত নির্দিষ্ট ফরম্যাটে বা সাদা কাগজে কমিশনের কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন এবং আবেদনপ্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুরোধের উত্তর দেয়া অবশ্য পালনীয়। আইনসম্মত কারণ ছাড়া তথ্য প্রদান করা না হলে তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অবগত রয়েছেন।

তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ওপর বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত। কমিশন তথ্যপ্রাপ্তির প্রতিটি আবেদনকে আইনি প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। তবে কমিশনের সকল মামলা কিংবা অভিযোগের সমন্বিত ডাটাবেজ না থাকায় তথ্য প্রদানে কখনো কখনো বিলম্ব হয়। কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগকারী অভিযোগ দাখিলের সঙ্গে সঙ্গেই তথ্য অধিকার আইনে তথ্যের জন্য আবেদন করেন। এসব ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই সে বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়, ফলে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। তারপরও প্রতিটি আবেদনের ক্ষেত্রে প্রদানযোগ্য তথ্য প্রদান করা হয়।

৫.৪ আবেদন প্রক্রিয়া

আবেদনকারী সাদা কাগজে অথবা তথ্য অধিকার বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে তথ্যের জন্য সরাসরি বা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। এই ফরম দুদকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনে অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা, যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা, তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য ও কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুরোধপ্রাপ্তির তারিখ থেকে অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে, অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন পাওয়ার ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তা অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন। যদি আইনে উল্লিখিত 'কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়'-এর আওতায় কোনো তথ্য প্রদানে অপারগ হন, তবে যথাযথ কারণ তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। তারপর তা তথ্য চাহিদাকারীকেও জানাতে হবে। অন্যথায় বিনা কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য চাহিদাকারীকে কোনো অবস্থাতেই তথ্য প্রদানের বিষয়ে অপারগতা জানাতে পারবেন না।

৫.৫ আপিল প্রক্রিয়া

কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পান কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোনো সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি ওই সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন। তথ্যপ্রাপ্তির আপিলসমূহ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ২৪ ও ২৮ অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে। আপিল কর্তৃপক্ষের রায় কমিশনের চূড়ান্ত রায় বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য চাহিদাকারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

২০২১ সালে ৩৮ জন সম্মানিত নাগরিক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়েছেন। ইতোমধ্যে ২৯ জন নাগরিককে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট নয়জনের আবেদনসমূহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সারণি-৩৩ : ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালে কমিশনে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন এবং প্রদানের পরিসংখ্যান

সাল	তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদন সংখ্যা	তথ্য প্রদানের সংখ্যা
২০১৭	১৭	১৬
২০১৮	২১	২০
২০১৯	৫৩	৪৯
২০২০	১৬	১৫
২০২১	৩৮	২৯

পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বর্তমান মহামারির মধ্যেও ২০২০ ও ২০২১ সালে ৫৪ জন তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৪ জনকে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১০ জনের আবেদনসমূহ বিবেচনাধীন রয়েছে।

৫.৬ তথ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের পরিকল্পনা

তথ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে দুদকের জনসংযোগ শাখা কর্তৃক তথ্য সরবরাহ, প্রকাশ, সংরক্ষণ ও প্রচারের প্রবাহকে আরো গতিশীল এবং আধুনিক করা প্রয়োজন। তথ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের মাধ্যমে দুদকের কার্যক্রমের একটি বাস্তব চিত্র জনগণের মাঝে তুলে ধরা এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করাও সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে দুদকের জনসংযোগ শাখার তথ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১। স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ –

- তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা অনুসারে তথ্যের ছক সন্নিবেশপূর্বক ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ করা;
- আইপিএমএস সফটওয়্যারে প্রয়োজনীয় ছক সন্নিবেশ করা ও লিঙ্ক তৈরি করা;

২। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন –

- দ্রুত তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যসেবা প্রদানে ই-নথির ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- আইপিএমএস সফটওয়্যারে প্রয়োজনীয় লিঙ্ক তৈরি করা;

৩। তথ্য হালনাগাদকরণ –

- সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে সকল অনুবিভাগের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- আইপিএমএস সফটওয়্যারে প্রয়োজনীয় লিঙ্ক তৈরি করা;

৪। গুরুত্বপূর্ণ মামলার তথ্য তাৎক্ষণিক/দ্রুত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৫.৭ অনলাইনে তথ্যের সরবরাহ চ্যানেল তৈরি

জনগণ তাদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়। কীভাবে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে, কার কাছে আবেদন করতে হবে – এ বিষয়ে তাদের ধারণা অস্পষ্ট। দুর্নীতি দমন কমিশন ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইনের আলোকে স্বতন্ত্র তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী দুদক তথ্য প্রদান করে থাকে।

বিদ্যমান ব্যবস্থায় তথ্য সরবরাহ করা সময়সাপেক্ষ। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগে চিঠি প্রেরণ করেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাকে চাহিত তথ্য প্রদান করে। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা প্রকাশযোগ্য তথ্য কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে আবেদনকারীকে সরবরাহ করে থাকেন। এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ হওয়ায় অনেক সময় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা চাহিত তথ্য সরবরাহ করতে পারেন না। ফলে তাকে তথ্য কমিশনে জবাবদিহি করতে হয়। তথ্য প্রদানে বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ অনলাইন সিস্টেমে তথ্য সরবরাহের আবেদন ও নিষ্পত্তির জন্য আলাদা সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য তথ্য সরবরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। তাই এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার দক্ষতা ও বিচক্ষণতা বিশেষভাবে প্রয়োজন বিধায় তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হবেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

ষষ্ঠ অধ্যায়

দুর্নীতি দমন কমিশনের ডিজিটাইজেশন

৬.১ ভূমিকা

৬.২ গৃহীত কার্যক্রম

৬.৩ গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ফলে সেবার মান উন্নয়ন

৬.৪ আগামী দিনের পরিকল্পনা

৬.৫ তথ্যপ্রযুক্তির মান উন্নয়নে সীমাবদ্ধতা

৬.৬ তথ্যপ্রযুক্তির মান উন্নয়নে সীমাবদ্ধতা নিরসনের উপায়

দুর্নীতি দমন কমিশনের ডিজিটাইজেশন

৬.১ ভূমিকা

দুদকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী অনুবিভাগ হচ্ছে প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) অনুবিভাগ। বিভিন্ন অনুসন্ধান ও মামলার তদন্ত কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে এ বিভাগ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় দুদকের সকল কার্যক্রমকে অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা এবং তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় দুর্নীতি সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা এ অনুবিভাগটির উদ্দেশ্য। দুর্নীতি দমন কমিশনের গৃহীত ইতোমধ্যে পদক্ষেপসমূহ, গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি এবং আগামীর পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যাদি এখানে সন্নিবেশিত হলো।

৬.২ গৃহীত কার্যক্রম

১। **ডিজিটাল হাজিরা এবং সমন্বিত সিসি ক্যামেরা মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন**

দুদকে বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতির মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ডিজিটাল হাজিরার সিস্টেম চালু করা হয়েছে। কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে সিসি ক্যামেরা মনিটরিং সিস্টেম কার্যকর করা হয়েছে।

২। **দুদকের অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) আধুনিকায়ন কার্যক্রম**

দুদকের টোল ফ্রি হটলাইন চালু করা হয়েছে, যার নম্বর '১০৬'। এ হটলাইনে আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল গ্রহণের ব্যবস্থাও রয়েছে।

এছাড়া নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে হটলাইন সচল রাখা, চ্যানেল সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের দুর্নীতির অভিযোগসমূহ সরাসরি গ্রহণ এবং তদপ্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

৩। **অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন**

কমিশনের নিজস্ব ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে ও ই-মেইলে নিয়মিত অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং কমিশনের কার্যক্রম নিয়মিত সাধারণ জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।

৪। **দুদকের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন**

'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্তের কাজে ডিজিটাল ডিভাইস থেকে সহজেই তথ্যপ্রাপ্তির জন্য দুদকের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অভিযোগ অনুসন্ধান/মামলার তদন্তের সময় জব্দকৃত আলামত কম্পিউটার, মোবাইল, ডিভিআর, রেকর্ডেড অডিও-ভিডিও ইত্যাদির ফরেনসিক টেস্ট করা সম্ভব হবে। এ লক্ষে বর্তমানে মনোনীত কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

৫। **ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম**

দুদক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিস্টেম ক্রয়ের লক্ষ্যে আহ্বানকৃত দরপত্রে কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে, যা আগামী তিন মাসের মধ্যে কমিশনে সরবরাহ করা হবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে আলামত হিসেবে প্রাপ্ত দলিলের সঠিকতা যাচাইসহ জাল স্বাক্ষর ও জাল দলিল যাচাই করা সম্ভব হবে।

৬। **জনবল নিয়োগে e-Recruitment সিস্টেম**

কমিশনের জনবল নিয়োগের নিমিত্ত টেলিটকের সহায়তায় e-Recruitment সার্ভিসের মাধ্যমে সকল নিয়োগের আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই, প্রবেশপত্র ইস্যুকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে।

৭। **Open Source Intelligence (OSINT) ব্যবহার**

কমিশনে আগত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য Open Source Intelligence (OSINT) ব্যবহার করা হচ্ছে।

৮। **ই-নথি এবং ই-জিপি সিস্টেম**

দুদকে ই-নথি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ই-নথির মাধ্যমে অনেক নথি নিষ্পত্তি হচ্ছে। কমিশনে ই-জিপির মাধ্যমে টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৯। **জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষসমূহের আধুনিকায়ন**

জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষসমূহকে সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং করে থাকেন।

১০। **কমিশনের অফিসসমূহে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) স্থাপন**

কমিশনের সকল অফিসে আইপি নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার মাধ্যমে সকল অফিসকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে এবং সাইবার নিরাপত্তা জোরদার হবে।

১১। **কমিশনের সকল অনুবিভাগের কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনার জন্য বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প**

তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে দুদকের সামগ্রিক কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন করার পরিকল্পনা ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

(ক) দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এডিবির অর্থায়নে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দুদকে সকল দুর্নীতির অভিযোগ থেকে শুরু করে তদন্ত ও মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক (Investigation and Prosecution Management System - IPMS) সফটওয়্যার তৈরি এবং আনুষঙ্গিক হার্ডওয়্যারসহ একটি সার্ভার কক্ষ স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। IPMS সফটওয়্যারের Operational User Training এবং System Administration Training সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারটির ওপর প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রাপ্ত মতামত সংযোজন করা হচ্ছে। কমিশনে দ্রুতই অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রসিকিউশনের কার্যক্রম প্রস্তুতকৃত IPMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে শুরু হবে।

(খ) 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কিছু অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই অটোমেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার ক্রয়পূর্বক কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় দুদক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৬.৩ গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ফলে সেবার মান উন্নয়ন

১। দুর্নীতি দমন কমিশনে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কমিশনের জেলা কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহসহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সঙ্গে নিয়মিত সভা/সেমিনার করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে শুরু করে তদন্ত ও মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক সফটওয়ার তৈরির কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে। বর্ণিত সফটওয়্যার তৈরি হলে দুদকের কার্যক্রমে আরো বেশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৩। দুদকের টোল ফ্রি হটলাইন চালু করা হয়েছে, যার নম্বর '১০৬'-এ আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে '+৮৮০৯৬১২১০৬১০৬' নম্বরে সরাসরি ফোন করে প্রবাসী নাগরিকগণ সহজে অভিযোগ জানাতে পারছে।

৪। দুদকের ই-নথি সিস্টেম ব্যবহার করে প্রশাসনিক ও অর্থ সংক্রান্ত সকল ফাইল নিষ্পত্তি হচ্ছে। কমিশনে রাজস্ব খাতে এবং প্রকল্পে ই-জিপির মাধ্যমে টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সিস্টেম দুটি ব্যবহারের ফলে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে নির্ধারিত বার্ষিক সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। নির্ধারিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

৬.৪ আগামী দিনের পরিকল্পনা

কমিশনের সকল অনুবিভাগের কার্যক্রম অটোমেশন করার জন্য বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে আগামীতে যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে, তা নিম্নরূপ–

১। কমিশনের প্রশাসনিক কার্যক্রমের অটোমেশন সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ (মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, এ্যাকাউন্টিং/বাজেট ব্যবস্থাপনা, মালামাল (Inventory) বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা, গ্রন্থাগার বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা এবং ডেসপাস শাখার অটোমেশন, দুর্নীতি প্রতিরোধের কাজ হিসেবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা, অপরাধের তথ্য (Crime Data) সংবলিত ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধ এবং অপরাধীর তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ (Criminal Database Management System - CDMS), কম্পিউটার হার্ডওয়্যার মালামাল (Hardware Inventory) বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা, আইটি (সফটওয়্যার/হার্ডওয়্যার) সাপোর্ট সার্ভিস সিস্টেম (IT Support Service System)।

২। ডিজিটাল আর্কাইভিং (অডিও, ভিডিও, গণশুনানি, গবেষণাপত্র, প্রকাশনা ইত্যাদি রেকর্ডপত্র আর্কাইভিং)।

৩। কমিশনে সকল কার্যালয়কে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসার জন্য কার্যক্রম ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৫ তথ্যপ্রযুক্তির মান উন্নয়নে সীমাবদ্ধতা

১। কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামোতে আইসিটি অনুবিভাগের আওতায় পর্যাপ্ত জনবল নেই এবং বিদ্যমান কাঠামোতে আইসিটি অনুবিভাগের অধিকাংশ পদ শূন্য থাকায় তথ্যপ্রযুক্তির মান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কমিশনে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নমূলক অনেক কার্যক্রম ইতিমধ্যে কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, বেশ কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কিছু বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমসমূহকে টেকসই উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ জনবল না থাকায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না।

২। কমিশনের কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য আধুনিক হার্ডওয়্যার সরঞ্জামাদিসহ বিভিন্ন ধরনের ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার না থাকায় দুর্নীতির অনুসন্ধান তদন্তে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

৩। বর্তমানে বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি অনুবিভাগের কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ে সীমাবদ্ধ। প্রধান কার্যালয় ব্যতীত অন্যান্য কার্যালয়ে জনবল কাঠামো না থাকায় তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের সুফল কমিশনের সকল কার্যালয়ে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না।

৬.৬ তথ্যপ্রযুক্তির মান উন্নয়নে সীমাবদ্ধতা নিরসনের উপায়

১। দুদকের জনবল কাঠামোতে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আলাদা আইসিটি অনুবিভাগ করা যেতে পারে। উক্ত অনুবিভাগে পর্যাপ্ত জনবল রাখা এবং দ্রুততার সঙ্গে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

২। কমিশনের কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য আধুনিক হার্ডওয়্যার সরঞ্জামাদিসহ বিভিন্ন ধরনের ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার ক্রয় করা যেতে পারে।

৩। জনবল কাঠামোতে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের আলাদা আইসিটি অনুবিভাগের পাশাপাশি সকল জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়েও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৭.১ ভূমিকা

৭.২ ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

৭.৩ ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৭.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ সাধন করার লক্ষ্য নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব। দুর্নীতি দমন কমিশন ২০১৯ সালের প্রারম্ভে তার অধীন সকল কর্মচারীকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের কার্যক্রম শুরু করে। প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বছরব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কমিশন বিদ্যমান কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উত্তম চর্চার বিকাশ এবং সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে।

প্রশিক্ষণ সবসময়ই দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে। অর্জিত হয় পেশাদারিত্ব। ইতোমধ্যে দেশের প্রসিদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুদকের নিজস্ব একটি আধুনিক মানের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে; এতে সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হবে। বরং এখানে বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষণ ও গবেষণার কাজে অংশ নিতে পারবে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে দুর্নীতির ধরন পাল্টে যাচ্ছে; দুর্নীতির মাধ্যমে লব্ধ আয় পাচার হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে বিট কয়েনের মতো ডিজিটাল মুদ্রা। দুর্নীতি এখন ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে বহুদূর বিস্তৃত। এ দুর্নীতিকে দক্ষতার সাথে অনুসন্ধান ও তদন্ত করে আইনি কাঠামোর মধ্যে এনে আদালতে উপস্থাপনপূর্বক নির্ভুল ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা এখন দুদক কর্মকর্তাদের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠানের রকম ও ধরন, উপায় ও পদ্ধতি সন্নিবেশ করার কাজ করছে। এজন্য মৌলিক অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণের বাইরেও দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স, অডিটিং, স্টক মার্কেট, গোয়েন্দা, তদন্ত ও অনুসন্ধান, প্রকিউরমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে ২৫ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এ প্রশিক্ষণসমূহের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

৭.২ ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণসমূহ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১.	ভারতের CBI Academy তে Investigation of Anti-Corruption Cases including Procurement and Contract Frauds শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৩-২৪ জানুয়ারি, ২০২০	১০ জন	CBI Academy, India	দুদক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
২.	ভারতের CBI Academy-তে Investigation of Anti-Corruption Cases including Procurement and Contract Frauds শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ ২০২০	১০ জন	CBI Academy, India	দুদক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
			২০ জন		

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১.	দুর্নীতি দমনে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স।	১ জানুয়ারি ২০২০	৪০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
২.	iBAS++ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭ জানুয়ারি ২০২০	৫ জন	অর্থ মন্ত্রণালয়	বাজেট অনুবিভাগের অর্থায়নে

ক্রমিক নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
৩.	কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)- তে অনুষ্ঠিত 'সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১১-১৬ জানুয়ারি ২০২০	২৫ জন	কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ,	কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের অর্থায়নে
৪.	দুর্নীতি দমন কমিশনে নবযোগদানকৃত কর্মচারীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্স	২ ও ৫-৮ জানুয়ারি ২০২০	৩২ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
৫.	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (ফিমা), মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ	৯-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০	৩০ জন	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (ফিমা)	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (ফিমা)-এর অর্থায়নে
৬.	ভারতের CBI Academy-তে Investigation of Anti-Corruption Cases including Procurement and Contract Frauds শীর্ষক প্রশিক্ষণে মনোনীত ১০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রস্তুতিমূলক একদিনের প্রশিক্ষণ	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
৭.	দুর্নীতি দমন কমিশনে নবনিযুক্ত ৩৫ জন অফিস সহায়ক ও ১২ জন নিরাপত্তারক্ষীসহ মোট ৪৭ জন কর্মচারীর জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্স	১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০	৪৭ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
৮.	দুর্নীতি দমন কমিশনে নবযোগদানকৃত কর্মচারীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্স	২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০	২৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
৯.	জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন শীর্ষক কর্মশালা	১২ মার্চ ২০২০	৩১ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
১০.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫ মার্চ ২০২০	১৯ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
১১.	Combating Criminal Dark Web Marketplaces During the COVID 19 Pandemic শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ	৭ জুলাই ২০২০	৯ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
১২.	Virtual Workshop on "Dismantling Criminal Networks: Investigating Business Email Compromise (BEC) Schemes".	২৭ আগস্ট ২০২০	২৫ জন	U. S. Embassy, Dhaka.	U. S. Embassy-এর অর্থায়নে
১৩.	Nomination for the virtual workshop on "Combatting Corruption in Bangladesh: Investigating and Prosecuting Public Corruption Cases".	২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০	৬০ জন	U. S. Embassy, Dhaka.	U. S. Embassy-এর অর্থায়নে
১৪.	অভিযোগ কেন্দ্র ১০৬-এ দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত একদিনের প্রশিক্ষণ কোর্স	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
১৫.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১৪-১৫ অক্টোবর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
১৬.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১৮-১৯ অক্টোবর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
১৭.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	২০-২১ অক্টোবর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
১৮.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	২-৩ নভেম্বর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
১৯.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৪-৫ নভেম্বর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
২০.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৮-৯ নভেম্বর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
২১.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১১-১২ নভেম্বর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে

ক্রমিক নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
২২.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫-১৬ নভেম্বর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
২৩.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	২-৩ ডিসেম্বর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
২৪.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৬-৭ ডিসেম্বর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
২৫.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১৩-১৪ ডিসেম্বর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
২৬.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
২৭.	ই-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	২১-২২ ডিসেম্বর ২০২০	১৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে

৭.৩ ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১.	অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৩-৭ জানুয়ারি ২০২১	৪০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
২.	অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১০-১৪ জানুয়ারি ২০২১	৪০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
৩.	অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৭-২১ জানুয়ারি ২০২১	৪০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
৪.	আইন ও বিধানাবলি সংক্রান্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ	৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১	১৫ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
৫.	সুশাসন বিষয়ক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ	৩১ মার্চ ২০২১	৬০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
৬.	নথির শ্রেণিবিন্যাস/বিনষ্টকরণের ওপর প্রশিক্ষণ	২৮ জুন ২০২১	১৭ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
৭.	জাতীয় শুদ্ধাচার ও সুশাসন বিষয়ক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ	৩০ জুন ২০২১	৪০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
৮.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ	২৪ জুলাই ২০২১- ৯ আগস্ট ২০২১	৭৯ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
৯.	কোর্ট পরিদর্শকদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স	২৯ আগস্ট ২০২১ - ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	৭ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
১০.	সুশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৮-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
১১.	আইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৩-৬ অক্টোবর ২০২১	৪০ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
১২.	আইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১০-১৩ অক্টোবর ২০২১	৩০ জন	এনএপিডি, নীলক্ষেত, ঢাকা	দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
১৩.	আইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১০-১৩ অক্টোবর ২০২১	৪০ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে

ক্রমিক নম্বর	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১৪.	আইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৭-২১ অক্টোবর ২০২১	৩০ জন	এনএপিডি, নীলক্ষেত, ঢাকা	দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
১৫.	আইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৭-২১ অক্টোবর ২০২১	৪০ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
১৬.	iBAS++ - এ উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৩ অক্টোবর ২০২১	৪ জন	ইনস্টিটিউট অব ফাইন্যান্স	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে
১৭.	আইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৪-২৮ অক্টোবর ২০২১	৩০ জন	এনএপিডি	দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
১৮.	আইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৪-২৮ অক্টোবর ২০২১	৪০ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
১৯.	আইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৩১ অক্টোবর ২০২১-৩ নভেম্বর ২০২১	৪০ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
২০.	আইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৭-১০ নভেম্বর ২০২১	৪০ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
২১.	আইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৪-১৭ নভেম্বর ২০২১	৪০ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
২২.	দুদক অভিযোগ কেন্দ্র ১০৬-এ দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৮ অক্টোবর ২০২১	৩৫ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে
২৩.	আইপিএমএস-এর সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৪-১১ নভেম্বর ২০২১	৯ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
২৪.	iBAS++ - এ উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮ নভেম্বর ২০২১	২ জন	ইনস্টিটিউট অব ফাইন্যান্স	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে
২৫.	Trade Finance Process and Trade Based Money Laundering শীর্ষক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা	২৪ নভেম্বর ২০২১	১২ জন	বাংলাদেশ ব্যাংক	BFIU-এর অর্থায়নে
২৬.	সুশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০২১	২৭ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশনের অর্থায়নে

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

অষ্টম অধ্যায়

দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

৮.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

৮.২ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা

৮.৩ দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

৮.৪ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন

দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

৮.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

দুর্নীতি দমন কমিশন প্রশাসন অনুবিভাগের মাধ্যমে নিজস্ব মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ করে আর্থিক আয়-ব্যয় নির্বাহ এবং হিসাব সংরক্ষণ করা, অবকাঠামোসহ সকল প্রকার ভৌতসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও সততা চর্চার বিকাশে দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, কর্মোদ্যোগী, মননশীল মানবসম্পদের প্রয়োজন। এ কারণেই কমিশন পাঁচ বছরমেয়াদি (২০১৭-২০২১) কর্মকৌশলের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

প্রশাসন অনুবিভাগ কমিশনের নিজস্ব কর্মপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত, কার্যকর প্রতিরোধ, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ কৌশল তথা সার্বিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সর্বোচ্চ উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে অফিস আদেশ, পরিপত্র, অফিস স্মারক জারির মাধ্যমে অনেক কার্যক্রমের বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে। আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক ও সৃজনশীল কৌশল প্রয়োগ করে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অন্যতম প্রশাসনিক দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। দুদকের প্রশাসন অনুবিভাগ এ উদ্দেশ্যেই বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এছাড়া পেনশন, বিভাগীয় ব্যবস্থা, যানবাহন ব্যবস্থাপনা, অর্থ, নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা, লজিস্টিক-স্টেশনারি সরবরাহ, সুনির্দিষ্ট সিলেবাসের আলোকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্নীতি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনার জন্য কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রেডিং সিস্টেম চালুকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচরীদের শিশুসন্তানদের প্রতিপালনে সুনির্দিষ্ট নীতিমালাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, সম্পদ সংক্রান্ত অভিযোগসহ সকল প্রকার অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনানুগ কৌশল প্রবর্তন করেছে।

একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অনুবিভাগের সকল কার্যক্রম সরাসরি তদারক করেন দুদক সচিব। কমিশনের অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শৃঙ্খলা, প্রণোদনাসহ সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ রেগুলেটরি কার্যক্রম এ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। কমিশনের জন্য যোগ্য কর্মী বাছাই বা নিয়োগ, শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে দণ্ড এবং যোগ্যদের পদোন্নতিসহ সকল প্রকার কল্যাণমূলক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এ বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

৮.১.১ প্রশাসন অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) কমিশনের অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত আটটি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ২২টি জেলা কার্যালয় রয়েছে। কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী আরো ১৪টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিগত বছরগুলোতে কমিশনের রাঙামাটি, নোয়াখালী, যশোর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও হবিগঞ্জে নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুরে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কমিশনের নিজস্ব ভবন স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া প্রধান কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ) দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি

দুর্নীতি দমন কমিশনে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কমিশনের জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়সহ দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে।

কমিশনে আগত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য National Telecommunication Monitoring Cell-এর স্থাপিত সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। দুদকের টোল ফ্রি হটলাইন (১০৬)-এ আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রবাসী নাগরিকগণ সরাসরি '+৮৮০৯৬১২১০৬১০৬' নম্বরে কল করে সহজেই অভিযোগ জানাতে পারছেন ।

এছাড়া অভিযোগ গ্রহণ এবং পরবর্তী কার্যক্রম সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে। কমিশনের নিজস্ব ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্তের কাজে ডিজিটাল ডিভাইস থেকে তথ্য উদ্ধারের জন্য কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে অত্যাধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

কমিশনের জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে টেলিটকের e-Recruitment সার্ভিসের মাধ্যমে সকল নিয়োগের আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই, প্রবেশপত্র ইস্যুকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। দুদকে ই-নথির মাধ্যমে অনেক নথি নিষ্পত্তি হচ্ছে। কমিশনে ই-জিপির মাধ্যমে টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষের কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে মনিটরিং করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষসমূহকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

গ) দুর্নীতি দমন কমিশনের আওতায় চলমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১) দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প এপ্রিল, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২২ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯০৭ লক্ষ (জিওবি ৫৭ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৫০ লক্ষ) টাকা। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৯৫%। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়েবভিত্তিক Investigation Prosecution Management System (IPMS) সফটওয়্যার প্রস্তুত করে অনুসন্ধান, তদন্ত এবং বিচারকাজের অগ্রগতি মনিটরিংসহ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির সময় হ্রাস করা।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ :

ক. IPMS সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সার্ভার কক্ষে স্থাপনপূর্বক সফটওয়্যারটি সার্ভারে ইন্সটল করা হয়েছে। IPMS সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের UAT (User Acceptance Test) সম্পন্ন করা হয়েছে। IPMS সফটওয়্যার ব্যবহার করার জন্য Oracle Database ক্রয় করা হয়েছে।

খ. প্রকল্পের আওতায় IPMS সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউশন মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে।

গ. IPMS সফটওয়্যারের ওপর ৬৮২ জন দুদক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সফটওয়্যারভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্যের আওতায় "দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিরূপণ" এবং প্রকল্পের জিওবি বরাদ্দের আওতায় "কার্যকরভাবে দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্তের অন্তরায়সমূহ নিরূপণ" বিষয়ে দুটি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা দুটির প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২) দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২২ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪৫৪.১৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৩৫%। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য – (ক) দুদক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, (খ) দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি খাতের দুর্নীতি হ্রাস এবং (গ) দুদকের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার নিমিত্ত সকল কার্যালয় অটোমেশন করা।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ :

ক. দুদকের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ফরেনসিক ল্যাবের Provisional Acceptance Certificate (PAC) প্রসেস সম্পন্ন করা হয়েছে। ল্যাব পরিচালনার জন্য কমিশনের ১০ জন কর্মকর্তাকে দেশে এবং ছয়জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান;

খ. প্রকল্পের আওতায় দুটি মাইক্রোবাস, ১৫০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৬৬টি ল্যাপটপ, ২০০টি স্ক্যানার এবং ৫০টি প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে;

গ. প্রকল্পের আওতায় ৪০ জন কর্মকর্তা বিদেশে, ৩৬০ জন কর্মকর্তা ও ১২০ জন কর্মচারী দেশে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির ২৫০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

ঘ. দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিতরণের জন্য শিক্ষা উপকরণ (পাটের তৈরি স্কুলব্যাগ, মেজারিং স্কেল, স্কুল খাতা, জ্যামিতি বক্স, পানির পট, টিফিন বক্স, কলমদানি, ছাতা, ডাস্টবিন এবং পার্স) ক্রয় করা হয়েছে;

ঙ. সততা সংঘের মেধাবী শিক্ষার্থীদের নৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের ৪৯১টি উপজেলা থেকে একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে জনপ্রতি ১,০০০ টাকা করে জানুয়ারি, ২০২০ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ছয় মাসের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমান অর্থবছরে একই হারে পুরস্কার প্রদানের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে;

চ. কমিশনের সকল অফিসে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) স্থাপনের কাজ চলমান আছে। জানুয়ারি, ২০২২ মাসের মধ্যে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে।

ছ. প্রকল্পের আওতায় ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

জ. কমিশনের দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত "গণশুনানির কার্যকারিতা মূল্যায়ন" বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণাটি পরিচালনার জন্য EOI মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান আছে;

ঝ. প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক কমিশনের প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ এবং প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশন এবং ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপনের জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যারের স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত স্পেসিফিকেশন যাচাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে;

ঞ. দুদকের সকল অফিসে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সরঞ্জামাদির নিরাপত্তার স্বার্থে এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।

ঘ) দুর্নীতি দমন কমিশনের আওতায় সম্ভাব্য প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের আধুনিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত "খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের আধুনিক ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ১১১৪৮.৪৪ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় আধুনিক অফিস ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দুদক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দুদকের আলামত ও নথিপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা জোরদার করা হবে।

২. দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের আধুনিক অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প

দুর্নীতি দমন কমিশনের দাপ্তরিক স্থান সংকট নিরসনের স্বার্থে বহুতল ভবন নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক DPP প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। PWD কর্তৃক জমির ডিজিটাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট এবং ভবনের দাপ্তরিক চাহিদা (Official Requirements) চূড়ান্ত করার কাজ চলমান আছে।

৩. দুর্নীতি দমন কমিশনের নিজস্ব আধুনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্প

দুর্নীতি দমন কমিশনের নিজস্ব কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নেই। কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (Foundation Training)-এর পাশাপাশি অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমে সহায়ক হিসেবে কম্পিউটার ফরেনসিক, সাইবার ক্রাইম, মানিলন্ডারিং, কল ডিটেইল রিপোর্ট (সিডিআর), বেসিক ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, ডিজিটাল উপকরণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতমানের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত কমিশনের একটি নিজস্ব বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে। প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণের লক্ষ্যে দাপ্তরিক চাহিদা (Official Requirements) প্রস্তুতের কাজ চলমান। ভবনের দাপ্তরিক চাহিদা চূড়ান্ত করে নকশা প্রস্তুতপূর্বক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

ঙ) কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের নিমিত্ত কমিশনের নিয়মিত অনুসন্ধান ও তদন্তের পাশাপাশি সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রেখে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্যের সঠিকতা নিরূপণ করে তা বিশ্লেষণপূর্বক উপস্থাপন করা এ ইউনিটের অন্যতম কাজ। এ ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কমিশন চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে নিজেরা বা সোর্স নিয়োগের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এছাড়া দুদকের অভিযোগ কেন্দ্র হটলাইন নম্বর ১০৬, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিট দেশের অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ও গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের তথ্যভাণ্ডার হালনাগাদ করে থাকে।

৮.১.২ দুদক প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বিন্যাস

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়, আটটি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে ২,১৪৬ জন কমর্কর্তা ও কর্মচারীর জন্য সরকার অনুমোদিত একটি সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে, দুদকের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মানবসম্পদ বিন্যাস তালিকা নিচের সারণি ৩৪-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৩৪ : দুদকের মানবসম্পদ বিন্যাস

ক্রমিক নম্বর	পদবি	প্রধান কার্যালয়			বিভাগীয় কার্যালয়			সমন্বিত জেলা কার্যালয়			সর্বমোট			মন্তব্য
		অনুমোদিত মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	অনুমোদিত মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	অনুমোদিত মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	অনুমোদিত মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	চেয়ারম্যান	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	
২	কমিশনার	২	২	০	০	০	০	০	০	০	২	২	০	
৩	সচিব	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	
৪	মহাপরিচালক	৮	৭	১	০	০	০	০	০	০	৮	৭	১	
৫	পরিচালক	২৯	২৪	৫	৮	৮	০	০	০	০	৩৭	৩২	৫	
৬	সিস্টেম অ্যানালিস্ট	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১	
৭	একান্ত সচিব (চেয়ারম্যান ও কমিশনার)	৩	৩	০	০	০	০	০	০	০	৩	৩	০	
৮	একান্ত সচিব (কমিশনের সচিবের)	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	
৯	উপপরিচালক	১৪৭	১০০	৪৭	৮	৪	৪	৩৬	২৩	১৩	১৯১	১২৭	৬৪	
১০	প্রসিকিউটর	১০	০	১০	০	০	০	০	০	০	১০	০	১০	
১১	মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	০	১	০	০	০	০	০	০	১	০	১	
১২	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	২	০	২	০	০	০	০	০	০	২	০	২	
১৩	প্রোগ্রামার/সহকারী সিস্টেম অ্যানালিস্ট	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১	
১৪	সহকারী প্রোগ্রামার	৪	০	৪	০	০	০	০	০	০	৪	০	৪	
১৫	সহকারী পরিচালক	২১৫	৫১	১৬৪	৮	১	৭	১০৮	৪০	৬৮	৩৩১	৯২	২৩৯	
১৬	মেডিকেল অফিসার	১	০	১	০	০	০	০	০	০	১	০	১	
১৭	সহকারী পরিচালক (তথ্য ও যোগাযোগ)/জনসংযোগ কর্মকর্তা	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১	
১৮	প্রোটোকল অফিসার	১	০	১	০	০	০	০	০	০	১	০	১	
১৯	সহকারী পরিচালক (ইলেকট্রিক্যাল)	২	০	২	০	০	০	০	০	০	২	০	২	
২০	উপসহকারী পরিচালক	২০৫	১১	১৯৪	৮	২	৬	১৪৪	১৫	১২৯	৩৫৭	২৮	৩২৯	
২১	কোর্ট পরিদর্শক	১০	০	১০	০	০	০	৩৬	৮	২৮	৪৬	৮	৩৮	
২২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১	
২৩	পরিবহন কর্মকর্তা	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	
২৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	
২৫	কম্পিউটার অপারেটর	৮		৮			০			০	৮	০	৮	

ক্রমিক নম্বর	পদবি	প্রধান কার্যালয়			বিভাগীয় কার্যালয়			সমন্বিত জেলা কার্যালয়			সর্বমোট			মন্তব্য
		মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২৬	নার্স	১		১			০			০	১	০	১	
২৭	ফার্মাসিস্ট	১		১			০			০	১	০	১	
২৮	প্রধান সহকারী	২৫	২৫	০	৮	৬	২	০	০	০	৩৩	৩১	২	
২৯	সহকারী পরিদর্শক	৫	৫	০	০	০	০	৭২	৫১	২১	৭৭	৫৬	২১	
৩০	হিসাবরক্ষক	২	২	০	৮	৫	৩	০	০	০	১০	৭	৩	
৩১	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পি. অপা.	১২	৭	৫	০	০	০	০		০	১২	৭	৫	
৩২	লাইব্রেরিয়ান/ক্যাটালগার	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১	
৩৩	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পি. অপা.	২৮	২৩	৫	৮	৭	১	০	০	০	৩৬	৩০	৬	
৩৪	উচ্চমান সহকারী/সহকারী	৪৯	২১	২৮	৮	৫	৩	৩৬	১৬	২০	৯৩	৪২	৫১	
৩৫	কোর্ট সহকারী (এএসআই)	২০	১৯	১	০	০	০	৭২	৩৭	৩৫	৯২	৫৬	৩৬	
৩৬	ক্যাশিয়ার	২	২	০	০	০	০	০	০	০	২	২	০	
৩৭	ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল অপারেটর	১৩৩	৯৩	৪০	৮	৮	০	৩৬	৪২	-৬	১৭৭	১৪৩	৩৪	
৩৮	অভ্যর্থনাকারী কাম টেলিফোন অপারেটর	২	২	০	০	০	০	০	০	০	২	২	০	
৩৯	ড্রাইভার	৭৭	৩৪	৪৩	৮	৮	০	৭২	২৪	৪৮	১৫৭	৬৬	৯১	
৪০	স্বাস্থ্য সহকারী	১		১			০			০	১	০	১	
৪১	ডেসপাস রাইডার	৪	৪	০	০	০	০	০	০	০	৪	৪	০	
৪২	কনস্টেবল	৮৩	৬৬	১৭	১৬	৯	৭	১৮০	৭০	১১০	২৭৯	১৪৫	১৩৪	৪৫টি পদ সুপার নিউমারারি
৪৩	ড্রাইভার কনস্টেবল*	২	০	২	০	০	০	০	০	০	২	০	২	সুপার নিউমারারি পদ
৪৪	নিরাপত্তারক্ষী	১৬	১৪	২	৮	৫	৩	০	০	০	২৪	১৯	৫	
৪৫	দপ্তরি*	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	সুপার নিউমারারি পদ
৪৬	অফিস সহায়ক	৫২	৪৭	৫	৮	৮	০	০	০	০	৬০	৫৫	৫	
৪৭	যানবাহন ক্লিনার	৪	০	৪	০	০	০	০	০	০	৪	০	৪	
৪৮	ক্লিনার	১১		১১	৮	০	৮	৩৬	০	৩৬	৫৫	০	৫৫	
৪৯	গার্ড	৪	০	৪	০	০	০	০	০	০	৪	০	৪	
	সর্বমোট	১১৯৮	৫৭৩	৬২৫	১২০	৭৬	৪৪	৮২৮	৩২৬	৫০২	২১৪৬	৯৭৫	১১৭১	

নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে ২৮৮টি পদে

২০২০ সালে বিভিন্ন পদে ২১৫ জন কর্মচারী এবং ২০২১ সালে সাতজন কোর্ট ইন্সপেক্টরকে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়। ২০২০ সালে মোট ছয়জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ২০২১ সালে উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও উপসহকারী পরিচালক পদে ৮৪ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এসব পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসারে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল, সিনিয়রিটি ও মেধাক্রমের সমন্বয়ে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের আলোকে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২০২০ সালে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা

পদের নাম	পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
সহকারী পরিচালক	০৬

২০২১ সালে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা

পদের নাম	পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
উপপরিচালক	৩৪
সহকারী পরিচালক	৪৫
উপসহকারী পরিচালক	০৫
মোট	৮৪

২০২০ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা

পদের নাম	সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৯
ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১০৯
ক্যাশিয়ার	০১
গাড়িচালক	১২
কনস্টেবল	২৫
ডেসপাস রাইডার	০২
অফিস সহায়ক	৩৫
নিরাপত্তারক্ষী	১২
মোট	২১৫

৮.১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিকসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ঈর্ষণীয় সাফল্য রয়েছে। পাশাপাশি দুর্নীতির মতো ঘৃণিত অপরাধের ব্যাপকতা রয়েছে। অনেক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এদেশ থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থ বিদেশে পাচার করেছে। কমিশনের মামলার অনেক আসামি দেশ থেকে পালিয়েছে। এসব অপরাধীকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য ইন্টারপোলের সহযোগিতা চাওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি অন্যান্য আন্তর্জাতিক যেসব আইনি সহযোগিতার কৌশল রয়েছে, সেগুলো ব্যবহারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ দুর্নীতি যেমন বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে তেমনি এর তদন্ত প্রক্রিয়াও বৈশ্বিক তদন্তের অংশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তাই কমিশন মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছে। বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগে কোনো দেশের একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দুর্নীতির মতো বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব। এ কারণেই দুদক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুর্নীতিবিরোধী সংস্থার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ইস্যুতে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছে। ইতোমধ্যে তিনটি দেশের দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। আরো বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সভা, সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করছে। এসব সভা-সেমিনারে কমিশন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় অর্থ পাচারকারী ও পলাতকদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সারণি-৩৫ : ২০২০ ও ২০২১ সালে কতিপয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে দুদকের অংশগ্রহণ

Serial No.	Name of Training / Meeting/Seminar/ Workshop	Duration	No. of Participants	Name of Associate Organization	Name of Country
1	Regional Workshop on Corruption and Financial Investigations to Promote the Regional Network of Anti-Corruption Authorities of Bangladesh, Maldives and Sri Lanka	18-20 October 2021	4	UNODC	Maldives
2	Regional Workshop on Corruption and Financial Investigations to Promote the Regional Network of Anti-Corruption Authorities of Bangladesh, Maldives and Sri Lanka	16-18 November 2021	4	UNODC	Sri Lanka
3	9th Session of the Conference of the States Parties (CoSP)	13-17 December 2021	3	UNODC	Egypt

৮.২ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা

আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা রয়েছে। কমিশন বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণ করে সরকারের নিকট আর্থিক বরাদ্দ চেয়ে থাকে। সরকার কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে। বাজেট অনুমোদিত হলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক দুদক হিসাব প্রাক-নিরীক্ষণ ছাড়া সরকারের কাছ থেকে কমিশনের কোনো পূর্বানুমতি প্রয়োজন হয় না। প্রশাসন অনুবিভাগের অর্থ ও হিসাব শাখা অর্থায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসম্পর্কিত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে ও নিয়মিত অডিট সম্পন্ন করে থাকে। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন) নিচের সারণিতে প্রদর্শিত হলো।

সারণি-৩৬ : ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে দুদকের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট (হাজার টাকায়)

অর্থবছর	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	রাজস্ব	মূলধনী
২০১৯-২০	১১৩,১৩,৭৫	৯,৭২,০০	১২২,৮৫,৭৫	১০৯,৩১,২৫	১৩,৫৪,৫০
২০২০-২১	১০৯,৫৪,০০	১১,২১,০০	১২০,৭৫,০০	১০৯,২৭,৯৩	১১,৪৭,০৭

সারণি-৩৭ : ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব ও মূলধনী (উন্নয়নসহ) ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিকরণ (হাজার টাকায়)

পরিচালন	বিবরণ	২০১৯-২০		২০২০-২১	
	অর্থনৈতিক কোড ও খাত	বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়
আবর্তক	৩১১১১০১ মূল বেতন (অফিসার)	১৬,১৭,০০	১৫,৩৮,৪২	১৮০০০০	১৭১৮৮৬
	৩১১১২০১ মূল বেতন (কর্মচারী)	১৪,৬৫,০০	১৩,২৭,৩৪	১৬০০০০	১৫২৭৫১
	৩১১১৩০১-৩১১১৩৪০ ভাতাদি	২৬,৩২,৩১	২৪,২৯,০৩	২৯৫১৩৫	২৬৭৯২২
	৩২১১ পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৪৩,৯০,৭৪	৩৯,৯৭,৪৬	২৪৭৭৭০	১৮৭১৮০
	৩২৫৮ মেরামত	১,৮৯,২০	১,৬৮,১৮	১৯৪৮০	১৬৫২২
মূলধন	৪১১২ মূলধন ব্যয়	৯,২৯,৫০	৮,৯৬,১৩	৩২৭০৭	২৪২৩৩
(ক) উপমোট		১১২,২৩,৭৫	১০৩,৫৬,৫৬	৯৩৫০৯২	৮২০৪৯৪
বিশেষ কার্যক্রম					
আবর্তক	৩২ পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৮০,০০	২৬,৯৪	১৬০৩০৮	৫০
মূলধন	৪১১২ মূলধন ব্যয়	১০,০০	২,৮৪	০	০
(খ) উপমোট		৯০,০০	২৯,৭৮	১৬,০৩,০৮	৫০
মোট পরিচালন কার্যক্রম (ক+খ)		১১৩,১৩,৭৫	১০৩,৮৬,৩৪	১০৯,৫৪,০০	৮২,০৫,৪৪
উন্নয়ন কার্যক্রম					
আবর্তক	৩২১১ প্রশাসনিক ব্যয়	৫,৫৭,০০	৩,০৩,২২	৩০১০০	১২৬৯১
মূলধন	৪১১২ মূলধন ব্যয়	৪,১৫,০০	১,৫৯,১২	৮২০০০	৬৮৯৮৮
(গ) উপমোট		৯,৭২,০০	৪,৬২,৩৪	১১২১০০	৮১৬৭৯
সর্বমোট (ক+খ+গ)		১২২,৮৫,৭৫	১০৮,৪৮,৬৮	১২০,৭৫,০০	৯০,২২,২৩

৮.৩ দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

গোয়েন্দা তথ্য এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে কমিশনের কমকর্তা-কর্মচারীদের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হচ্ছে। "দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮" অনুসারে দুদকের কর্মচারীগণ "বিশ্বস্ততা, সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত কমিশনের চাকুরি করিবেন এবং ক্ষমতার কোনরূপ অপব্যবহার করিবেন না"। বিধিমালায় আরো বলা হয়েছে, 'কোন কর্মচারীর আইনসম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থতা বা অনীহা এবং চারিত্রিক স্খলন (ঘুষ গ্রহণ, অনৈতিক বা অসামাজিক কার্যকলাপ ইত্যাদি) বিষয়ক আচরণ কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং এ সকল ক্ষেত্রে কঠোরতম ও দ্রুততম শাস্তি নিশ্চিত করা হইবে।'

কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, কমিশনের কর্মীগণ হবেন সৎ, নিষ্ঠাবান, উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই কমিশন কর্মকর্তাদের কর্মপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন প্রশাসনিক কৌশল, প্রযুক্তিগত কৌশল, সর্বোপরি গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে শাস্তি এবং প্রণোদনা দুটোই সমান্তরালে পরিচালনা করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্তে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। এই বিধির ১৯(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী আইন ও এই বিধিমালার আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো দুর্নীতি বা অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন কিনা কিংবা কোন ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি করিতেছেন কিনা অথবা আইন ও এই বিধিমালার আওতায় কোন অপরাধ করিয়াছেন কিনা তা সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ, নজরদারী, অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা দায়েরের ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে, যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।' কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি ২০২০-২০২১ সালে একাধিক বৈঠক করেছে। বেশকিছু অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে।

সারণি-৩৮ : ২০২০ ও ২০২১ সালে দুদকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া বিভাগীয় পদক্ষেপসমূহ

২০২০ সালে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া বিভাগীয় পদক্ষেপসমূহ

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরের জের	২৭
২০২০ সালে গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	৩
২০২০ সালে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	৩০
২০২০ সালে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৯
গুরুদণ্ড	-
লঘুদণ্ড	২
অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি	৭

১. গুরুদণ্ডের সাজার মধ্যে রয়েছে চাকুরি থেকে অপসারণ, চাকুরি হতে বরখাস্ত, বাধ্যতামূলক অবসর, বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনমন ইত্যাদি।

২. লঘুদণ্ডের মধ্যে রয়েছে তিরস্কার, পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত রাখা ইত্যাদি।

৮.৪ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন

কমিশনের সকল কার্যক্রমের নিবিড় তদারকির আরেকটি প্রচলিত প্রক্রিয়া হচ্ছে অধীন দপ্তরসমূহে সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন, বিশদ পরিদর্শন কিংবা অভ্যন্তরীণ অডিট। বর্তমানে কমিশনের মানবসম্পদ শাখার মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অডিটের মাধ্যমে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি অনুবিভাগ, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। এসব পরিদর্শনে আর্থিক ব্যয়সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়, অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্তসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

দুদক প্রধান কার্যালয়ের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ পরিদর্শন কাজ করে থাকেন। বিশেষ ক্ষেত্রে কমিশনার মহোদয়গণ প্রধান কার্যালয়ের অনুবিভাগসহ বিভিন্ন জেলা কার্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শন শাখা নিয়মিতভাবে এই পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

নবম অধ্যায়

প্রযুক্তির উৎকর্ষের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন কমিশন

৯.১ ভূমিকা

৯.২ ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল উপাদান

৯.৩ ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দুর্নীতি দমন কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

প্রযুক্তির উৎকর্ষের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন কমিশন

৯.১ ভূমিকা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শব্দটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন একদল বিজ্ঞানী যারা জার্মান সরকারের জন্য একটি উচ্চ প্রযুক্তিগত কৌশল তৈরি করছিলেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান ক্লাউস শোয়াব ২০১৫ সালে ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধের মাধ্যমে শব্দটিকে বৃহৎ পরিসরে উপস্থাপন করেন। "চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে আয়ত্ত করা" ছিল ২০১৬ সালে সুইজারল্যান্ডের ডেভোস-ক্লোস্টারসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভার প্রতিপাদ্য। ১০ অক্টোবর, ২০১৬ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম সান ফ্রান্সিস্কোতে তাদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কেন্দ্র উদ্বোধনের ঘোষণা দেয়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব (বা ইন্ডাস্ট্রি ৪.০) হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্পব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্বয়ংক্রিয়করণ, উন্নত যোগাযোগ এবং স্ব-পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমস্যার বিশ্লেষণ এবং নিরূপণ করতে সক্ষম স্মার্ট মেশিন তৈরি করার জন্য বড় আকারে মেশিন-টু-মেশিন যোগাযোগ (এমটুএম) এবং ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি)-কে একসঙ্গে করা হয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এখন পর্যন্ত তিনটি শিল্পবিপ্লব পাল্টে দিয়েছে সারাবিশ্বের গতিপথ। প্রথম শিল্পবিপ্লবটি হয়েছিল ১৭৮৪ সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে। এরপর ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ ও ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেটের আবিষ্কার শিল্পবিপ্লবের গতিকে বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণ। তবে আগের তিনটি বিপ্লবকে ছাড়িয়ে যেতে পারে ডিজিটাল বিপ্লব। এটিকে এখন বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব।

মূলত ১২ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ তথা ডিজিটাল বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করে। উক্ত ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল বাংলাদেশের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে ২০১৭ সাল থেকে '১২ ডিসেম্বর' দিনটিকে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেশের আইসিটি খাতকে। বিশেষত সরকারি ডিজিটাল সেবাব্যবস্থা ও আইসিটি খাত থেকে বাংলাদেশের আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯.২ ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল উপাদান

১. ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশের জনগণকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা;

২. দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য কানেকটিভিটি নিশ্চিত করা;

৩. সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছানো;

৪. 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর লক্ষ্য অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সবাইকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

২০০৯ সাল থেকে উল্লিখিত চারটি মূল উপাদান বা স্তম্ভকে সামনে রেখেই মূলত শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন পূরণের বিশাল কর্মযজ্ঞ। এ স্বপ্ন পূরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামুখী উদ্যোগ, প্রকল্প, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। এসব কর্মসূচি ও উদ্যোগের রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সার্বিক উদ্যোগের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তার জন্য সব সেক্টরে দুর্নীতির ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত 'জিরো টলারেন্স' নীতি ইতোমধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এসব বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে "অব্যাহতভাবে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ সাধন করা" এবং "সমাজের সর্বস্তরে প্রবাহমান একটি শক্তিশালী দুর্নীতিবিরোধী সংস্কৃতির চর্চা এবং এর প্রসার সুনিশ্চিত করা"।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব তথা ডিজিটাল শিল্পবিপ্লবে বাংলাদেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেক্টরে মানবসৃষ্ট দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে। বর্তমানে দুর্নীতির ধরন দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আগামীতে আরো পরিবর্তিত হবে, যা গতানুগতিক অনুসন্ধান ও তদন্তের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব নাও হতে পারে। ফলে, ডিজিটাল শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ বিবেচনাপূর্বক দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি দমনের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং আগামীতে এ বিষয়ে আরও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৯.৩ ডিজিটাল শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দুর্নীতি দমন কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব

বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির সার্বিক উন্নয়নের ফলে দুর্নীতির ধরন পরিবর্তন হচ্ছে। 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ডিভাইস থেকে সহজেই তথ্যপ্রাপ্তির জন্য দুদকের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অভিযোগ অনুসন্ধান/মামলার তদন্তের সময় জব্দকৃত আলামত কম্পিউটার, মোবাইল, ডিভিআর, রেকর্ডেড অডিও-ভিডিও ফরেনসিক পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দেশে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি, ২০২২ থেকে বিদেশে প্রশিক্ষণ শুরু হবে। এর ফলে দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রের জব্দকৃত আলামত থেকে এ সংক্রান্ত তথ্যপ্রাপ্তি সম্ভব হবে।

২। ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম

দুদক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিস্টেম ক্রয়ের নিমিত্ত আহ্বানকৃত দরপত্রে কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে যা আগামী তিন মাসের মধ্যে কমিশনে সরবরাহ করা হবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে আলামত হিসেবে প্রাপ্ত দলিলের সঠিকতা যাচাইসহ জাল স্বাক্ষর, জাল দলিল যাচাই করা সম্ভব হবে।

৩। অনুসন্ধান ও তদন্তের কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য সফটওয়্যার প্রণয়ন

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এডিবির অর্থায়নে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দুদকের সকল দুর্নীতির অভিযোগ থেকে শুরু করে তদন্ত ও মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক Investigation and Prosecution Management System (IPMS) সফটওয়্যার তৈরি এবং আনুষঙ্গিক হার্ডওয়্যারসহ একটি সার্ভার কক্ষ স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত IPMS সফটওয়্যারের Operational User Training এবং System Administration Training সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারটির ওপর প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রাপ্ত মতামত সংযোজন করা হচ্ছে। দ্রুতই কমিশনে অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রসিকিউশনের কার্যক্রম প্রস্তুতকৃত IPMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে শুরু হবে।

৪। দাপ্তরিক কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল ও স্বচ্ছতার জন্য ই-নথি এবং ই-জিপি সিস্টেমের ব্যবহার

ই-নথি সিস্টেম ব্যবহার করে প্রশাসনিক/অর্থ সংক্রান্ত সকল ফাইল নিষ্পত্তি হচ্ছে। কমিশনে রাজস্ব খাতে এবং প্রকল্পে ই-জিপির মাধ্যমে টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সিস্টেম দুটি ব্যবহারের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা দুদক অর্জন করেছে।

৫। কমিশনের প্রশাসনিক কার্যক্রমের অটোমেশন সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ

দুদকের প্রশাসনিক কার্যক্রমসমূহের অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত অটোমেশন সফটওয়ারের মাধ্যমে কমিশনের প্রশাসনিক সার্বিক কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। যার মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

দশম অধ্যায়

সাম্প্রতিক সময়ে দুদকের অর্জন

১০.১ ভূমিকা

১০.২ সাফল্য

সাম্প্রতিক সময়ে দুদকের অর্জন

১০.১ ভূমিকা

কোভিড-২০১৯ বৈশ্বিক মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে দেশে লকডাউনের সময়ে কমিশনের কাজ সীমিত ছিল, তবে ই-নথির মাধ্যমে কমিশনের কর্মকর্তাগণ লকডাউনকালেও ঘরে বসে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করেছেন। অধিকন্তু অভিযোগ যাচাই-বাছাইসহ বেশ কিছু উইংয়ের কর্মকর্তাগণের অনেকে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে লকডাউনকালেও অফিসে এসে কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন। লকডাউন উঠে যাওয়ার পর সকল স্থগিত কাজ নিষ্পত্তির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কাজ শুরু করা হয়।

কোভিড-২০১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের লকডাউন সামলে বর্তমানে অর্থাৎ ১০ মার্চ, ২০২১ তারিখে যোগদানকৃত দুইজন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত নতুন কমিশন ঐকান্তিক ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতালব্ধ দিক নির্দেশনা দিয়ে নবউদ্যমে কমিশনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নতুন কমিশন প্রতি সপ্তাহে একটি করে কমিশন সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ফলে বিগত বছরগুলোতে যেখানে বছরে ১০-১২টি সভা হতো সেখানে মাত্র আট মাসে প্রায় ২৫টি কমিশন সভা সম্পন্ন হয়েছে। নতুন কমিশনের জন্য প্রায় আট মাস সময় খুব অল্প হলেও সফল কার্যপরিচালনায় কমিশনের কাজের গুণগত মানের পাশাপাশি গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ।

১০.২ সাফল্য

১. কমিশনের বিচারাধীন মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশনের সাফল্য অব্যাহত রয়েছে। ২০২০ সালে নিম্ন আদালতে দুদক ও বিলুপ্ত ব্যুরোর মোট বিচারাধীন ৩,৩৮২টি মামলার মধ্যে ১৭৬টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। যার মধ্যে কমিশনের পক্ষে রায় হয়েছে ১২১টিতে। কমিশনের মামলায় সাজার হার ৭২% এবং বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলায় সাজার হার ৪৮% অর্থাৎ গড়ে সাজার হার শতকরা ৬৮.৭৫%। আবার ২০২১ সালে মোট ৩,৪৩৪টি মামলার মধ্যে ২০৩টির নিষ্পত্তি হয়েছে। যার মধ্যে কমিশনের পক্ষে রায় হয়েছে ১১৯টিতে। কমিশনের মামলায় সাজার হার ৬০% এবং বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলায় সাজার হার ৩০% অর্থাৎ গড়ে সাজার হার শতকরা ৫৮.৬২%।

২. কমিশনের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট ২০১৯ সাল থেকে সাংগঠনিক কাঠামোতে যুক্ত হয়ে কাজ করছে। কোভিড-২০১৯ এর কারণে পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় অভিযান পরিচালনা কম হলেও এ ইউনিটের মাধ্যমে ২০২০ সালে ৪৮৭টি এবং ২০২১ সালে ২৪৫টি এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

৩. ২০১৮ সাল থেকে গোয়েন্দা ইউনিট কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে যুক্ত হয়েছে। ২০২১ সালের শেষ পর্যন্ত মোট ৬৬৫টি অভিযোগ গোপনে তথ্যানুসন্ধানের জন্য গৃহীত হয়, যার মধ্যে ২৫০টির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৪১৫টি অভিযোগের গোপন তথ্যানুসন্ধান চলমান রয়েছে। তথ্যানুসন্ধানের পর গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে কমিশন চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে ১৫৪টি অভিযোগ প্রকাশ্য অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া গোয়েন্দা ইউনিট কর্তৃক ভুয়া দুদক কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অনেক অভিযোগের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান শেষে গোয়েন্দা অভিযান পরিচালনা করে আসামি গ্রেফতার ও মামলা রুজু করা হয়েছে। অধিকন্তু গোয়েন্দা ইউনিট থেকে প্রতারকদের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য নিয়ে সর্বমোট ১১ জনকে গ্রেফতারপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. কমিশনের দৈনিক ও সাম্প্রতিক সেল (যাচাই-বাছাই কমিটি) ২০২০ সালে ১৮,৪৮৯টি অভিযোগ বাছাই করে ৮২২টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করেছে এবং ২৪৬৯টি অভিযোগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করেছে। ২০২১ সালে ১৪,৭৮৯টি অভিযোগ হতে ৫৩৩টি অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ এবং ২৮৮৯টি অভিযোগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫. ২০১৯ সাল থেকে কমিশনের স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট যাত্রা শুরু করে। ওই ইউনিটের অধীনে ২০২০ সালে বিজ্ঞ আদালতের আদেশে ১৮০,১১,৯১,৭৪৬ টাকার সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে এবং ১৫২,৯২,৮৬,৪৯৬ টাকা অবরুদ্ধ করা হয়েছে। ২০২১ সালে ৩২৬,৭১,৪৬,৬২৮ টাকার সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে এবং ১১৬১,৫৮,১৪,৪৮০ টাকার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা (পাউন্ড, কানাডিয়ান ডলার, অস্ট্রেলিয়ান ডলার) অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

৬. কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এমনকি কঠোর লকডাউনকালেও অনলাইনে পিপিএ ও পিপিআর-এর ওপর ১৫ দিনের প্রশিক্ষণসহ আমেরিকার জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট আয়োজিত বিট কয়েন, ক্রিপ্টো কারেন্সি, ই-মেইল, হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে অনলাইনে প্রশিক্ষণ হয়েছে। এছাড়া অফিস ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, শুদ্ধাচারসহ নানা বিষয়ে ৮ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৭. দুর্নীতি দমন কমিশনের নেতৃত্বে বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস (৯ ডিসেম্বর, ২০২১) পালন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন। এছাড়া, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, ২০২১ পালন উপলক্ষে ঢাকার কেন্দ্রীয়সহ নয়টি স্থানসহ দেশের প্রতিটি উপজেলায় মানববন্ধন, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

৮. কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করে কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৯. কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো যৌক্তিক করার জন্য কমিশনের মহাপরিচালক (মানিলন্ডারিং)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১০. কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব আধুনিক ভবন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১. কমিশনের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

১২. বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ০১ জানুয়ারি, ২০২২ কক্সবাজার জেলা কার্যালয় কাজ শুরু করেছে। ১ জুলাই, ২০২২ এ আরো ১৩টি জেলা কার্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩. সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান জনবল পূরণের অংশ হিসেবে ১৩২ জন সহকারী পরিচালক ও ১৪৭ জন উপসহকারী পরিচালক নিয়োগ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। এছাড়া অন্যান্য পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

১৪. ২০২০ সালে ছয়জন উপসহকারী পরিচালককে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী পরিচালক করা হয়েছে। নতুন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০২১ সালে ৩৪ জন সহকারী পরিচালককে পদোন্নতি দিয়ে উপপরিচালক, ৪৫ জন উপসহকারী পরিচালককে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী পরিচালক এবং পাঁচ জন সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটরকে উপসহকারী পরিচালক পদে উন্নীত করা হয়েছে।

১৫. দুর্নীতি দমন কমিশনের আইন ও বিধিমালা যুগোপযোগী করে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য কমিশনের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

একাদশ অধ্যায়

দুদক প্রাতিষ্ঠানিক টিমের দপ্তরভিত্তিক সুপারিশমালা

১১.১ ভূমিকা

১১.২ প্রাতিষ্ঠানিক টিম

দুদক প্রাতিষ্ঠানিক টিমের দপ্তরভিত্তিক সুপারিশমালা

১১.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুসারে দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশের আইনি দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশনের। এই আইনের আলোকেই কমিশন দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশে দুর্নীতি দমনে সমন্বিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। সমন্বিত উদ্যোগ দৃঢ়করণে সরকারের প্রতিটি দপ্তর বা সংস্থার স্ব-স্ব দায়িত্ব রয়েছে। কারণ সরকারি সংস্থাগুলোই জনগণকে সর্বাধিক রাষ্ট্রীয় সেবা প্রদান করে থাকে। কমিশন সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং দীর্ঘসূত্রিতার অবসানে কার্যপদ্ধতির ইতিবাচক সংস্কারের পথকে সুগম করতে চায়। সমাজে যেসব কারণে দুর্নীতির উদ্ভব ঘটতে পারে সেগুলোও কমিশনের বিবেচনায় রাখতে হয়। এমন আইনি বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিবছর বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের অনিয়ম, দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রিতা প্রতিরোধে তথা উত্তম চর্চার বিকাশে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সরকারের কাছে পেশ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ১৭(ঙ) ধারার আলোকে এই সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১.২ প্রাতিষ্ঠানিক টিম

স্ব-উদ্যোগে দুর্নীতি সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণের ভিত্তিতে অনুসন্ধানের যেমন ক্ষমতা রয়েছে কমিশনের, পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করা এবং তদানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ পেশ করার দায়িত্বও রয়েছে। আইনি প্রেক্ষাপটে ২০০৮ সাল থেকে দুদক দেশে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্ত শুরু করে।

কমিশন ২০১৭ সালে ২৫টি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে ২৫টি প্রাতিষ্ঠানিক টিম গঠন করে। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে যথাক্রমে: তিতাস গ্যাস, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিমান এনবিআর (কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড এক্সাইজ, আয়কর বিভাগ) ওয়াসা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসহ রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সমুদ্র এবং স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকার ভূমি অধিগ্রহণ (এলএ) ও রাজস্ব (এসএ) শাখা, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা অধিদপ্তর। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধি নিয়ে গঠিত এসব টিমের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণত মহাপরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ প্রাতিষ্ঠানিক টিমসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করে থাকেন।

প্রতিটি টিমকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আইন, বিধি, পরিচালন পদ্ধতি, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ/অপচয়ের দিকসমূহ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে এসব প্রতিষ্ঠানের জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সফলতা ও সীমাবদ্ধতা, আইনি জটিলতা, সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি ও দুর্নীতির কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা বন্ধে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনে প্রস্তাব পেশ করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার আলোকে ২০১৯ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ওয়াসা, তিতাস গ্যাস, গণপূর্ত অধিদপ্তর, মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং বাংলাদেশ বিমান সংশ্লিষ্ট টিমসমূহ এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির উৎসসমূহ চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে সুপারিশমালা প্রণয়নপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন পেশ করে। কমিশন আলোচনা-পর্যালোচনা করে বাস্তবসম্মত কয়েকটি সুপারিশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ওয়াসা, তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ থেকে উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে।

২০২১ সালে ঔষধ প্রশাসন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ও রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্স, ঢাকা সংশ্লিষ্ট টিমসমূহ এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির উৎসসমূহ চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে সুপারিশমালা প্রণয়নপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন পেশ করে এবং কমিশন তা অনুমোদন করে। কমিশন বিশ্বাস করে, এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নযোগ্য, যা অবশ্যই এসব দপ্তরে সরকারি পরিষেবা প্রদানে ঘুষ, দুর্নীতি, হয়রানি ও দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করতে পারে।

১১.২.১ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ক। দুর্নীতির উৎস

(১) ঔষধ প্রশাসন খাতে কয়েকটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়ে থাকে, যেমন – (ক) নতুন ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স ইউনিট স্থাপন (খ) ঔষধের কাঁচামাল এবং ঔষধ আমদানি ও প্রস্তুতকরণ এবং (গ) মোড়ক/প্যাকেট প্রস্তুত ও ব্যবহার। উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। সেবাপ্রার্থী কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাযথ কাগজপত্র দাখিল না করেই দ্রুত সেবাটি পেতে চান। এই সুযোগে ঔষধ প্রশাসন খাতে জড়িত অসৎ কর্মচারীরা খরচের বিভিন্ন প্যাকেজ অফার করে, যা নির্ধারিত ফি-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(২) ঔষধ ব্যবসায়ীরা ফার্মেসিগুলো লাইসেন্স এবং ফার্মাসিস্ট ছাড়াই চালাতে চান। অনেক ঔষধ ব্যবসায়ী যথাসময়ে লাইসেন্স নবায়ন না করে এবং মেয়াদোত্তীর্ণ বা নিম্নমানের ঔষধ বিক্রয় করে ব্যবসা করতে চান।

(৩) কতিপয় ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উপহার ও বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ প্রভৃতির বিনিময়ে অসাধু ডাক্তারদেরকে প্রভাবিত করে তাদের তৈরি নিম্নমানের ও অপ্রয়োজনীয় ঔষধ প্রেসক্রাইব করিয়ে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

(৪) আমাদের দেশে ঔষধ ক্রয়/বিক্রয় পদ্ধতি সহজ বিধায় যে কেউ যে কোনো ধরনের ঔষধ ক্রয়/বিক্রয় করতে পারে। ফার্মেসিগুলোতে ফার্মাসিস্ট থাকার বিধান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মানা হয় না। অনেক সময় ঔষধ বিক্রেতা নিজেই ডাক্তার সেজে রোগী দেখেন বা ক্রেতার নিকট নিম্নমানের ঔষধ বিক্রি করে থাকেন, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

(৫) সিন্ডিকেটের কারণে সেবাগ্রহীতাগণ হার্টের রিং বা স্ট্যান্ট, চোখের লেন্স/কন্ট্যাক্ট লেন্স ও পেসমেকার ইত্যাদি জীবন রক্ষাকারী ও অত্যাবশ্যকীয় মেডিক্যাল ডিভাইস ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অধিক দামে ক্রয় করতে বাধ্য হন।

(৬) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের অনেকেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে। তারা ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স কোম্পানিসমূহ থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের নিম্নমানের ঔষধের লাইসেন্সপ্রাপ্তির বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখেন। তারা মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রেতাদের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না।

(৭) ঔষধের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে কিছু কাঁচামাল আসে আমদানিকারকদের মাধ্যমে, আর কিছু আসে কালোবাজারির মাধ্যমে। আবার আমদানিকারকরা কিছু অংশ কালোবাজারিদের কাছে বিক্রি করে দেন।

(৮) ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স কোম্পানিগুলোকে লাইসেন্স দেবার পর নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যথাযথভাবে তাদের ঔষধের গুণগতমান যাচাই করা হয় না।

(৯) একটি ঔষধের জন্য একটি উৎস থেকে কাঁচামাল ব্যবহারের নিয়ম থাকলেও তা মানা হয় না।

(১০) স্থানীয়ভাবে বাজারজাতকৃত বিভিন্ন ঔষধের গুণগতমান Periodically পরীক্ষা করা হয় না।

কোন কোম্পানি কোন ঔষধ তৈরি করছে, কোনটার স্ট্যান্ডার্ড কেমন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী হচ্ছে কি না – এই বিষয়গুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতার যেমন ঘাটতি রয়েছে, তেমনি অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির অন্যতম উৎস বলেও এগুলো চিহ্নিত। অনেক নামসর্বস্ব কোম্পানি আছে যাদের পণ্য পরীক্ষায় মান উত্তীর্ণ হয় না, কিন্তু সেগুলোকে মানসম্মত

বলে সনদ দেয়া হয় মর্মে জানা যায়। ফলে বাজারে নিম্নমানের ঔষধ বিক্রি হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এসব নিম্নমানের ঔষধ জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নকল-ভেজাল ও মানহীন ঔষধ উৎপাদনের মূলে রয়েছে খোলাবাজারে বিক্রি হওয়া ঔষধের কাঁচামাল। ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদন পাওয়া কোম্পানিই কেবল বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে পারে। অনেক ঔষধ কোম্পানি চাহিদার তুলনায় অধিক পরিমাণে কাঁচামাল আমদানি করে এবং অতিরিক্ত কাঁচামাল খোলাবাজারে বিক্রি করে। ফার্মেসিগুলোতে নিষিদ্ধ চোরাইপথে আসা ঔষধ, নিম্নমানের ঔষধ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি হচ্ছে। ফার্মেসি পরিদর্শন করার দায়িত্বে যারা আছেন তারা পরিদর্শন কার্যক্রম ঠিকমতো পরিচালনা করেন না। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কতিপয় দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তার যোগসাজশে অনৈতিক সিন্ডিকেট এসব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে মর্মে জানা যায়।

খ। দুর্নীতি প্রতিরোধে সুপারিশমালা

(১) লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে অনলাইন আবেদন, ফি গ্রহণ ও অনুমোদন প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা ও মোবাইল অ্যাপ্স ব্যবহারের পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। পুরো প্রক্রিয়াটিকে অটোমেশনের আওতায় আনা প্রয়োজন। লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়াটিকে সময়াবদ্ধ ছকে নিয়ে আসা যেতে পারে। ধাপগুলোকে কমিয়ে এনে প্রক্রিয়াটিকে যথাসম্ভব সরল করা যেতে পারে। বিভিন্ন লাইসেন্সপ্রাপ্তিতে কী কী ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে, কত কপি ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে, মোট কত টাকা ফি জমা দিতে হবে প্রভৃতিসহ পুরো প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট তথ্য ওয়েবসাইটে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে;

(২) ঔষধ প্রশাসন অনেক সময় দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। কিন্তু তাদের নিজস্ব কোনো আইনজ্ঞ নেই, যিনি একাধারে ঔষধ সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞান ও আইন উভয় বিষয়ে বিজ্ঞ। কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, লোকবল বৃদ্ধি ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

(৩) দোকানে লাইসেন্স ও ফার্মাসিস্ট রাখা পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক করা। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ও ফার্মাসিস্ট ব্যতীত ঔষধ ক্রয়-বিক্রয় করা এবং ডাক্তার ছাড়া অন্য কারো দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। মেয়াদোত্তীর্ণ বা নিম্নমানের ঔষধ বিক্রয় হচ্ছে কি না তা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা;

(৪) নিম্নমানের ঔষধ প্রস্তুত রুখতে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোকে লাইসেন্স দেওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় অন্তর যথাযথভাবে ঔষধের গুণগতমান পরীক্ষা করা। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো কর্তৃক ডাক্তারদের বিভিন্ন গিফ্‌ট যেমন – দেশ-বিদেশ ভ্রমণ, গৃহ-আসবাব, মূল্যবান উপহার প্রভৃতি প্রদানের বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) বিভিন্ন মেডিক্যাল ডিভাইস এবং কোম্পানিভেদে ঔষধের মূল্য যুক্তিসঙ্গত হারে নির্ধারণ করে দিয়ে তা প্রতিপালনের বিষয়টি কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। একটি মূল্য নির্ধারক নীতিমালা থাকা উচিত, যার ভিত্তিতে সময়ে সময়ে কোম্পানিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

১১.২.২ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

ক। দুর্নীতির উৎস

(১) রেজিস্ট্রেশনের সময় যানবাহন যথাযথ পরীক্ষা করে রেজিস্ট্রেশন করার বিধান থাকলেও অনেক সময় যানবাহন না দেখে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন করে দেয়া হয়। রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টগণ অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে। এতে রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়;

(২) যানবাহনের ফিটনেস সনদ দেওয়ায় সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই অবৈধ অর্থের বিনিময়ে ফিটনেস সনদ দেয়া হয়। রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টগণ সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে;

(৩) ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদনকারীদের পরীক্ষার তারিখ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিলম্বিত করা হয়, যাতে আবেদনকারীরা দালালের খপ্পরে পড়ে বা দালাল ধরতে বাধ্য হয়। এতে রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টগণ দালালের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতার কাছ থেকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে। কেবল টাকার বিনিময়েও লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীদের পরীক্ষায় পাশ দেখিয়ে দেয়;

(৪) একই কর্মচারীকে একাধিক ডেস্কে দায়িত্ব দিয়ে সেবা প্রদান কার্যক্রমে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দালালদের অবৈধ দৌরাত্ম্যের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়;

(৫) ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সকল তথ্য সংগ্রহের পরেও তা সরবরাহে দীর্ঘ সময় নেওয়া হয়। আবেদনকারীরা জরুরি প্রয়োজনে দালালের খপ্পরে পড়ে বা দালাল ধরতে বাধ্য হয়;

(৬) যানবাহনের প্রকৃত মালিকের পরিচয় না জেনে রেজিস্ট্রেশন সনদ প্রদান করা। এতে কালো টাকার মালিকগণ বেনামিতে গাড়ি কেনার সুযোগ পাচ্ছে। তারা রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টগণের সহযোগিতায় নিজের পরিচয় গোপন রেখে অবৈধ অর্থে বিলাসী জীবনযাপন করছে।

খ। দুর্নীতি প্রতিরোধে সুপারিশমালা

(১) গ্রাহকবৃন্দ যাতে কোনো প্রকার বিড়ম্বনা ছাড়া সেবা গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে একটি ডিজিটাইজড তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ইলেকট্রনিক স্ক্রলের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নির্দেশনা প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তথ্য কেন্দ্র থেকে প্রত্যেক সেবাগ্রহীতাকে একটি করে টোকেন নম্বর দেবে, যাতে তিনি সংশ্লিষ্ট বুথের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাবেন;

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ার মতো অনলাইন আবেদন গ্রহণ করা যেতে পারে। মোটরযান পরিদর্শন পরবর্তী আবেদন গ্রহণ ডেস্কে সার্বক্ষণিকভাবে একজন কর্মচারী আবেদন গ্রহণের জন্য উপস্থিত রাখতে হবে। সিসিটিভি পর্যবেক্ষণ জোরদার করতে হবে;

(৩) ফিটনেস পরিদর্শন পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে ও যথাযথভাবে গাড়ি পরিদর্শন সাপেক্ষে ত্রুটিমুক্ত গাড়িসমূহকে ফিটনেস প্রদান করতে হবে;

(৪) লাইসেন্স নবায়ন শাখায় ন্যূনতম তিনজন লোক পদায়ন করলে আবেদন নিষ্পত্তিতে স্বল্প সময় লাগবে। ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও বায়োমেট্রিক গ্রহণের পরে সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স সরবরাহ করতে হবে;

(৫) বেনামে গাড়ি রেজিস্ট্রেশন হলে অবৈধ গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বর্তমানে বিআরটিএ কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগের সুযোগ থাকা প্রয়োজন;

(৬) ফিটনেস, রেট্রো রিফ্লেকটিভ নাম্বার প্লেট, ডিজিটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রভৃতি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুত করতে বিলম্বের কারণে অনেক সময় সরবরাহ করতে দেরি হয়। তাছাড়া ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অনেক সময় যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না ও মানসম্পন্ন কাগজ/বস্তু ব্যবহার করে না। তাই ঠিকাদারের কাজে আরো নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন;

(৭) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বদলি নীতিমালা করা প্রয়োজন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছাড়া লটারির মাধ্যমে বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।

১১.২.৩ সাব-রেজিস্ট্রি অফিস

ক। দুর্নীতির উৎস

(১) সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে বিপুলসংখ্যক নকলনবিশ নিয়োজিত আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ২০১৪ সালের দলিলও বালাম বহিতে কপি করা হয়নি। অথচ যে পরিমাণ দলিল রেজিস্ট্রি হয়, তা বিদ্যমান নকলনবিশ দ্বারা প্রতিদিনের দলিল প্রতিদিনই কপি হওয়ার কথা; কিন্তু সময়মতো ভলিউমে কপি না হওয়ার কারণে মূল দলিল সরবরাহ করতে বিলম্ব হয় ও সার্টিফায়েড কপি সরবরাহে জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাতে সেবাগ্রহীতা দালালের খপ্পরে পড়ছেন এবং দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য উৎকোচ দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

(২) দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় সরকারি রাজস্ব হিসাবে জমাকৃত পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট, চেক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের হিসাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা হয় না। এতে এসব ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, চেকসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে খোয়া যাচ্ছে এবং জালিয়াতির মাধ্যমে এই অর্থ আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। জমি রেজিস্ট্রেশন হওয়ার সময় জমাকৃত জাল পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট, চেক ইত্যাদি নির্ধারিত সময় ব্যাংকে জমা না দেওয়ার কারণে ভুল ধরা পড়ছে না।

(৩) পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফ্ট, চেক ইত্যাদি এন্ট্রি দেয়ার জন্য রক্ষিত রেজিস্টারের সকল কলাম পূরণ করা হয় না। বিশেষ করে দলিল রেজিস্ট্রেশন করার সময় যে সকল ব্যাংক ড্রাফ্ট, পে-অর্ডার জমা হয় তার নম্বর ও তারিখ রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট কলামে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়েল অনুযায়ী Cash Transaction Report (CTR) নিয়মিতভাবে ব্যাংকের সঙ্গে মিলিয়ে সংরক্ষণ করার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে না।

(৪) দলিল রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর LT (Land Transfer) নোটিশ সংশ্লিষ্ট এসি ল্যান্ড অফিসে প্রেরণ করার কথা। কিন্তু সরেজমিন দেখা যায় যে, গুলশান সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কর্তৃক এলটি নোটিশ প্রেরণের অগ্রগামী পত্রের কপি পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে কোন কোন দলিলের তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে, তার কোনো বিবরণ নেই। একই স্মারকে এক মাসের একাধিক LT (Land Transfer) নোটিশ এসি ল্যান্ড অফিসে প্রেরণ করা হয়, তাতে বিশেষ কোনো বিবরণ থাকে না।

(৫) পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফ্ট, চেক ইত্যাদি সময়মতো রাজস্ব খাতে জমা না হলে তা সংশ্লিষ্ট ইস্যুকারী ব্যাংকে দাবিদারবিহীন পড়ে থাকে এবং একটি সময় ব্যাংকের অসাধু কর্মকর্তা কর্তৃক তা আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(৬) দাতা-গ্রহীতার মধ্যে জমির প্রকৃত বিনিময়মূল্য বেশি হলেও তা দলিল লেখক ও সাব-রেজিস্ট্রারের সহায়তায় কম দেখিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার কারণে প্রকৃত রেজিস্ট্রেশন 'ফি' হতে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে। দলিলে লিখিত মূল্যের অতিরিক্ত টাকা বিক্রেতার পক্ষে কালো টাকায় পরিণত হয়; অন্যদিকে ক্রেতার কালো টাকা সাদা হয়ে যায়, এতে ত্রিমুখী দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে দলিল রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে।

(৭) বিতর্কিত জমি রেজিস্ট্রেশন করে রেজিস্ট্রেশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছেন। সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সর্বশেষ জরিপ অনুসারে 'Records of Rights (ROR)' থাকলে এবং তা পরীক্ষা করে রেজিস্ট্রেশন করা হলে বিতর্কিত জমি রেজিস্ট্রেশন কমে যেত এবং তাতে দুর্নীতি হ্রাস পেত।

(৮) কোনো দলিল রেজিস্ট্রেশন কার্য শেষ হয়ে গেলে যদি সেটি জাল দলিল হিসেবে রেজিস্ট্রি হয় তবে দেওয়ানি আদালত ছাড়া ওই দলিল বাতিল করা জমির প্রকৃত মালিকের পক্ষে সম্ভব হয় না, যা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। যদি এক্ষেত্রে আইন সংশোধনের মাধ্যমে আপিল ও রিভিউ ক্ষমতা জেলা রেজিস্ট্রার ও তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (এআইজিআর) বা কোনো অথরিটিকে দেওয়া যায়, তাহলে দেওয়ানি আদালতে মামলা জট হ্রাস পাবে এবং জমির প্রকৃত মালিক দীর্ঘমেয়াদি বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাবেন।

(৯) নিয়োগ-বদলির ক্ষেত্রে ব্যাপক বাণিজ্যের জনশ্রুতি রয়েছে। আইন ও ম্যানুয়েল অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী বদলি, দলিল লেখক, নকলনবিশ নিয়োগের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের। কিন্তু বাস্তবে এ নিয়োগ ও বদলি আই.জি.আর-এর দপ্তর হতে করা হয়।

(১০) অনুসন্ধানকালে দেখা যায় যে, নিয়োগ বহির্ভূত অনেক লোক রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্সে কাজ করেন, যাদের উমেদার বলে। অধিকাংশ অবৈধ লেনদেন এদের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ পদ্ধতি যুগোপযোগী না হওয়ায় জনগণ স্বচ্ছ, হয়রানিমুক্ত ও মানসম্পন্ন সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনার ক্ষেত্রে ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগকে ঢেলে সাজানোর কোনো বিকল্প নেই।

খ। দুর্নীতি প্রতিরোধে সুপারিশমালা

(১) রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্সে অবস্থিত সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসমূহে রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়েল-২০১৪ ও রেজিস্ট্রেশন আইন-১৯০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন পরিদপ্তরকে পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।

(২) বালাম বহিতে রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়ালে বর্ণিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে কপিকরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মূল দলিল গ্রহীতাকে তাৎক্ষণিক ডেলিভারি প্রদানের লক্ষ্যে তিন কপি দলিল সম্পাদন করে রেজিস্ট্রেশন করা যেতে পারে, যাতে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাতা ও গ্রহীতাকে এক কপি প্রদান করে এক কপি ভলিউমে উত্তোলনের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। প্রতিটি দলিল ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

(৩) রেজিস্ট্রেশন 'ফি' হিসেবে প্রাপ্ত পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট রেজিস্টারে এন্ট্রিসহ সময়মতো সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান এবং সিটিআর রিপোর্ট সংগ্রহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সকল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সিটিআর রিপোর্ট ব্যাংকের সঙ্গে মিলিয়ে এক মাসের মধ্যে হালনাগাদ করা উচিত। এছাড়াও যে সকল জায়গায় Online Banking সুবিধা আছে, সে সকল জায়গায় Online পদ্ধতিতে টাকা জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৪) জমির হাল নাগাদ খতিয়ানের কপি সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে সংরক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী দলিল রেজিস্ট্রি করার পূর্বে জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয় নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। মালিকানা বদলের ক্ষেত্রে অটো-জেনারেটেড মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে দাতা ও গ্রহিতাকে জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা গেলে জাল দলিল হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

(৫) আইন সংশোধনের মাধ্যমে জাল দলিল বাতিল ও সংশোধনের আপিল ও রিভিউ ক্ষমতা জেলা রেজিস্ট্রার ও তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আই.জি.আরকে আইনের দ্বারা অথরিটি দেওয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করার জন্য সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে। জেলা রেজিস্ট্রার/আপিলকারী কর্তৃপক্ষ যাতে জাল দলিল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে শুনানি গ্রহণ করে বা না করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাল দলিল বাতিল/সংশোধন করতে পারে সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৬) সম্পাদিত দলিলের দাতা/গ্রহীতা, দলিল মূল্য ও জমির বিবরণের ডাটাবেজ তৈরি করা যেতে পারে। এর ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মৌজার গড় মূল্য সহজে পাওয়া যাবে এবং ক্রয়-বিক্রয় করা জমি সহজে চিহ্নিত করা যাবে। যারা বিনিময়মূল্যের চেয়ে কম মূল্য দেখিয়ে জমি ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাদের জন্য অপ্রদর্শিত টাকা সম্পর্কে ঘোষণা দিয়ে নির্ধারিত সরকারি ফি প্রদান করে অর্থ সাদা করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নামমাত্র ফি-এর বিধান করা যেতে পারে, যাতে বৈধভাবে উপার্জিত কালো হয়ে যাওয়া টাকা সাদা করতে জনগণ উৎসাহিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, বৈধভাবে উপার্জিত টাকাকে বৈধতার রূপ দেওয়া।

(৭) সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সাব রেজিস্ট্রি অফিস একই কর্তৃপক্ষের অধীনে এনে একই কমপ্লেক্সে স্থাপন করা যেতে পারে, যাতে করে জমি রেজিস্ট্রেশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামজারি/জমাভাগের কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা যায়।

(৮) দুর্নীতিমুক্ত জনসেবা নিশ্চিতকরণ ও সরকারি রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদনের সময় বিক্রীত জমির প্রকৃতি (যেমন- নালা, চালা, ডোবা, নাল, ভিটি ইত্যাদি) নিশ্চিত হওয়ার জন্য ভূমি জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক জরিপ কার্য সম্পাদন শেষে এর কপি সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে প্রদান করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৯) রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্স, ঢাকা-এর সকল পর্যায়ে ডিজিটাইজেশন/অটোমেশন পদ্ধতি চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।

(১০) সাব-রেজিস্ট্রার ও স্টাফ বদলির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বদলির নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছাড়া লটারির মাধ্যমে বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন পরিদপ্তরকে পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।

১১.২.৪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি প্রতিকারের বিষয়ে সুপারিশসমূহ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরসমূহের দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত সুপারিশসমূহ ছক আকারে এখানে সন্নিবেশিত হলো।

চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা, সেবাগ্রহীতার হয়রানি ও দুর্নীতির উৎস	প্রতিকারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	সুপারিশকৃত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার
ক. প্রজেক্টের দুর্নীতি		
১. প্রজেক্টের টেন্ডারে অনিয়ম ও দুর্নীতি। ২. ডিপিপি পাশ করাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি।	১. প্রজেক্টের কেনাকাটার ক্ষেত্রে ইজিপি সিস্টেম চালু ২. টেন্ডারে কোটেশন কম করা ৩. প্রজেক্টের পিডি নিয়োগে স্বচ্ছতা আনয়ন ৪. হেডকোয়ার্টারে প্রকল্পের সেল তৈরি করা ৫. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে নীতিমালা অনুসরণ ৬. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য ফিটলিস্ট তৈরি করা এবং দক্ষ ও আগ্রহী কর্মকর্তা নিয়োগ ৭. ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশন বা পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে অনুপযুক্ত ঘোষণা করে নীতিমালা সংশোধন	1. PMIS (Project Management Information System) সব জায়গায় চালু করা ২. প্রজেক্টের কেনাকাটার ক্ষেত্রে ই-জিপি সিস্টেম বেশি পরিমাণে চালু রাখা ৩. টেন্ডারে কোটেশন যতসম্ভব কম করা ৪. প্রজেক্টের পিডি নিয়োগে স্বচ্ছতা আনয়ন করা ৫. হেডকোয়ার্টারে প্রকল্পের সেল থাকবে এবং তারা ডিপিপি পাশ করবে
খ. কোয়ালিটি কন্ট্রোল সেক্টরে দুর্নীতি		
১. বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তা নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি। ২. মৎস্য রপ্তানির সময় সার্টিফিকেট প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতি। ৩. ফিশ গ্লেজিং-এ পানির পরিমাণ বেশি দেয়া। ৪. অফিসকে ম্যানেজ করা। ৫. কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখা থেকে আর্থিক সুবিধার মাধ্যমে ভুয়া লাইসেন্স প্রদান।	১. বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তা নিয়োগ ২. অফিস সঠিকভাবে মনিটরিং করা ৩. সার্টিফিকেট/লাইসেন্স প্রদানে ম্যানুয়াল পদ্ধতি অনুসরণ না করা ৪. সঠিক নিয়মে ফিশ গ্লেজিং করা	১. বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়কে কম সম্পৃক্তকরণ ২. সার্টিফিকেট/লাইসেন্স/নিবন্ধন/ অনাপত্তি সনদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের বিকাশ সাধন ও ব্যবহার ৩. বিদেশে মাছ পাঠানোর সময় সৎ কর্মকর্তাদের দিয়ে স্যাম্পলিং করা ও কার্যক্রম মনিটরিং করা
গ. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দুর্নীতি		
১. প্রশিক্ষণ শুরু করে পরবর্তী ব্যাচগুলিকে আর ট্রেনিং প্রদান না করা।	১. প্রকৃতপক্ষে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে কি না এবং ব্যাচের সবাই ট্রেনিং পাচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা	১. ডিজিটাল/লাইভ ভিডিওর মাধ্যমে ট্রেনিং মনিটরিং করা ২. ট্রেনিংয়ের ভাতা ব্যক্তিগত হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা করা ৩. ট্রেনিং কার্যক্রমে ও ব্যবস্থাপনায় সফটওয়্যার ব্যবহার করা ৪. অনলাইনে এন্ট্রি দিয়ে এনআইডি নিয়ে ট্রেনিং নেয়ার ব্যবস্থা করা

চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা, সেবাগ্রহীতার হয়রানি ও দুর্নীতির উৎস	প্রতিকারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	সুপারিশকৃত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার
ঘ. স্থাপনা কার্যক্রমে দুর্নীতি		
১. টেন্ডারে অনিয়ম ও পছন্দের ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান ২. কোয়ালিটিসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ প্রদান না করা	১. টেন্ডারে সংযুক্ত শর্তাবলি সহজ করা ২. টেন্ডার ডকুমেন্টে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তিকে অন্যায় সুবিধা দেয়ার জন্য কোনো শর্তাবলি সংযোজিত হয়েছে কি-না, তা ই-জিপি সিস্টেমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য গঠিত পরামর্শক কমিটির মাধ্যমে বাধ্যতামূলক যাচাই করা ৩. আহ্বানকৃত টেন্ডারের দাখিলকৃত দাপ্তরিক প্রাক্কলন HOPE-এর কাছে জমা রাখা এবং টেন্ডার খোলার দিন HOPE কর্তৃক তা সিস্টেমে আপডেট দেয়ার ব্যবস্থা প্রচলন	১. ই-জিপি সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় আপগ্রেডেশন এবং ই-জিপি নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন ২. দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ
ঙ. লাইসেন্স প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতি		
১. মৎস্য হ্যাচারি, মৎস্য প্রসেসিং ফ্যাক্টরি, মৎস্যচাষীদের ও সাগরে মাছ ধরার ট্রলারের শিপিং লাইসেন্স প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতি করা	১. সেবাপ্রদান প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় ধাপ পরিহার ২. আবেদন যাচাইয়ে পরিদর্শন কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধি ৩. আবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংযোজনীর তালিকা সিটিজেন চার্টারে প্রদর্শন ৪. প্রয়োজনীয় ল্যাব. সাপোর্ট চেইন গড়ে তোলা	১. লাইসেন্স/নিবন্ধন/অনাপত্তি সনদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের বিকাশ সাধন ও ব্যবহার
চ. সরকারি অর্থ অপচয় বিষয়ক		
১. কার্যকর দাপ্তরিক সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার ঘাটতি ২. প্রসেস প্রোটিন আমদানির আড়ালে নিষিদ্ধ ঘোষিত মিট অ্যান্ড বোন মিল আমদানি করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন, মৎস্য বীজ উৎপাদন, খামারের মেরামত ও সংস্কার কাজের টাকা আত্মসাৎ	১. বাজেট বরাদ্দ প্রদানে সুষ্ঠু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনাকে শর্তযুক্ত করা ২. অফিস পরিদর্শনে সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে নিয়মিত মনিটরিং ৩. সরকারি প্রজেক্টের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ প্রদান ৪. অর্থবছরের মাঝে বরাদ্দ কাটছাঁট পরিহার ৫. নিয়মিত ও দ্রুততার সঙ্গে অডিট সম্পন্ন করা	১. সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের বিকাশ সাধন এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আওতাধীন দপ্তরসমূহকে সংযুক্ত করা ২. অডিট নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার ডিজিটাইজেশন

প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতির উৎস ও কারণসমূহ এবং প্রতিকারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সুপারিশ

চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা, সেবাগ্রহীতার হয়রানি ও দুর্নীতির উৎস	প্রতিকারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	সুপারিশকৃত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার
আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রয়োগ বিষয়ক		
১. লাইসেন্স, নিবন্ধন ও অনাপত্তি সনদ প্রদানে অতিরিক্ত সময় ব্যয় ও সেবাগ্রহীতার হয়রানি	ক. সেবাপ্রদান প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় ধাপ পরিহার খ. আবেদন যাচাইয়ে পরিদর্শন কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধি গ. আবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংযোজনীর তালিকা সিটিজেন চার্টারে প্রদর্শন ঘ. প্রয়োজনীয় ল্যাব. সাপোর্ট চেইন গড়ে তোলা	লাইসেন্স/নিবন্ধন/অনাপত্তি সনদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের বিকাশ সাধন ও ব্যবহার
২. ভোক্তা স্বার্থ এবং উৎপাদনকারীদের স্বার্থ রক্ষায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রেগুলেটরি ভূমিকা জোরদারে আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন	ক. প্রয়োজনীয় আইন/বিধি/নীতিমালা প্রস্তাব জরুরি ভিত্তিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ খ. আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন দ্রুততর করা গ. আইন/বিধি/নীতিমালা প্রয়োগে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ	--

চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা, সেবাগ্রহীতার হয়রানি ও দুর্নীতির উৎস	প্রতিকারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	সুপারিশকৃত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার
প্রতিষ্ঠান/দাপ্তরিক পরিচালন পদ্ধতি বিষয়ক		
১. প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন এবং রিপোর্টিং সিস্টেমের ডিজিটাইজেশন	ক. সম্পাদনা পরিষদ গঠন খ. প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদান গ. রিপোর্টিং সিস্টেমের ডিজিটাইজেশন	রিপোর্টিং সিস্টেম অ্যাপের বিকাশ সাধন ও ব্যবহার
২. অভ্যন্তরীণ সেবা তথা- বদলি, ছুটি, পাসপোর্টের এনওসি, জিপিএফ (অগ্রিম ও চূড়ান্ত উত্তোলন), পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরি এবং অবসরোত্তর ছুটি ও লাম্প অ্যামাউন্ট মঞ্জুরি ব্যবস্থাপনা	ক. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ০১ (এক)টি পৃথক কল্যাণ শাখা সৃজন এবং বর্ণিত সেবা নিশ্চিত করা খ. ই-নথি ব্যবস্থাপনার আওতায় অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা এবং সার্ভারের ক্ষমতা বৃদ্ধি গ. অভ্যন্তরীণ সেবা সহজ ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে ক্ষমতার অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণ	ই-নথি সফটওয়্যার ব্যবহার
৩. কর্মচারীদের নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা না থাকায় উদ্ভূত সমস্যা নিরসন বিষয়ক	ক. কর্মচারীদের নিয়মিত বদলির নীতিমালা প্রণয়ন খ. নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড প্রদান এবং বদলি ও পদায়ন ব্যবস্থাপনা PDS-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ
৪. কার্যকর দাপ্তরিক পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা	ক. পরিদর্শন শেষে বাধ্যতামূলক প্রতিবেদন দাখিল খ. পরিদর্শনের নিমিত্ত ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্রমণভাতা বিলের সঙ্গে প্রতিবেদনের বাধ্যতামূলক সংযুক্তি নিশ্চিত করা গ. বিভাগীয় সমন্বয় সভায় প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন নিয়মিত পর্যালোচনা করা ঘ. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম মূল্যায়নে প্রতিটি ধাপের জন্য পরিদর্শন ছকপত্র প্রণয়ন করা	--
৫. বটমআপ পদ্ধতিতে কার্যকর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে প্রতিবন্ধকতা	ক. নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে চার (০৪) মাস পূর্বে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রক্রিয়া শুরু করা খ. কমপক্ষে এক (০১) মাস পূর্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রস্তাব চূড়ান্ত করা গ. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং কেবিনেট ডিভিশন কর্তৃক এক (০১) মাসের মধ্যে প্রস্তাব অনুমোদন	--
৬. কৃত্রিম প্রজননসহ অন্যান্য ফি আদায়ে চলমান অনিয়ম পরিহার	ক. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নির্ধারিত কৃত্রিম প্রজনন ফি-এর মাঝে সামঞ্জস্য আনয়ন খ. সরাসরি খামারে উপস্থিত হয়ে সেবাদানের ক্ষেত্রে আদায়যোগ্য সার্ভিস চার্জের সর্বোচ্চসীমা বেঁধে দেয়া গ. সেবাদানকারীর জন্য সেবা প্রদান এলাকা সুনির্দিষ্ট করা ঘ. নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ/ফি-এর তালিকা প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ ঙ. উত্থাপিত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রতিকার	--
সরকারি অর্থ অপচয় বিষয়ক		
১. কার্যকর দাপ্তরিক সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার ঘাটতি	ক. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ০১ (এক)টি পৃথক সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা শাখা সৃজন খ. মেরামত ও সংরক্ষণ উপখাতে বাজেট বরাদ্দ প্রদানে সুষ্ঠু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনাকে শর্তযুক্ত করা গ. অফিস পরিদর্শনে সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে নিয়মিত মনিটরিং করা	কেন্দ্রীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ব্যবহার এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আওতাধীন দপ্তরসমূহকে সংযুক্ত করা

চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা, সেবাগ্রহীতার হয়রানি ও দুর্নীতির উৎস	প্রতিকারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	সুপারিশকৃত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার
২. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে অনিয়ম	ক. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে নীতিমালা অনুসরণ করা খ. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য ফিটলিস্ট তৈরি করা এবং দক্ষ ও আগ্রহী কর্মকর্তা নিয়োগ গ. ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশন বা পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে অনুপযুক্ত ঘোষণা করে নীতিমালা সংশোধন	--
৩. টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক করতে প্রতিবন্ধকতা অপসারণ	ক. টেন্ডারে সংযুক্ত শর্তাবলি সহজ করা খ. টেন্ডার ডকুমেন্টে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে অন্যায় সুবিধা দেয়ার জন্য কোনো শর্তাবলি সংযোজিত হয়েছে কি-না, তা ই-জিপি সিস্টেমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য গঠিত পরামর্শক কমিটির মাধ্যমে বাধ্যতামূলক যাচাই করা গ. আহ্বানকৃত টেন্ডারের দাখিলকৃত দাপ্তরিক প্রাক্কলন HOPE-এর কাছে জমা রাখা এবং টেন্ডার খোলার দিন HOPE কর্তৃক তা সিস্টেমে আপডেট দেয়ার ব্যবস্থা প্রচলন	ই-জিপি সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় আপগ্রেডেশন এবং ই-জিপি নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন
৪. প্রকল্পে ব্যবহৃত গাড়ি প্রকল্পের মেয়াদ শেষে কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমাদান বিষয়ক জটিলতা	ক. অধিদপ্তরের প্রাপ্য গাড়ির সংখ্যায় ঘাটতি থাকলে প্রকল্পে ব্যবহৃত গাড়ি কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমাদানের বাধ্যবাধকতা অপসারণ খ. অধিদপ্তর থেকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে গাড়ি ও চালক সরবরাহের অলিখিত প্রথা বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ	--
৫. খামারের বাজেটপ্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা	ক. সরকারি খামারসমূহ মূলত প্রজনন খামার এবং জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার খ. খামারগুলোর বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছর শেষ হওয়ার কমপক্ষে তিন মাস পূর্বে চূড়ান্ত করা গ. লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ প্রদান ঙ. অর্থবছরের মাঝে বরাদ্দ কাটছাঁট পরিহার	--
৬. কার্যকর ব্যয়-পূর্ববর্তী অডিট এবং ব্যয়-পরবর্তী অডিটের অনুপস্থিতি	ক. ব্যয়-পূর্ববর্তী ও ব্যয়-পরবর্তী অডিটে চলমান দুর্নীতির সুযোগসমূহ অপসারণ খ. নিয়মিত ও দ্রুততার সঙ্গে অডিট সম্পন্ন করা ঘ. অডিট নিষ্পত্তি সহজ ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা	অডিট নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার ডিজিটাইজেশন
৭. কার্যকর প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে ঘাটতি	ক. পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করা খ. অপ্রয়োজনীয় ও চাপিয়ে দেয়া প্রকল্প প্রস্তাব পরিহার	--

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

দ্বাদশ অধ্যায়

ভবিষ্যৎ অভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

১২.১ কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

ভবিষ্যৎ অভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

১২.১ কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রায় প্রতিটি সূচকে দেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। আর্থ-সামাজিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু কতিপয় লোভী মানুষের সীমাহীন দুর্নীতির প্রবণতা দেশের সকল সম্ভাবনাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করছে। সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রত্যাশা করে। বিশ্বায়নের এ যুগে দুর্নীতি কেবল কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের সমস্যা নয়, বরং এটি বৈশ্বিক সমস্যা। অন্যান্য দেশের মতো এদেশকেও দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করছে। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাপূর্বক অনেক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে। তবে এতে আত্মতুষ্টিতে না ভুগে স্বীয় সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো থেকে উত্তরণের পথে এগিয়ে যেতে চায় কমিশন। এ লক্ষ্যে দুদকের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও দৃশ্যমান করতে সম্ভাব্য পরিকল্পনা তুলে ধরা হলো। এগুলো বাস্তবায়ন হলে দুদকের কার্যক্রম বহুমাত্রিকতা পাবে, পাশাপাশি দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং দুদকের প্রতি সাধারণ জনগণের আস্থা আরো বাড়বে।

১২.১.১ মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম, বিদ্যমান সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ মানিলন্ডারিং এবং ব্যাংক ও বীমা সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান ও মামলার তদন্ত পরিচালনা করে। এটি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অংশগ্রহণ, তথ্য উপস্থাপন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। এই অনুবিভাগ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU)-এর সঙ্গে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠান, দ্বিপাক্ষিক ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং এবং বিএফআইইউ'র মাধ্যমে অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে গৃহীত জাতীয় কৌশলপত্রের অ্যাকশন আইটেমসমূহ বাস্তবায়ন করে। বিদেশ থেকে তথ্য ও প্রমাণাদি সংগ্রহ, অর্থ বা সম্পদ ফ্রিজ/ক্রোক/বাজেয়াপ্তির জন্য মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্স রিকোয়েস্ট (MLAR) প্রণয়ন, প্রেরণ, যোগাযোগ ও সমন্বয় করার কাজটি এই অনুবিভাগ করে থাকে। অ্যাটর্নি জেনারেলের নেতৃত্বে গঠিত পাচারকৃত সম্পদ ফেরত আনার বিষয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের সভায় অংশগ্রহণ এবং টাস্কফোর্স কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয় মানিলন্ডারিং অনুবিভাগের মাধ্যমে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ন্যাশনাল রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট (NRA) রিপোর্ট প্রণয়ন এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ অনুবিভাগ এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (APG)-এর মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং এপিজি'র বার্ষিক সভায় যোগদান করে থাকে। বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (CID)-সহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ, তথ্যের আদান-প্রদান ও সমন্বয় সাধন করা এই অনুবিভাগের দায়িত্ব। মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশনের সুপারিশের পরিপ্রক্ষিতে ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি কর্তৃক গৃহীত অ্যাকশন আইটেম বাস্তবায়নের দায়িত্ব মানিলন্ডারিং অনুবিভাগের ওপর ন্যস্ত।

বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা

১। মানিলন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত অন্যান্য অনুসন্ধান/তদন্ত থেকে কৌশল ও পদ্ধতিগতভাবে ভিন্ন এবং বিশেষায়িত। মানিলন্ডারিংয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপকভাবে সার্ভিলেন্স, আন্ডারকভার অপারেশন, ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করতে হয়। দুদকের বিদ্যমান ব্যবস্থায় অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সার্ভিলেন্স পরিচালনা ও আন্ডারকভার অপারেশন পরিচালনার কোনো ব্যবস্থা/বিধান নেই।

২। মানিলন্ডারিং ও আর্থিক অপরাধ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং টেকনিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও দুদকে মানিলন্ডারিং অনুসন্ধান ও তদন্তে এর ব্যবহার নেই বললেই চলে।

৩। মানিলন্ডারিং ও আর্থিক অপরাধ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে প্রোঅ্যাক্টিভ অনুসন্ধান, অর্থাৎ, সার্ভিলেন্স, কমিউনিকেশন ইন্টারসেপশন ও আন্ডারকভার ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান অত্যন্ত কার্যকরি হলেও দুদকে মূলত রিঅ্যাক্টিভ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথাগত পদ্ধতিতে রেকর্ডপত্র সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে, যেখানে অনেক ক্ষেত্রে দালিলিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৪। ক্রস-বর্ডার অপরাধের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে তথ্য/ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের জন্য দুদককে কেবল বিএফআইইউর উপর নির্ভর করতে হয়। অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধকারী এজেন্সিসমূহের সঙ্গে অনুসন্ধান/তদন্তে সহযোগিতা বিষয়ক কোনো সমঝোতা স্মারক নেই। এছাড়া ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম (UNODC)-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত GLOBE NETWORK বা অ্যান্টি-করাপশন এজেন্সিগুলো নিয়ে গঠিত অন্য কোনো আঞ্চলিক প্লাটফর্মে বাংলাদেশ সংযুক্ত নয় বলে তথ্য/ইন্টেলিজেন্স প্রাপ্তিতে সমস্যা হয়।

৫। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স (FATF)-এর সুপারিশ প্রতিপালন, APG-র মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশনে গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়ন, সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় কৌশলপত্রের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পলিসি ও গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হয় যার জন্য ডেডিকেটেড কোনো লোকবল কমিশনের বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে নেই।

৬। MLAR প্রণয়ন ও প্রেরণ, বিদেশি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন, APG-এর সঙ্গে যোগাযোগ, মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশনের জন্য ডকুমেন্ট তৈরি, প্রস্তুতি গ্রহণ ইত্যাদি কাজের জন্য বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে কোনো ডেডিকেটেড শাখা/ডেস্ক নেই। এছাড়া, FATF-এর সুপারিশের আলোকে মানিলন্ডারিং বিষয়ে নিয়মিত রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হয় বলে এ বিষয়ে কোনো বিশেষায়িত জনবল দুদকের অর্গানোগ্রামে নেই, নিয়মিত কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসেবে এসকল কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

৭। বাংলাদেশ থেকে যে সকল দেশে অর্থ/সম্পদ পাচার হয়ে থাকে সে সকল দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি না থাকায় কেবল United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এর আওতায় তথ্য/সাক্ষ্য-প্রমাণপ্রাপ্তি ও সম্পদ পুনরুদ্ধারে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৮। বিদ্যমান অনুসন্ধান ও তদন্তের সংখ্যার বিপরীতে কর্মরত তদন্তকারী কর্মকর্তার সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল।

৯। MLAR প্রেরণ-পরবর্তী কার্যক্রমের বিষয়ে আপডেটেড তথ্য না থাকা।

১০। অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নামে ডোমেইন সংবলিত ই-মেইল (অফিসিয়াল) না থাকায় বিদেশি এজেন্সি বা কর্তৃপক্ষের ই-মেইলে যোগাযোগে সমস্যা।

সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে পরিকল্পনা

১। প্রো-অ্যাক্টিভ অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২। সার্ভিলেন্স, কমিউনিকেশন ইন্টারসেপশন ও আন্ডারকভার অপারেশন পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং বিশেষায়িত লোকবল নিযুক্ত করা ।

৩। FATF ও APG সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা ও এমএলএআর প্রেরণ; বিদেশি এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় এবং ন্যাশনাল রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজের জন্য মানিলন্ডারিং অনুবিভাগে পৃথক ডেস্ক প্রতিষ্ঠা করা।

৪। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, জাতীয় কৌশলপত্রের অ্যাকশন আইটেমসমূহ বাস্তবায়ন, বিদেশে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনা সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও BFIU-এর সঙ্গে সমন্বয় ও দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মানিলন্ডারিং অনুবিভাগে পৃথক ডেস্ক স্থাপন করা।

৫। বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার হয়ে থাকে এমন দেশের সঙ্গে সাক্ষ্য-প্রমাণ আদান-প্রদান, সম্পদ পুনরুদ্ধার, ফ্রিজ, ক্রোক ও বাজেয়াপ্তকরণ কার্যকর করার জন্য দ্বিপাক্ষিক আইনি সহযোগিতা চুক্তি (Mutual Legal Assistance Treaty) করা।

৬। মানিলন্ডারিং এবং ব্যাংক ও বীমা সংশ্লিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত, ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং, ডিজিটাল ফরেনসিক, সার্ভিলেন্স ও আন্ডারকভার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও স্টাডি ট্যুরের আয়োজন করা।

৭। বাংলাদেশ থেকে সচরাচর অর্থ পাচার হয়ে থাকে এমন দেশসমূহের দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের সঙ্গে তথ্য/ইন্টেলিজেন্স আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮। বিভিন্ন দেশে প্রেরিত এমএলএআরের সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনা ও গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে দুদক, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সমন্বয় সভার আয়োজন করা।

৯। সকল অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার স্ব-স্ব নামে ডোমেইন সংবলিত অফিসিয়াল ই-মেইল অ্যাকাউন্ট প্রতিষ্ঠা করা।

১০। দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে যোগদান করা।

১২.১.২ পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারে দুদকের কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর বিধান মোতাবেক ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের মধ্যে দুদক কেবল একটি সম্পৃক্ত অপরাধ 'ঘুষ ও দুর্নীতি'লব্ধ অর্থের মানিলন্ডারিং তদন্তের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিভিন্ন গবেষণা বা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত অর্থের প্রায় শতকরা আশি ভাগ (৮০%) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ পাচার তদন্তের দায়িত্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দুদক কেবল ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ/সম্পদ বিদেশে পাচার হলে তা তদন্ত করে থাকে।

সীমাবদ্ধতা

১। বিদেশে পাচারকৃত অর্থ/সম্পদ তদন্তপূর্বক দেশে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে দুদকের আইনি ক্ষমতা সীমিত।

২। বিদেশ থেকে অর্থ/সম্পদ ফিরিয়ে আনার সার্বিক প্রক্রিয়া জটিল এবং সময় সাপেক্ষ।

৩। বিদেশে পাচারকৃত অর্থ/সম্পদ ফিরিয়ে আনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংশ্লিষ্ট দেশের আইনি সহায়তা। এজন্য প্রাথমিকভাবে তথ্য/ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ এবং পরবর্তীকালে এমএলএআরের মাধ্যমে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করার বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করার জন্য দুদক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ডেডিকেটেড জনবল গড়ে ওঠেনি।

৪। অর্থ/সম্পদ পাচার তদন্ত পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রস্তাব

১। অর্থ/সম্পদ পাচার রোধ এবং পাচারকৃত অর্থ/সম্পদ বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে দুদককে অগ্রণী ভূমিকায় দেখতে চাইলে দুদককে পর্যাপ্ত আইনি ক্ষমতা প্রদান করা।

২। বিদেশ থেকে তথ্য/ইন্টেলিজেন্সপ্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের দুর্নীতি দমন সংস্থার সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা।

৩। বিদেশ থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বেগবান করতে হলে দুদক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ডেডিকেটেড জনবল নিয়োগ করে তাদেরকে দেশে-বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৪। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১২.১.৩ গোয়েন্দা কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিট কমিশনের চেয়ারম্যানের অধীন একটি ইউনিট, যা ২০১৮ সালের ৮ অক্টোবর কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে যুক্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ওই ইউনিট চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে ও একজন পরিচালকের নেতৃত্বে কমিশনের মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে নানারকম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিরলসভাবে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের লক্ষ্যে কমিশনের নিয়মিত অনুসন্ধান ও তদন্তের পাশাপাশি সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রেখে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাপ্ত তথ্যের সঠিকতা নিরূপণ করে তা বিশ্লেষণপূর্বক উপস্থাপন করা এ ইউনিটের অন্যতম কাজ। এ ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কমিশনের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে নিজেরা বা সোর্স নিয়োগের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এছাড়া কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্র টোল ফ্রি হটলাইন নম্বর ১০৬, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিট দেশের অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেও গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে থাকে।

বিগত মার্চ ২০২০ থেকে কমিশনের ২২টি জেলা কার্যালয়ে গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে গোয়েন্দা কাজকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। জেলা কার্যালয়ের গোয়েন্দা কর্মকর্তাগণ সংগৃহীত ও প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাইপূর্বক তার সঠিকতা নিরূপণ করে দেয়ায় অনুসন্ধানকালে অভিযোগ পরিসমাপ্তির হার কমে যাওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের হয়রানিও বহুলাংশে লাঘব হয়েছে। ২০১৮ সালে গোয়েন্দা ইউনিট আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরুর পর এই ইউনিট থেকে এ পর্যন্ত তিন শতাধিক গোয়েন্দা তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে অধিকাংশ তথ্যের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ থেকে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভুয়া দুদক কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ গোয়েন্দা ইউনিট কর্তৃক প্রাপ্ত হয়ে অনেক অভিযোগের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান শেষে গোয়েন্দা অভিযান পরিচালনা করে আসামি গ্রেফতার ও মামলা রুজু করা হয়েছে। এ গোয়েন্দা ইউনিট থেকে প্রতারকদের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য নিয়ে সর্বমোট ১১ জন প্রতারককে গ্রেফতারপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কিছু চিহ্নিত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির কার্যক্রম গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখা হয়েছে, যা যথাসময়ে আইনের আওতায় আনা হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর আওতায় সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন তার আইনি বাধ্যবাধকতায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। সে ধারাবাহিকতায় কোভিডকালীন বাস্তবতায় কমিশন এবারে বার্ষিক প্রতিবেদনের পরিবর্তে দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। দ্বিভাষিক দ্বিবার্ষিক এ প্রতিবেদনে বিগত বছরে (২০২০ ও ২০২১ সাল) কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত বহুমাত্রিক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কর্মপরিকল্পনা এবং বহুমুখী সফলতা ও চ্যালেঞ্জের সচিত্র তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের তাক লাগানো সফলতাকে সচল রাখতে কমিশন তার বিভিন্ন অনুবিভাগের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধে ন্যায়নিষ্ঠার ও উত্তম চর্চার মতো সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। চলমান কোভিড মহামারির মধ্যেও কমিশন থেমে থাকেনি। এই সময়ে অর্থাৎ ২০২০ ও ২০২১ সালেও ১৩৫৫টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করেছে এবং ৬৯৫টি মামলা দায়ের করেছে; সেই সঙ্গে ১৪৭ কোটি টাকা জরিমানা ও ৫০৬ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক করা হয়েছে।

কমিশনের স্বীকৃত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় কমিশনের প্রতি জনসাধারণের প্রত্যাশা বেড়েছে বহুগুণ। ২০২০ ও ২০২১ সালের কথাই ধরা যাক। এই দুই বছরে বিভিন্ন মাধ্যমে অভিযোগ এসেছে ৩৩,২৭৮টি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কমিশনে অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তা রয়েছেন মাত্র ২৫০ জন। এ অপ্রতুল জনবল দিয়ে এ বিশাল কর্মযজ্ঞের দায়ভার বহন কতখানি কঠিন, তা সহজেই অনুমেয়। তদুপরি এ স্বল্প সংখ্যক জনবলের আবার রয়েছে অত্যাধুনিক ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের অভাব। তথাপি কোনো প্রতিকূলতাই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেনি কমিশনের আত্মপ্রত্যয়ী কর্মীদের মাঝে। অনুসন্ধান, তদন্ত, কোর্টে সাক্ষ্য প্রদান, দৈনন্দিন তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা, প্রতিরোধ ও গবেষণা থেকে শুরু করে নানাবিধ কাজেই কমিশনের কর্মকর্তাদের হতে হয় পারদর্শী।

দুদকের প্রতি জনসাধারণের প্রত্যাশা যেহেতু অনেক বেশি; কখনো কখনো সমাজ বাস্তবতা এবং সক্ষমতার অভাবে সে প্রত্যাশা কমিশনের জন্য নেতিবাচক দায় হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের মধ্যে কেবল একটি-'ঘুষ ও দুর্নীতি' লব্ধ অর্থের মানিলন্ডারিং এর তদন্ত আইনত দুদক করতে পারে। বাকি ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধের তদন্তের ক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (CID) সহ অন্যান্যদের ওপর ন্যস্ত। যেখানে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ হয় Trade based মানিলন্ডারিং-এর মাধ্যমে সেখানে জনসাধারণ অনেক সময় দুদকের এই আইনি ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা না করেই সকল অর্থপাচারসহ সেকেন্ড হোম ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যর্থতার দায় কমিশনকে দিয়ে থাকে। দুর্নীতির প্রবণতা যখন ছুঁয়ে যায় দেশের প্রতিটি স্তরে তখন দুদকের একার পক্ষে তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে (NIS) প্রায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমের ওপর ১৫ নম্বরের মাপকাঠি বেঁধে দেয়া আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতি প্রতিরোধে দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম ছাড়াই অনেক প্রতিষ্ঠান এই মাপকাঠিতে শতভাগ সফলতা অর্জনের স্বীকৃতি প্রত্যাশা করছে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদক সেক্ষেত্রে কোনো ঘটক-অনুঘটকের দায়িত্বে নেই। আইনি দায়িত্বের অংশ হিসেবে কমিশন বিভিন্ন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করলেও সেগুলোর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সদিচ্ছার আশানুরূপ প্রতিফলন দৃষ্টিগোচর হয়নি।

আইনে বলা থাকলেও কমিশনের নিজস্ব প্রসিকিউশন ইউনিট এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্তকার্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সঠিক প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। যে কারণে, সদিচ্ছা থাকলেও অনেক সময় আইন ও বিধিতে উল্লিখিত সময়ে অনুসন্ধান ও তদন্তকাজ শেষ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। একথা সর্বজনবিদিত যে, বিশ্ব এখন ডিজিটাইজেশনের পরিসীমা পেরিয়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পরিক্রমায় পদচারণা করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ আরো ১৭টি দেশ এখন ন্যায়বিচারের স্বার্থে SIRIUS প্রজেক্টের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পেরিফেরির বাইরেও ইলেকট্রনিক এভিডেন্স ও ডাটা সরাসরি আদান প্রদান করছে। তবে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির অভাবে দুর্নীতি দমন কমিশন অনুসন্ধান ও তদন্তে ডিজিটাল এভিডেন্স হিসেবে ই-মেইল, ক্ষুদে বার্তা, সোশ্যাল মিডিয়া হতে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদি ইত্যাদি ব্যবহারে এখনও খুব বেশি সক্ষমতা অর্জন করে উঠতে পারেনি। তবে দ্রুত দুদকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশন তার ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে দুর্নীতিবিরোধী অভিযাত্রায় পিছিয়ে নেই। দৈনন্দিন অনুসন্ধান ও তদন্তকাজের পাশাপাশি সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি বন্ধে টোল ফ্রি হটলাইনে (১০৬) অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এর প্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করছে। পাচারকৃত অর্থ/সম্পদ বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে ও এর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত MLAR-এর ইতিবাচক সাড়া দ্রুত পেতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক MOU ও আইনি সহযোগিতা চুক্তি MLAT (Mutual legal Assistance Treaty) স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। গোয়েন্দা তথ্যপ্রাপ্তি সহজীকরণে (বিভিন্ন সংস্থার ডাটাবেইজে প্রবেশাধিকারে জন্য) পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। জনবল সংকট নিরসনে নতুন করে জনবল নিয়োগ করা হচ্ছে, সেই সঙ্গে দেশে-বিদেশে প্রায় ২৫টি ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে কমিশন। ডিজিটাল ডাটা এভিডেন্স আকারে কোর্টে উপস্থাপনের জন্য অত্যাধুনিক ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরিতে কমিশন তৎপর রয়েছে। সর্বজনীন সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিযানের অংশ হিসেবে প্রবীণদের প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও নতুন প্রজন্মের তারুণ্যের শক্তির সমন্বয়ে সর্বস্তরে দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার হচ্ছে। যার অংশ হিসাবে মহানগর, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা, ধর্মীয় নেতাসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠনের মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে। এ কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায়েও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ যাদের ঘিরে আবর্তিত হবে, সেই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ব্যক্তিগত সততা, নিষ্ঠাবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনসহ দুর্নীতির প্রতি তীব্র ঘৃণা সৃষ্টির মতো সামাজিক দায়িত্ব পালনে তরুণদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতেও কমিশন সদা তৎপর। সে লক্ষ্যে সততা সংঘ তৈরি করা হয়েছে, বিদ্যালয়সমূহে স্থান করে নিচ্ছে বিক্রেতাহীন 'সততা স্টোর'। সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে জনবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে শহর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গণশুনানি ও প্রাপ্ত অভিযোগের Follow Up গণশুনানির ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। কমিশন অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিটি গঠন করেই থেমে থাকেনি, সেই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ডকে সমৃদ্ধ করতে নাগরিকের জন্য অবাধ ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। এমনকি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েও কমিশন বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করছে।

পরিশেষে একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, কমিশন তার সকল সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আইনি বাধ্যবাধকতায় দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে নির্দিষ্ট রূপকল্প বাস্তবায়নে প্রতিনিয়ত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন সময়ের প্রয়োজনেই দুর্নীতিবিরোধী নৈতিকতাবোধ ও সংস্কৃতি সর্বস্তরের মানুষের মননে জায়গা করে নেবে। সেদিন পূর্ণরূপে বিকশিত হবে কোটি প্রাণের অমিত সম্ভাবনার বাংলাদেশ।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

করোনা মহামারিতে আমরা যাঁদের হারিয়েছি

নাম : মোঃ মফিজুর রহমান ভূঞা
পদবি : প্রাক্তন মহাপরিচালক (লিগ্যাল)
(সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ)
মৃত্যু : ০৯-০৩-২০২১

নাম : জালাল সাইফুর রহমান
পদবি : প্রাক্তন পরিচালক (প্রশাসন)
(উপসচিব)
মৃত্যু : ০৬-০৪-২০২০

নাম : মোঃ খলিলুর রহমান
পদবি : প্রাক্তন প্রধান সহকারী
মৃত্যু : ০৯-০৫-২০২০

নাম : মোঃ আবু ইউছুফ সরকার
পদবি : প্রাক্তন উচ্চমান সহকারী
মৃত্যু : ১৫-০৮-২০২০

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

ফটো গ্যালারি

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ-এঁর সঙ্গে ২০২১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বঙ্গভবনে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এবং কমিশনার (তদন্ত) জনাব মোঃ জহুরুল হক সাক্ষাৎ করেন

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়

দুর্নীতি দমন কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে নতুন কমিশনের মতবিনিময় সভা

দুর্নীতি দমন কমিশনের নিয়মিত কমিশন সভার একটি স্থিরচিত্র

বিটিভির আইন আদালত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুদকের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ ও অ্যাডভোকেট খুরশীদ আলম খান

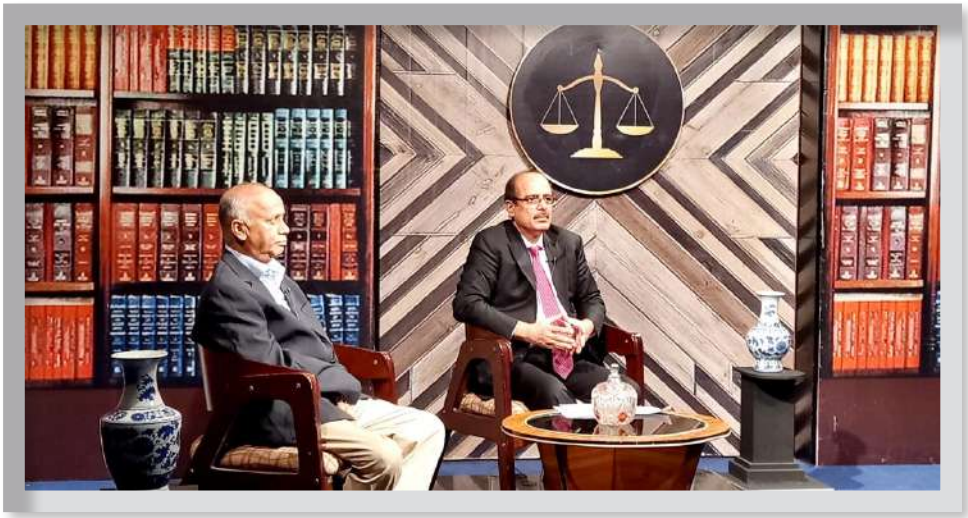

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দুদকের সচিব ড. মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদারের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর সামনে মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন দুদক চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে বিটিভির আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন দুদকের কমিশনার (অনুসন্ধান) জনাব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান ও দুদকের সচিব জনাব ড. মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার

গণমাধ্যমকর্মীদের ব্রিফিং করছেন দুদকের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

রিপোর্টার্স অ্যাগেইন্স্ট্ করাপ্শন (RAC)-এর বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দুদক কমিশনারদ্বয়

RAC-এর বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে RAC-এর সভাপতির কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কমিশনের মতবিনিময় সভা

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কমিশনের মতবিনিময় সভা

সিলেট বিভাগে আয়োজিত গণশুনানি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন দুদক কমিশনার (তদন্ত) জনাব মোঃ জহুরুল হক

দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব জনাব ড. মু. আনোয়ার হোসেন হাওলাদারের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং

২০২১ সালে ইউএনওডিসি আয়োজিত মিশরের শার্ম আল শেখ-এ অনুষ্ঠিত দুর্নীতিবিরোধী কনফারেন্স অব স্টেট পার্টিজ-এ দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিনিধিদল

২০২১ সালে ইউএনওডিসি আয়োজিত মিশরের শার্ম আল শেখ-এ অনুষ্ঠিত দুর্নীতিবিরোধী কনফারেন্স অব স্টেট পার্টিজ-এর সেশনে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিনিধিদল

ভারতে সিবিআই আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

২০২১ সালে মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত ইউএনওডিসি কর্তৃক আয়োজিত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে কার্যকর আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি বিষয়ক ওয়ার্কশপে দুদক কর্মকর্তাবৃন্দ

দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২০ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে দুদকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ, প্রাক্তন কমিশনার (তদন্ত) জনাব এএফএম আমিনুল ইসলাম, প্রাক্তন সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত এবং অক্সফাম ও চ্যানেল আই-এর প্রতিনিধিবৃন্দ

২০২১ সালে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত ইউএনওডিসি কর্তৃক আয়োজিত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে কার্যকর আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি বিষয়ক ওয়ার্কশপে দুদক কর্মকর্তাবৃন্দ

মুজিববর্ষের শুরুতেই দুদকের পক্ষে দুর্নীতিবিরোধী স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ, কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রাক্তন কমিশনার (তদন্ত) এএফএম আমিনুল ইসলাম এবং দুদক সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত

দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে ১৬-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে বিসিএস (কর) একাডেমী, ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'আয়কর আইন ও বিধানাবলী' সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের ফটোসেশনে প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ, একাডেমীর সম্মানিত অনুষদবর্গ ও প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দ

কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (CTTC)-এ অনুষ্ঠিত 'সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশন' শীর্ষক প্রশিক্ষণের ফটোসেশনে CTTC'র প্রাক্তন প্রধান এবং বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখার প্রধান ও অতিরিক্ত আইজিপি জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, দুদকের মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি) এবং প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দ

দুদকে নতুন সংযোজিত আইপিএমএস (IPMS) সফটওয়্যার ব্যবহারবিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ

দুদকে নতুন স্থাপিত অত্যাধুনিক ফরেনসিক ল্যাব

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর সঙ্গে কমিশনের মতবিনিময় সভা

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর সামনে মানববন্ধন

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে মানিক মিয়া এভিনিউতে মানববন্ধন

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে পিকেএসএফ-এর মানববন্ধন

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে সিলেট বিভাগে আয়োজিত মানববন্ধন

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে চাঁদপুরের মতলবে আয়োজিত মানববন্ধন

দুদক ডে কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ। সাথে ছিলেন প্রাক্তন কমিশনার (তদন্ত) জনাব এএফএম আমিনুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে বরিশালে আয়োজিত মানববন্ধন

দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অভিযান

দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অভিযান

দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা - ২০২০ এর স্কুল পর্যায় স্থান : সিটি রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর

দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা - ২০২০ এর স্কুল পর্যায় স্থান : পঞ্চগড়

২০২০ সালে দুদকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত ডে কেয়ার সেন্টার

দুর্নীতি দমনে অঙ্গীকারবদ্ধ

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.acc.org.bd